

Hom.

1464

l

om. 1464^L

Sermons

দ্বাদশ প্রাচীন ও নব্য কথার সংগ্রহ

দ্বাদশ উদ্দেশ্য কথা।



TWELVE PLAIN SERMONS

FOR THE USE OF

NATIVE CHRISTIANS IN BENGAL

CALCUTTA

PRINTED BY THE EAST INDIA PRESS, FOR THE CALCUTTA
CHRISTIAN TRUST AND BOOK SOCIETY.

1842

বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মঙ্গলার্থে রচিত

দ্বাদশ উপদেশ কথা।



TWELVE PLAIN SERMONS

FOR THE USE OF

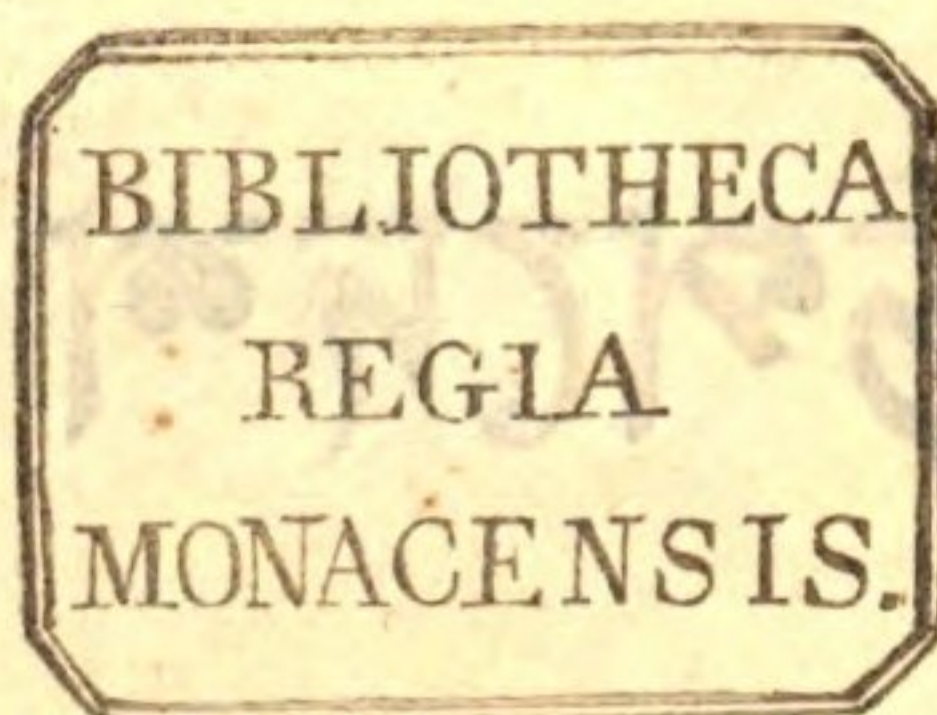
NATIVE CHRISTIANS IN BENGAL.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA
CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1845.

তবেই যেখানেই হোকনাও নাহিউই হইল্যক



TWELVE PLAIN SERMONS

FOR THE USE OF

NATIVE CHRISTIANS IN BENGAL.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS, FOR THE CALCUTTA

CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY.

1835.

CONTENTS.

SERMON I.

Jesus the Saviour.

Thou shalt call his name Jesus, (Saviour) for he shall save his people from their sins. Matt. i. 21.

SERMON II.

The Penitent Thief.

And Jesus said unto him, verily I say unto thee, to-day shalt thou be with me in Paradise. Luke xxiii. 43.

SERMON III.

The Necessity of Prayer.

Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you. John xvi. 23.

SERMON IV.

The Excellency of Love.

The fruit of the Spirit is love. Gal. v. 22.

SERMON V.

Satan's Devices.

Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. 1 Peter v. 8.

SERMON VI.

The Design of the Sabbath.

And on the seventh day God ended his work which he had made: and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day, and sanctified it; because that in it he had rested from all his work which God created and made. Gen. ii. 2, 3.

SERMON VII.

On the Government of the Tongue.

If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. James i. 26.

SERMON VIII.

On being filled with the Spirit.

Be not drunk with wine, wherein is excess ; but be filled with the Spirit. Eph. v. 18.

SERMON IX.

The Necessity of guarding against Covetousness.

Take heed, and beware of covetousness. Luke xii. 15.

SERMON X.

Believers the light of the world.

Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick ; and it giveth light unto all that are in the house. Matt. v. 14, 15.

SERMON XI.

The Duty of reading the Scriptures.

All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness ; that the man of God may be perfect, thoroughly furnished into all good works. 2 Tim. iii. 16, 17.

SERMON XII.

The Profit of Godliness.

Bodily exercise profiteth little : but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. 1 Tim. iv. 8.

নিষেধ ।

১ উপদেশ ।

যীশু ত্রাণকর্তা ।

তুমি তাঁহার নাম যীশু (অর্থাৎ ত্রাণকর্তা) রাখিবা, কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহাদের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন ।
মথি ১.২১.

২ উপদেশ ।

ক্রূশে বিদ্ধ অনুতাপি দম্যুর বিবরণ ।

তখন যীশু কহিলেন, তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরলোকে সুখস্থান পাইবা । লূক ২৩.৪৩.

৩ উপদেশ ।

প্রার্থনার আবশ্যিকতা ।

আমি তোমাদিগকে অতিযথার্থ কহিতেছি, আমার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাক্রা করিবা তাহাই তিনি দিবেন । যোহন ১৬.২৩.

৪ উপদেশ ।

প্রেমের শ্রেষ্ঠতা ।

প্রেম আত্মার ফল । গালাতীয় ৫.২২.

৫ উপদেশ ।

শয়তানের গুণ ও কর্মের বিবরণ ।

তোমাদের বিপক্ষ শয়তান সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া কাহাকে গুসম করিবে তাহা অবশেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে । অতএব তোমরা জাগরিত হইয়া সাবধান থাক । ১. পিতর ৫.৮.

৬ উপদেশ ।

বিশ্রামদিনের তাৎপর্য ।

সপ্তম দিনে ঈশ্বর আপন কৃত কর্ম সমাপ্ত করিয়া আপন কৃত কার্য্যহইতে বিশ্রাম করিলেন । এবং ঐ দিন সমস্ত সৃষ্ট ও কৃত কার্য্যহইতে বিশ্রামের দিন হওয়াতে ঈশ্বর আশীর্বাদ করিয়া ঐ সপ্তম দিনকে পবিত্র করিলেন । আদিপুস্তক ২.২.৩.

৭ উপদেশ ।

জিহ্বা দমনের উপায় ।

যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ আপনাকে ধার্মিক করিয়া মানে, এবং আপন জিহ্বাকে শাসন না করিয়া অন্তঃকরণকে বঞ্চনা করে, তবে তাহার সে ধর্ম্মই বৃথা হয় । যাকূবের পত্র ১.২৬.

৮ উপদেশ ।

সদাআতে পরিপূর্ণ হওনের ফল ।

যাহাহইতে দুর্ঘাচরণ জন্মে এমন সুরাপানে যত্ত হইও না, বরং আআতে পরিপূর্ণ হও । ইফিষীয় ৫.১৮.

৯ উপদেশ ।

লোভের বিষয়ে সাবধান হওনের প্রয়োজন ।

লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক । লুক ১২. ১৫

১০ উপদেশ ।

বিশ্বাসিরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ ।

তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ । পর্কতোপরিম্ব নগর গুপ্ত হইতে পারে না । আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, বরং দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে সে দীপ গৃহস্থিত সকল লোককেই দীপ্তি দেয় । মথি ৫. ১৪. ১৫.

১১ উপদেশ ।

ধর্মপুস্তক পাঠ করণের বিধি ।

ঈশ্বরের সেবক যেন সিদ্ধ হয় ও তাবৎ উত্তম কর্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত । এবং উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয় । ২. তীমথিয় ৩. ১৬. ১৭.

১২ উপদেশ ।

ঈশ্বরসেবার ফল বিবরণ ।

শারীরিক যে যত্ন সে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ফলদায়ক হয়, কিন্তু ঈশ্বরসেবা ইহকালে ও পরকালে প্রতিজ্ঞায়ুক্ত হইয়া সকল বিষয়ে ফলদায়ক হয় । ১ তীমথিয় ৪. ৮.

১ উপদেশ।

যীশু ত্রাণকর্তা।

তুমি তাঁহার নাম যীশু (অর্থাৎ ত্রাণকর্তা) রাখিবা, কারণ তিনি আপন লোকদিগকে তাহাদিগের পাপহইতে ত্রাণ করিবেন। মথি ১। ২১।

“যীশু” শব্দের অর্থ ত্রাণকর্তা, এবং আমরাদিগের প্রভু সেই নামে খ্যাত আছেন, কারণ তিনি পাপি লোকদিগকে ত্রাণ করিতে এই পৃথিবীতে আইলেন। ধর্মপুস্তকে তাঁহার অনেক নাম আছে, কিন্তু অন্য সকল নাম অপেক্ষা যীশু নাম মনোহর। দেখ সকল লোক অপরাধী, এই নিমিত্তে সকল লোকদিগের এক জন ত্রাণকর্তার আবশ্যক; এবং ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র অবতীর্ণ হইয়া আমরাদিগকে সমস্ত পাপহইতে উদ্ধার করেন, তাহা “যীশু” শব্দ উচ্চারণেতেই আমাদের মনে পড়ে। যীশু কি ২ প্রকারে আপন লোকদিগকে ত্রাণ করেন? ইহার বিষয়ে আমি ঈশ্বরের আনুকূল্যদ্বারা উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হই। মনোযোগ পূর্বক শুন।

১। প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখা, যীশু ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র, এবং তাঁহার ও ঈশ্বরের স্বভাব একই। ইহার প্রমাণ ধর্ম্মপুস্তকের অনেক স্থানে উক্ত আছে, যথা যোহন লিখিত সুসমাচারের প্রথম অধ্যায়ে বলেন, “আদিতে বাক্য (অর্থাৎ যীশু) ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং ঐ বাক্য স্বয়ং ঈশ্বর।” অথ রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল পুরিতের পত্রের ৯ অধ্যায়ের ৫ পদে কথিত আছে, “সর্ব্বাধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর যে খ্রীষ্ট, তিনি শারীরিক সম্বন্ধে ইস্রায়েলের বংশেতে অবতীর্ণ হইলেন।” আর প্রভু আপনি কহেন, “আমি এবং পিতা উভয়ে এক।” তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া আমাদের নিমিত্তে আপনাকে ক্ষুদ্র করিলেন। তিনি স্বর্গহইতে নামিয়া কুমারীর গর্ভে মনুষ্যবেশ ধরিলেন। লুকলিখিত সুসমাচারে ইহার বৃত্তান্ত আছে, যথা, “ঈশ্বরের দূত মরিয়ম্ নাম্নী কুমারীর নিকটে আসিয়া কহিল, ও গো মরিয়ম্, ভয় করিও না; তোমার প্রতি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ আছে, অতএব তুমি গর্ভিণী হইয়া এক পুত্র প্রসব করিবা ও তাঁহার নাম যীশু রাখিবা। তখন মরিয়ম্ ঐ দূতকে কহিল, পুরুষের সঙ্গে আমার ব্যবহার নাই, তবে কি প্রকারে ইহার সম্ভব হইবে? তাহাতে দূত কহিল, পবিত্র আত্মা তোমাতে আশ্রয় করিবেন, এবং ঈশ্বরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; অতএব তোমার গর্ভেতে যে পবিত্র বালক উৎপন্ন হইবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বিখ্যাত হইবেন। ইহার পরে মরিয়ম্ বৈৎলেহম নামক নগরে গেল, এবং সেই স্থানে থাকিতে ২ তাহার প্রসব সময় উপস্থিত

হইলে সে ঐ প্রথম সন্তানকে প্রসব করিল। পরে বালকের
 ত্রুক্ষেদনের সময়ে তাঁহার নাম যীশু রাখা গেল।” যীশু
 আমাদের মঙ্গলার্থে অতি নমুতারূপে এই পৃথিবীতে
 আইলেন বটে। দেখা তাঁহার মাতা সামান্য লোক
 ছিল, ও তিনি জন্মাবধি মরণপর্যন্ত ক্লেশভোগ
 পূর্ষক কাল যাপন করিয়া শেষে আমাদের পাপ
 মোচন করিবার জন্যে ক্রুশে টাঙ্গান হইয়া মরি-
 লেন। এইরূপে তিনি আপন লোকদিগের পাপের
 জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। সকল লোকই পাপী, এবং
 পাপের ফল মৃত্যু; এই কারণ উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত
 না হইলে কেহ পরিভ্রাণ পাইতে পারে না। ইহাতে
 ঈশ্বরের বাক্য এই, “রক্তপাত ব্যতিরেকে পাপ
 মোচন হয় না।” এবং যদি যীশু প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত না
 করিতেন, তবে তিনি আপন লোকদিগকে ভ্রাণ করিতে
 পারিতেন না; ইহা জানিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিবার
 নিমিত্তে আপনার প্রাণ দিলেন। এবং তাঁহার রক্ত
 আমাদের সমুদয় পাপহইতে পরিস্কৃত করে। ঐ
 ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্র ঐশ্বরিক ব্যবস্থার লঙ্ঘনকারি
 সকলের শাস্তি আপনি ভোগ করিলেন। এবং তাঁহার
 কৃত প্রায়শ্চিত্ত প্রযুক্ত পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া আমাদের
 ক্ষমা করিতে সম্মত আছেন। ঈশ্বর আপনার পুত্রের
 প্রায়শ্চিত্ত রূপ কর্মহেতুক অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এই জন্যে
 সমস্ত অনুতাপি ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসি লোক পাপমোচন
 পাইয়া স্বর্গরাজ্যে অধিকারী হয়। এমনি প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত
 করাতে যীশু আপন লোকদিগকে ভ্রাণ করেন।

২। আরো দেখ, যীশু সদাআর দ্বারা আপন শিষ্যদিগকে নিস্তার করেন। ধর্মপুস্তকে বলেন, “আত্মাহুতে মনুষ্য পুনর্জাত না হইলে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।” কারণ সদাআর উপকার ব্যতিরেকে কেহ পাপের জন্যে ক্ষেদ করিতে ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস রাখিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্যেরা পাপেতে মগ্ন হওয়াতে মৃতবৎ হয়। দেখ যেমন মৃত ব্যক্তি সূর্যকে দেখিতে পায় না, তেমন যে জন পাপেতে মগ্ন হয়, সে ধর্মের সৌন্দর্য ও পাপের কুৎসিততা দেখিতে পায় না। মৃত মনুষ্য যাদৃশ সুন্দর বাদ্য শুনিতে পায় না, তাদৃশ পাপেতে যে মগ্ন হয় সে ঈশ্বরের বাক্য বুঝিতে পারে না। আমাদের প্রভু সদাআর দ্বারা আপন লোকদিগের মনে সুপ্রবৃত্তি জন্মান। আর ঐ সদাআ মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণকে নির্মল করেন, এবং ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইতে ও খ্রীষ্টেতে ভরসা রাখিতে ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে তাহাদিগকে ক্ষমতা দেন। ফলতঃ যাহারা সদাআহুতে পুনর্জাত হয়, তাহারা আপনাদিগের পাপ জানিয়া অনুতাপ করে, ও পাপমোচন পাইবার নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তাতে প্রত্যয় করে, ও বিশ্বাসদ্বারা পুণ্যবান গণিত হওয়াতে ঈশ্বরের সঙ্গে তাহাদের মিলন হয়।

৩। পুনশ্চ যীশু আপন শিষ্যদিগের জন্যে পিতা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাতেও তিনি দিনে ২ তাহাদের পরিত্রাণ সাধন করিতেছেন। দেখ তিনি এইরূপে ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন ও

আপনার আশ্রিত লোকদের মধ্যস্থ হইয়া তাহাদিগের নিমিত্তে নিবেদন করিতেছেন। ধর্মপুস্তকে লিপি আছে, “যাহারা খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের শরণাগত হয়, তিনি তাহাদের জন্যে নিবেদন করিতে সর্বদা জীবিত থাকিতে সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে ত্রাণ করিতে সমর্থ হন।” বিশ্বাসিরা খ্রীষ্টের আনুকূল্যে শয়তানকে জয় করে ও খ্রীষ্টের অনুগৃহের পাত্র হইয়া সকল কর্তব্য কর্ম করিতে সতত প্রবৃত্ত হয়। তাহারা দুর্জলতা প্রযুক্ত অনিচ্ছাপূর্বক প্রতি দিবস যাহাতে ঈশ্বরের অসন্তোষ জন্মে, এমন কর্ম করে বটে, কিন্তু তন্নিমিত্তে তাহারা দণ্ড পায় না, যেহেতুক ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের নিকটে তাহাদের পক্ষবাদী আছেন। যীশু বিশ্বাসিদিগের জন্যে আপন পিতার সাক্ষাতে অনবরত বিনতি করেন, তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বর তাহাদিগের অপরাধ মার্জনা করিতে প্রতি দিবস উদ্যত হন।

৪। অথচ যীশু আপনার লোকদিগকে পাপের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত করেন। পিতর ইস্রায়েল লোকদিগের সম্মুখে ঘোষণা পূর্বক বলিলেন, “ঈশ্বর আপন পুত্র যীশুকে উঠাইয়া তোমাদের প্রত্যেক জনকে আপন পাপ ত্যাগ করাওনদ্বারা আশীর্বাদ দিতে তাঁহাকে তোমাদের নিকটে পাঠাইলেন।” আর এই বিষয়ে পৌলের বাক্য শুন, “সমুদয় পাপহইতে মুক্ত করিতে এবং সংক্রিয়াতে উদ্যুক্ত কোন বিশেষ লোকদিগকে পবিত্র করিতে যীশু আপনার প্রাণ দিলেন।” আমরা খ্রীষ্টের শিষ্য আছি, যাহারা এই কথা বলে তাহাদের মধ্যে কেহ ২ দুষ্চারণ

করে। যথার্থরূপে এমন লোক খ্রীষ্টের শিষ্য নহে। যোহনের প্রথম পত্রে বলেন, “হে প্রিয় বালকগণ, সাবধান হও, কেহ যেন তোমাদের ভ্রান্তি না জন্মায়। যে কেহ পাপাচরণ করে সে শয়তানের সন্তান হয়, ও যে জন ধর্ম্মাচরণ না করে সে কদাচ ইশ্বরহইতে জাত নয়।” বিবেচনা করিয়া বুঝ, যেমন খ্রীষ্টের কুক্ষিদেহহইতে রক্ত এবং জল উভয় নির্গত হইল, সেই মত যীশু আপন লোকদিগকে পাপের শাস্তি ও পরাক্রম উভয়হইতে ভ্রাণ করেন। অর্থাৎ যে জন খ্রীষ্টের দ্বারা পাপক্ষমা পায়, সে তাবৎ কুক্রিয়া ঘৃণা করিয়া ইশ্বরের অভিমত কর্ম্ম ভাল বাসে। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বাক্য এই, “তোমাদিগের উপরে পাপের কর্তৃত্ব থাকিবে না, যেহেতুক তোমরা ব্যবস্থার অধীন না হইয়া অনুগ্রহের অধীন হইতেছ।” খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিলে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণে সৎক্রিয়া করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং খ্রীষ্টাশ্রিত লোক শারীরিক সুখাভিলাষানুসারে আচরণ না করিয়া আত্মদ্বারা শারীরিক কর্ম্ম নিপাত করে।

৫। অধিকন্তু যীশু কেবল আপন লোকদিগেরই ভ্রাণকর্তা আছেন। তাবৎ জগজ্জন তাঁহার দ্বারা উদ্ধার পায় এমন নহে। যাহারা সদাআহইতে পুনর্জাত হয় অর্থাৎ সত্যরূপে অনুতাপী হইয়া খ্রীষ্টেতে প্রত্যাশা রাখে, কেবল তাহারাই পরিভ্রাণ প্রাপ্ত হয়। যদি বল, খ্রীষ্টের শরণাগত লোককে কি প্রকারে জানা যায়? উত্তর, এমন লোক খ্রীষ্টেতে প্রেম করে ও তাঁহার বাক্য শুনে ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে ব্যবহার করে। এতদ্বিষয়ে যীশুর

কথা শুন, “আমার মেসগন (অর্থৎ শিষ্যগন) আমার কথা শুনে; আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাদ্গামী হয়।” যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নাম ধরে তাহাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি সামান্যিক বিষয়ে আসক্ত হইয়া পরিভ্রাণ পায় না, বরং ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হয়। ধর্মপুস্তকে লিপি আছে “যে কেহ খ্রীষ্টের আত্মা প্রাপ্ত না হয়, সে খ্রীষ্টের শিষ্য নহে।” দেখা যে জন খ্রীষ্টের আত্মা প্রাপ্ত হয়, সে তাঁহার ন্যায় আচরণ করে। আর খ্রীষ্টের ব্যবহারের বিবরণ এই, “তিনি পবিত্র ও অহিংসক ও নির্মল ও পাপিগনহইতে পৃথক; তিনি কোন পাপ করেন নাই, এবং তাঁহার মুখে কোন ছেলের কথা ছিল না, এবং নিন্দিত হইলেও প্রতিনিন্দা করেন নাই, এবং দুঃখ পাইলেও কাহাকে ভৎসনা করেন নাই।” অতএব যে ব্যক্তি খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য সে এই মত আচার ব্যবহার করে।

৬। হে প্রিয় ভ্রাতৃগন, ভ্রান্ত হইও না। খ্রীষ্ট ধার্মিক, ইহা যদি জান, তবে যে ধর্মকর্ম করে সে তাঁহাহইতে জ্ঞাত, ইহাও জ্ঞাত হও। এবং কেহ খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী না হইয়া তাঁহার দ্বারা স্বর্গেতে অধিকার পাইবে, এমন অনুভব করিও না। ইহাতে খ্রীষ্ট আপনি বলেন “যে জন আপন ক্রুশ বহিয়া আমার পশ্চাদ্গামী না হয়, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।” কিন্তু যে জন আপন অপরাধের জন্যে মনে ২ ভাবিত ও ব্যথিত হইয়া প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে নিতান্ত প্রত্যয় করে এবং তাঁহার আজ্ঞানুযায়ি সদাচরণ করে, সেই পরিভ্রাণ প্রাপ্ত হয়।

৭। হে প্রিয় বন্ধুগণ, যীশু স্বয়ং ঈশ্বর ও যথার্থ মনুষ্য, এই হেতুক তিনি অবশ্য উপযুক্ত ত্রাণকর্তা, ও তাঁহা ব্যতিরেকে অন্য ত্রাণকর্তা কেহ নাই। তন্নিম্ন আর কাহারোহইতে পরিত্রাণ হয় না, কেননা “যাহাদ্বারা ত্রাণ পাওয়া যায়, ভূমণ্ডলস্থ লোকদিগের প্রুতি এমত আর কোন নামই হয় নাই।” তীর্থস্থানে গমন করাতে কিম্বা উপবাস বা অনেক প্রকার তপস্যা দ্বারা অথবা কোন দেবতার নাম জপ করাতে পরিত্রাণ হয়, দেবপূজকদের এইমত বোধ আছে বটে; কিন্তু তাহারা সর্বতোভাবে বঞ্চিত। এবং শয়তান তাহাদের মনকে ভ্রান্তিসাগরে মগ্ন করিয়াছে, তাহা মহাবিচার দিবসে প্রত্যক্ষ হইবে। আর আমাদিগের নিজ পুণ্য অর্থাৎ সৎকর্ম ও প্রার্থনাদি দ্বারা উদ্ধার হয়, কোন ২ ব্যক্তি এই অনুমান করে বটে; কিন্তু তাহারাও ভ্রান্ত, কেননা এই বিষয়ে সত্য শাস্ত্রীয় কথা এই, “অনুগ্রহ পাইয়া বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমাদিগের নিজ গুণের দ্বারা হইয়াছে এমত নয়, কিন্তু সে ঈশ্বরের দান হইয়াছে।” অন্য স্থানে লেখা আছে, “ব্যবস্থাদ্বারা (অর্থাৎ মনুষ্যদিগের নিজের ক্রিয়া দ্বারা) যদি পুণ্য হইত, তবে খ্রীষ্টের মরণের কোন প্রয়োজন হইত না।” হে প্রিয় পাঠকেরা, আর সকল আশুয় ছাড়িয়া যীশুতেই দৃঢ় বিশ্বাস কর। তিনি আমাদিগের নিমিত্তে ঈশ্বরের দ্বারা জ্ঞান ও পুণ্য ও পবিত্রতা ও মুক্তিস্বরূপ হইয়াছেন; অতএব আনন্দপূর্বক তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।

৮। অথচ মনোযোগ করিয়া দেখ, যীশু সমস্ত লোকদের
 পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপক্ষমা পাওনার্থে
 আপনার কাছে আসিতে সকল মনুষ্যকেই নিমন্ত্রণ
 করেন। খ্রীষ্ট আপন শিষ্যগণকে এই আজ্ঞা দিলেন যথা,
 “সমুদয় জগতে গিয়া প্রত্যেক লোকের নিকটে সুসমাচার
 প্রচার কর।” আর তিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যদিগকে
 আহ্বান করত বলেন, “হে পরিশ্রুত ও ভারাক্রান্ত লোক
 সকল, তোমরা আমার নিকটে আইস; আমি তোমা-
 দিগকে বিশ্রাম দিব।” হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, যদ্যপি তো-
 মরা কায়মনোবাক্যদ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া
 আসিতেছ এবং পাপ করিতে ২ বৃদ্ধ হইয়াছ, তথা-
 পি সত্যরূপে পাপের জন্যে খেদিত হইয়া খ্রীষ্টেতে
 ভরসা রাখিলে তোমরা তাহাদ্বারা পরিভ্রাণ পাইতে
 পার। অন্য পাপি লোক অপেক্ষা যে জন অতিশয় রূপে
 পাপ কর্ম করে, সে যদি নম্রতা স্বীকার পূর্ষক কুপথ-
 হইতে পরাজুখ হয় ও ঈশ্বরের বাক্য সত্য জ্ঞান
 করিয়া খ্রীষ্টেতে প্রত্যয় রাখে, তবে অনন্ত পরমায়ু
 পায়। সুতরাং যদি কোন বড় অপরাধি ব্যক্তি
 নিরাশ হইয়া এই উপদেশকথা পাঠ করে, তবে সে
 খ্রীষ্টের প্রেম ও ধার্মিকতা ও দয়া বিষয়ে বিবেচনা
 করিয়া প্রত্যাশা করুক। যদি কোন কঠিনান্তঃকরণ ও
 অবিশ্বাসি ও নিশ্চিত্ত ব্যক্তি এই বাক্য পড়ে, তবে
 তাহার প্রতি আমার সুপরামর্শ এই, যে কেহ খ্রীষ্টেতে
 বিশ্বাস করে না, সে পাপক্ষমা না পাওয়াতে অবশ্য
 সর্বদা ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র থাকিবে, ইহা নিশ্চয় জা-

নিয়া তুমি অবিলম্বে সচেতন হও, এবং পাপ মোচ-
নার্থে অনুতাপ করিয়া মন ফিরাও, নতুবা তুমি ইশ্বরের
নিকট হইতে দূর হইয়া শয়তান ও তাহার দূতগণের
নিমিত্তে যে নরকাগ্নি প্রস্তুত আছে, ঐ অগ্নিতে নিষ্ক্রিপ্ত
হইয়া নিরন্তর অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিবা।

শেষে, 'আমি সর্বান্তঃকরণে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি,'
যে জন এই কথা সরলরূপে কহে, সে ইশ্বরের অসীম
প্রেম মনে করিয়া প্রতি-দিন তাঁহার সেবা করুক। আর
সে আপন শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও গুহ্য বলিরূপে
ইশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করুক। বিশেষতঃ সে আপন
দেশীয় লোকদিগকে সত্য ধর্ম জানাইতে যত্ন করুক।
এবং সর্বত্র সকল কালে মনুষ্যেরা যেন তাহার সৎক্রিয়া
দেখিয়া তাহার স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা করে, এইজন্যে
তাহাদিগের সাক্ষাতে তাহার দীপ্তি প্রকাশ হউক।

২ উপদেশ ।

ক্রুশে বিদ্ধ অনুতাপি দস্যুর বিবরণ ।

তখন যীশু কহিলেন, তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরলোকে সুখস্থান পাইবা। লুক ২৩। ৪৩।

দোষগুস্ত দুই ব্যক্তি খ্রীষ্টের সঙ্গে ২ মাথাখুলী নামক স্থানে গমন করিল। সেই স্থানে পৌছিতে সেনাগণ যীশুকে ক্রুশেতে বদ্ধ করিল, এবং ঐ দুই অপরাধির এক জনকে তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর এক জনকে বাম পার্শ্বে বদ্ধ করিল। পরে তাহাদের মধ্যে এক জন যীশুকে নিন্দা করিতে লাগিল, অন্য জন আপন সঙ্গির কথা শুনিয়া তাহাকে অনুযোগ করত কহিল, “ঈশ্বরের প্রতি তোমার কি কিছুই ভয় নাই? তুমিও সমান দণ্ডে আছ; আমরাও এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র, যেহেতুক আপন ২ কর্মের সমুচিত ফল পাইতেছি।” দেখ ঐ অপরাধি জন ভগ্নমনা হইয়া আপনার দোষ স্বীকার করিল, আর যীশু অন্যায় রূপে হত হইতেছিলেন তাহাও সে প্রচার করিল। “এই মনুষ্য (অর্থাৎ যীশু) কোন দোষ করেন নাই,” এই কথা বলিয়া সে যীশুকে কহিল, “হে প্রভো, আপনি রাজ্যপ্রাপ্তি সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন।” যীশু অতি ধার্মিক ও দয়াশীল হইয়া মনুষ্যদিগের হিতজনক অনেক আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়া-

ছিলেন তাহা সে জ্ঞাত ছিল। এবং আপনার দোষ প্রযুক্ত দুঃখিত হইয়া ও খ্রীষ্টের অনুগৃহেতে ও ক্ষমতাতে ভরসা রাখিয়া সে ত্রাণ পাইবার নিমিত্তে যীশুর কাছে নিবেদন করিল। যদ্যপি যীশু ক্রুশেতে বদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি জগতের ত্রাণকর্তা বটেন, ইহা সে বিশ্বাস করিল। এই নিমিত্তে সে অতিশয় অপরাধী হইলেও পাপমোচনের অপেক্ষা করিয়া যীশুকে কহিল, “হে প্রভো, আপনি রাজ্যপ্রাপ্তি সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন।”

খ্রীষ্টের দয়া দেখ। ঐ অনুতাপি অপরাধির বাক্য শুনিবামাত্র তিনি কহিলেন, “আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরলোকে সুখস্থান পাইবা।” আমাদের প্রভু কৃপাবান বটেন ও তিনি অবশ্য ত্রাণকর্তা এই নামের যোগ্য হন। আর ঐ দোষগুস্ত ব্যক্তি ধন্য, কেননা তাহার প্রাণবিয়োগ হইবামাত্র তাহার আত্মা স্বর্গীয় সুখস্থানে গেল।

১। ঐ দুই দোষগুস্ত ব্যক্তির ব্যবহারেতে অত্যন্ত প্রভেদ ছিল, ফলতঃ এক ব্যক্তি ঐশ্বরিক অনুগৃহের পাত্র ছিল, অন্য ব্যক্তি নহে। ধর্মপুস্তকে উক্ত আছে, “অনুগৃহ পাইয়া তোমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ।” এবং পৌলের বাক্য এই, “আমি যে পদে আছি তাহা কেবল ঈশ্বরের অনুগৃহেতে পাইয়াছি।” আর তিনি রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি বলেন, “বিশ্বাসিরা ঈশ্বরের অনুগৃহেতে খ্রীষ্টদ্বারা বিনা মূল্যে পরিত্রাণ পাইয়া পুণ্যবানরূপে গণিত হইতেছে।” অতএব ঈশ্বরের দয়া

না পাইলে কেহ মন ফিরাইতে পারে না, ইহার নিশ্চয় আছে। আর দেখ, ঈশ্বর ঐ দুই জনের মধ্যে কেবল এক জনকে অনুগৃহের পাত্র করিলেন, কারণ যাহাকে অনুগৃহ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাকেই তিনি অনুগৃহ করেন। ঈশ্বর আপনার ইচ্ছানুসারে কোন ২ লোককে অনুগৃহ করেন। আমি কতক কাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি মন না ফিরাইয়া ও সামান্য সূখে আসক্ত হইয়া আপন সন্তোষজনক ক্রিয়া করিব, পরে ঐশ্বরিক বিষয়ে মনে ২ চিন্তা করিব ও কুপথ ছাড়িয়া পরিভ্রাণের চেষ্টা করিব; এই বাক্য যে জন বলে সে অল্পবুদ্ধি বটে, কেননা যে কালে ঐ ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি মন ফিরাইতে ইচ্ছা করে, সে কালের পূর্বে ঈশ্বর এই জগৎ হইতে তাহাকে গৃহণ করিতে পারেন। এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত সাহস পূর্ব্বক পাপকর্ম্ম করিতে ২ মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ আরো কঠিন হয়। বিশেষত যদি কেহ খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনিয়াও বহুদিন পর্য্যন্ত অপরাধ করাতে ঈশ্বরের ক্রোধ জন্মাইয়া থাকে, তবে কি জানি ঈশ্বর অন্তিমকালে তাহাকে অনুগৃহ করিবেন না।

৩. পাপিষ্ঠ লোকদের প্রতি ঈশ্বরের প্রবোধ বাক্য শুন, “আমি ডাকিলেও যদি অসম্মত হও, আর আমি হস্ত প্রসারিলেও যদি না মান, আর আমার সে সৎপরামর্শেতে বিমূখ যদি হও, এবং আমার অনুযোগ বাক্যেতে অসন্তুষ্ট হও, তবে দেখ তোমার বিপদ কাল উপস্থিত হইলে আমি হানিব; ও তোমার ভয় হইলে আমি পরিহাসমাত্র করিব। তখন আমাকে

ডাকিলেও আমি তোমার কথা শুনিব না, এবং আমার
অন্বেষণ করিলেও আমার কোন উদ্দেশ্য পাইবা না।”
কঠিনান্তঃকরণ ও নিশ্চিন্ত পাপিলোক এই ভয়ানক
ঈশ্বরের উক্তি শুনিয়া ভীত হউক।

৪। আর দেখ, যাহারা সত্যরূপে অনুতাপী হয়,
তাহারা আপনাদিগের দোষ স্বীকার করে। পূর্বেক্ত
অপরাধি জন আপনার দোষ স্বীকার করিয়া কহিল,
“আমরা এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র, যেহেতুক আপন ২
কর্মের সমুচিত ফল পাইতেছি।” আর দায়ূদ রা-
জার ব্যবহার দেখ, তিনি ব্যভিচার ও নরহত্যা করিলে
পর মনে ব্যথিত হইয়া আপনার দোষ স্বীকার করিলেন।
শিমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকে উক্ত আছে “দায়ূদ নাথনকে
কহিল, আমি পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিলাম।” এবং
দায়ূদ ৫১ গীতে বলেন, “আমি আপন পাপ স্বীকার
করিয়াছি; আমার অপরাধ সর্বদা আমার সাক্ষাতে
আছে।” তিনি অন্য গীতেও বলেন, “আমি পরমেশ্বরের
কাছে নিজ পাপ স্বীকার করিলাম, এবং ঈশ্বর আমার
পাপ ও অপরাধ ক্ষমা করিলেন।” অথচ যোহনের
প্রথম পত্রে লিপি আছে, “যদি আপনাদের পাপ
আপনারা স্বীকার করি, তবে ঈশ্বর আমাদের পাপ
ক্ষমা করিতে ও সকল অধর্মহইতে আমাদেরকে পরিশুদ্ধ
করিতে বিশ্বস্ত ও ন্যায়কারী হন।” আমরা হারাণ মেম্বের
ন্যায় তোমার পথ ছাড়িয়া ভ্রমণ করিতেছি, অনেক
মানুষ মুখে এই কথা বলিয়া থাকে বটে, কিন্তু যাহারা
সন্মান্তঃকরণে তাহা বলে এমন লোক অতি অল্প।

৫। আর দেখ, ঐ অনুতাপি লোক আপনার অপরাধের বিষয়ে কোন ছল করিল না। কেহ ২ পাপের বিষয়ে এই-রূপ ছল করিয়া থাকে যথা, আমরা যে কর্ম করি তাহা প্রায় সকলে করে; ও শয়তান আমাদেরকে কুব্যবহার করণে প্রবৃত্তি দেয়; এবং নিশ্চিত হইলেই আমরা অকর্তব্য কর্ম করি; আর কোন ২ সঙ্গী এমন নিষিদ্ধ কর্ম করণে আমাদেরকে প্রবৃত্ত করে, এই হেতুক আমাদের পাপের ভার আমাদেরই উপরে বর্তে। হে পাঠকেরা, মনোযোগ পূর্বক ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ শুন, “যে বৃক্ষের ফল খাইতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তুমি কি সেই বৃক্ষের ফল খাইয়াছ?” ঈশ্বর আদম অর্থাৎ আদি-পুরুষকে এই কথা বলিলেন। তাহাতে আদম কহিল, “তুমি যে স্ত্রীকে আমার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছ, সেই আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিলে আমি খাইলাম।” পরমেশ্বর নারীকে কহিলেন, “এই কি করিলে?” নারী কহিল, “সর্পের প্রবঞ্চনাতে আমি খাইলাম।” যে জন ভগ্নমনা হয়, সে আদম ও হবার ন্যায় আপনার দোষ লুকাইতে চাহে না; বরং হে ঈশ্বর, আমি পাপী, আমার প্রতি দয়া কর, অতি নম্রতা ও আদরপূর্বক এই কথা বলিয়া থাকে।

৬। অথচ পূর্বোক্ত ব্যক্তি কেবল পাপক্রমা পাওনার্থে যীশুর নিকটে প্রার্থনা করিল। এবং যীশু তাহাকে ত্রাণ করিতে সমর্থ ও সম্মত আছেন, ইহাতে সে সন্দেহ মাত্র করিল না। স্বর্গেতে আপনি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে আমি আপনকার দক্ষিণভাগে যেন বসিতে পাই এই আত্মা করুন, সে এমন নিবেদন না করিয়া “হে প্রভো, আপনি

রাজ্য প্রাপ্তি সময়ে আমাকে স্মরণ করিবেন,” কেবল এই কথা বলিল। ইহাতে ঐ অপরাধি জনের নমুতা অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইল। এবং যে কেহ প্রকৃতরূপে বিনয়ী হয়, সে খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও দয়াতে ভরসা রাখিয়া, কেবল পাপ-মোচন পাওনে উদ্যোগী হয়। ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইবার পূর্বে মনুষ্যগণ অহঙ্কার প্রযুক্ত যীশুর কাছে আসিতে অসম্মত হয়। কিন্তু সদাআহুতে চেতনা পাইবামাত্র তাহারা আপনাদের দুর্দশা বুঝিয়া যীশুর নিকটহইতে দূরে থাকে না, বরং কল্পমান হইয়া তাঁহার কাছে গিয়া এই বাক্য বলে যথা, হে দয়ালু প্রভো, আমরা অপরাধ প্রযুক্ত নরক যন্ত্রণার যোগ্য বটি, কিন্তু তুমি কৃপাপূর্বক আমাদের রক্ষা কর।

৭। আর দেখ, যীশু প্রত্যেক অনুতাপি লোকের প্রার্থনা শুনিতে প্রস্তুত আছেন। পূর্বোক্ত দোষগ্ৰস্ত ব্যক্তি যীশুকে নিবেদন করিবামাত্র তিনি তাহাকে ভৎসনা না করিয়া বরং ভরসাজনক উত্তর দিলেন। খ্রীষ্টের বাক্যে অবধান কর। “রাজ্যপ্রাপ্তি সময়ে আমি তোমাকে স্মরণ করিব।” তিনি এমন বাক্য না বলিয়া, “অদ্যই তুমি আমার সঙ্গে পরলোকে সুখস্থান পাইবা,” এত আশ্বাসজনক বাক্য কহিলেন। দেখ বিশ্বাসিরা নশ্বর শরীরহইতে মুক্ত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সুখস্থানে প্রবেশ করে। তাহারা শরীরে অনুপস্থিত হইয়া প্রভুর নিকটে উপস্থিত হয়। এবং পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তাঁহার সাক্ষাতে সুখ-সাগরে মগ্ন হয়। আর বিবেচনা কর, বিনামূল্যে পরিভ্রাণ পাওয়া যায়। ঐ মৃতকল্প অপরাধি জনের কোন পুণ্য

না হইলেও অমনি তাহার পাপ ক্ষমা হইল। ইহাতে যিশয়িয়ার এই বাক্য সপ্রমাণ হইল, যথা “হে তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস। যাহার কিছু রূপা নাই এমন তোমরা আইস, কিনিয়া পান কর। তোমরা আইস দুষ্কারস ও দুষ্ক রূপা ব্যতিরেকে ও বিনামূল্যে ক্রয় কর।” যে জন শরণ লইতে যীশুর কাছে পলায়, তিনি অবশ্য তাহার সহায় হন। আর যদিও যীশু এখন স্বর্গীয় উচ্চ স্থানে বাস করিতেছেন, তথাপি তিনি নমু লোককে কৃপা করিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, ও তাহার বিনতি শুনিয়া তাহাকে ভ্রাণ করিবেন। এবং যদিও কোন পাপিষ্ঠ মনুষ্য যীশুর নিকটে থাকিতে যোগ্য নহে, বরং পাপাত্মার (অর্থাৎ শয়তানের) কাছে থাকিতে যোগ্য হয়, তথাপি যীশু অতি প্রসন্ন হইয়া আপন শরণাগত লোকদিগকে গ্রাহ্য করিয়া স্বর্গেতে বাস করাইবেন। তিনি আপনি বলেন, “আমি যেখানে থাকি, আমার সেবকও সে স্থানে থাকিবে।” হে প্রিয় পাঠকেরা, তোমরা উক্ত অনুতাপি মনুষ্যের বিবরণদ্বারা পরিভ্রাণের উপায় প্রকৃতিরূপে জ্ঞাত হইতে পার। আর তোমাদিগের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা এই, তোমরা কি কখনো পূর্কোক্ত ব্যক্তির ন্যায় আপনাদিগের অপরাধের জন্যে খেদ করিলা? তোমরা কি কখনো ঈশ্বরের সাক্ষাতে অতি নমুতাপূর্ষক আপনাদিগের পাপ স্বীকার করিলা? তোমরা কি কখনো পরিভ্রাণ প্রয়োজনীয় বুঝিয়া যীশুর শরণ লইলা? এতদ্বিষয়ে মনে ২ বিবেচনা কর।

৮। অথচ পূর্কোক্ত দোষগুস্ত ব্যক্তি যে রূপে বিশ্বাস-

পূৰ্ৱক যীশুর প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰাতে পরলোকে সুখ-
 স্থান পাইল, সেৰূপে বিশ্বাসদ্বাৰাই সকল লোক স্বৰ্গতে
 অধিকাৰ পাইতে পারে। এ বিষয়ে নিকদীমের প্ৰতি
 খ্ৰীষ্টের উপদেশ কথা শুন, “মূসা যেৰূপ প্ৰান্তরে
 সৰ্পকে উদ্ধে উঠাইল, মনুষ্যপুত্ৰকেও তদ্রূপ উত্থিত
 হইতে হইবে, তাহাতে তাঁহার প্ৰতি বিশ্বাসকাৰী প্ৰত্যেক
 জন নষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ু পাইবে।” গণনা
 পুস্তকের ২১ অধ্যায়ের ৮ পদে লিখিত আছে, “পর-
 মেশ্বৰ মূসাকে কহিলেন, তুমি এক অগ্নিবৎ সাপ
 গড়িয়া দণ্ডাগ্ৰে রাখ, তাহাতে তাহাকে দেখিলে
 সৰ্পদষ্ট প্ৰত্যেক জন বাঁচিবে। তখন মূসা পিত্তলের
 এক সাপ গড়িয়া দণ্ডাগ্ৰে রাখিল, তাহাতে যে
 কোন মনুষ্য সৰ্পদষ্ট হইল, সে ঐ পিত্তলের সাপকে
 দেখিয়া বাঁচিল।” দেখ ঐ পিত্তলের নিৰ্ম্মিত অগ্নি-
 বৎ সাপ খ্ৰীষ্টের দৃষ্টান্তস্বরূপ, এবং সৰ্পদষ্ট জন পাপি
 লোকের দৃষ্টান্তস্বরূপ। যাদৃশ সৰ্পদষ্ট জন ঐ সাপকে
 দেখিয়া বাঁচিল, তাদৃশ পুৰ্ৱোক্ত অনুতাপি ব্যক্তি বিশ্বাস-
 পূৰ্ৱক যীশুর প্ৰতি দৃষ্টি কৰিয়া বাঁচিল। হে বিবেচক
 পাঠকবৰ্গ, শয়তানের দংশনদ্বাৰা, অৰ্থাৎ পাপের
 দ্বাৰা তোমরা ভারি রোগগ্ৰস্ত হইয়াছ, এবং সেই
 রোগের ফল অনন্ত মৃত্যু ইহা জ্ঞাত হও। আর বাঁচিবার
 নিমিত্তে অবিলম্বে বিশ্বাসপূৰ্ৱক যীশুর প্ৰতি দৃষ্টি কর।
 যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ আপনার দুরবস্থা বুঝিয়া
 নিরাশ হয়, তবে সে পুৰ্ৱোক্ত দোষগ্ৰস্ত ব্যক্তির বৃত্তান্ত
 বিবেচনা কৰিয়া খ্ৰীষ্টের দয়াতে ভরসা রাখুক। আর এমত

লোককে আমি বলি, যদিও তুমি নিতান্ত দণ্ডযোগ্য, তথাপি প্রভু যীশু তোমাকে দণ্ডহইতে মুক্ত করিতে পুস্তত আছেন। ধর্মপুস্তকে লিখে “তাহার প্রতি যে কেহ প্রত্যয় করে, সে কদাচ লজ্জা পাইবে না; ইহাতে যিহুদীয়েতে এবং অন্যজাতীয়েতে কিছু বিশেষ নাই, যেহেতুক সকলের প্রভু যিনি তিনি আপনার যাচক মাত্রের প্রতি পুসন্ন হইতেছেন।” হে প্রিয় ভ্রাতা, এই সান্ত্বনাজনক বাক্য সত্য জ্ঞান কর। এবং তোমার মনে আশার উদয় হউক। তুমি যীশুতে ভরসা রাখিলেই তিনি তোমাকে রক্ষা করিয়া স্বর্গ-রাজ্যে অধিকার দিবেন। অতএব “হে প্রভো, তোমার লোকদিগের প্রতি তোমার যেমন অনুগ্রহ, তদনুসারে আমাকে স্মরণ কর, ও আপনকৃত পরিত্রাণেতে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর,” যদি তুমি সরলতাপূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা কর, তবে যীশু অবশ্যই তাহা শুনিয়া তোমাকে ত্রাণ করিবেন। এবং তুমি এই পৃথিবীতে মনেতে শান্তি ভোগ করিয়া পরলোকে খ্রীষ্টের সঙ্গে সুখস্থানে বাস করিতে পাইবা।

২। আমার আর এক কথা বক্তব্য তাহা এই; ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাওনার্থে চেষ্টা করা পাপি লোকদিগের আবশ্যক। উক্ত দোষগুস্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হওয়াতেই আপনার দোষ স্বীকার করিল, ও যীশুতে প্রত্যয় করিয়া নিস্তার পাইল। অতএব হে প্রিয়লোক, তোমাদিগের মধ্যে যে মনুষ্য অপরাধ মার্জনা পাইতে আকাঙ্ক্ষী হয়, সে ঈশ্বরের প্রতি যাক্রা করুক। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক

কোন ২ ব্যক্তিকে সদা আদায় দেন বটে, কিন্তু আমাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্যে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন যথা, “পুত্র কুটি চাহিলে তাহাকে পাথর দেয়, কিশ্বা মাছ চাহিলে তাহাকে সাপ দেয়, কিশ্বা ডিম চাহিলে তাহাকে বিছা দেয়, তোমাদিগের মধ্যে এমন পিতা কে আছে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপন ২ বালকদিগকে উত্তম ২ সামগ্রী দিতে জান, তবে তোমাদিগের স্বর্গস্থ পিতা কি আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন না?” হে প্রিয় বন্ধুগণ, অহঙ্কারী হইও না, বরং নম্র হইয়া ও ঈশ্বরের উক্ত অঙ্গীকার মানিয়া যত্নপূর্ব্বক তাঁহার পুতি কাকুতি মিনতি কর। পুতু কহেন, “যে জন যাক্রা করে সে পায়, এবং যে অনেষণ করে সে উদ্দেশ পায়, আর যে জন দ্বারে যা মারে তাহার জন্যে দ্বার খোলা যায়।” কেবল একবার যাক্রা করা উচিত তাহা নয়, বরং নিরন্তর চেষ্টা করিতে হয়। আর অবিরত উদ্যোগ করাতে আমাদিগের বিশ্বাস প্রকাশ পায়; ইহার প্রমাণ দেখ, কোন সময়ে এক ভিন্নদেশীয় স্ত্রী পুতুর নিকটে আসিয়া নিবেদন করিল, “আমার একটি কন্যা ভুতগুস্তা হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে, অতএব হে প্রভো, আপনি আমার পুতি দয়া করুন।” কিন্তু যীশু তাহাকে কোন উত্তর দিলেন না। তথাপি ঐ স্ত্রী ক্লান্ত না হইয়া খ্রীষ্টের পশ্চাৎ ২ আইল, এবং পুনর্বার তাঁহার কাছে আসিয়া অতি নম্র হইয়া কহিল, “হে প্রভো, আমার উপকার করুন।” তাহাতে তিনি কহিলেন, “বালকদিগের আহ্বারের দ্রব্য লইয়া কুকুরদিগকে দেওয়া উচিত নয়।”

দেখা ঐ কাতরা স্ত্রী খ্রীষ্টের কথা শুনিয়া বিরক্তা না
 হইয়া বলিল, “হে পুত্রে, সে সত্য বটে, তথাপি পুতুর
 মেজহইতে যে গুড়াগাঁড়া পড়িয়া থাকে তাহা কুকুরেরা
 খায়।” এই বাক্যেতে যীশু চমকিত হইয়া কহিলেন, “হে
 নারি, তোমার বড়ই বিশ্বাস, এই নিমিত্তে তোমার মনো-
 বাঞ্ছা সিদ্ধ হউক।” তদুপায়ে জন খ্রীষ্টের কাছে আ-
 সিয়া অনুগ্রহ পাওনার্থে নিত্য প্রয়াসপূর্ব্বক প্রার্থনা
 করে, তাহার মনোবাঞ্ছা অবশ্যই সিদ্ধ হইবেক।

গীত ।

যিশুর প্রেমের তুলনা দিব কিম্বে
 খুজিলে এমন মিলিবে না কোন দেশে
 করিতে পাতকির ত্রাণ প্রাণ দিলেন অবশেষে ।

- ১ পাপিগণে উদ্ধারণে আইলেন নরের বেশে
 এই যে প্রায়শ্চিত্ত করণ কারণ মরিলেন বিষম ক্রূশে ।
- জগৎবাসী অভিলষী তারা রএছে পাপের বেশে
 এই যে সত্য সেবা না করিয়া মরিবে আপন দোষে ।

২ ঘেঁষ করিয়া যিহুদীরা তারে বধ কৈল বিনা দোষে
এই যে তিন দিবসে জীবিত হইলেন রহিলেন না
মৃত্যুর বশে ।

দুই জন চোর হত হৈল খ্রীষ্ট যিশুর দুই পাশে
তার এক জন প্রত্যয়ের গুণে গেল সে প্রভুর সহস্বর্গ-
বাসে ।

৩ উত্থান হইয়া স্বর্গে গিয়া পিতার দক্ষিণে আছেন বস্যা
এই যে করিতে জগতের বিচার আসিবেন সকল শেষে
অদৃশ্য প্রভুর চরণ বিশ্বাসে ধর কস্যা
অধীন কান্নাল বলে ছাড়্যা দিলে তুফানে যাবে ভাস্যা ।

৩ উপদেশ ।

প্রার্থনার আবশ্যকতা ।

আমি তোমাদিগকে অতি যথার্থ কহিতেছি, আমার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাক্তা করিবা, তাহাই তিনি দিবেন ।
যোহন ১৬।২৩ ।

ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করা সকল খ্রীষ্টিয়ান লোকের কর্তব্য । দেখ ঈশ্বরের সাহায্য না পাইলে আমরা কোন সৎকর্ম করিতে পারি না, এবং প্রার্থনা করিবাতেই তাঁহার সহায়তা পাওয়া যায় এই জন্যে প্রার্থনা করা উচিত । আর পরমেশ্বর প্রার্থনা করিতে আমাদের অনেক সুস্বপ্ন আত্মা দিয়াছেন যথা । প্রভু কহেন, “ক্লান্ত না হইয়া অনবরত প্রার্থনা করা লোকদের কর্তব্য ।” এবং পৌল প্রেরিত কহেন, “পুরুষেরা পবিত্র হস্ত তুলিয়া নিষ্কোণে ও নির্ধরোধে সর্বদা প্রার্থনা করুক, এই আমার আত্মা ।” বিবেচনা করিয়া দেখ, দেবপূজকেরা পুরুতরূপে প্রার্থনা করে না । তাহারা কোন ২ সময়ে পুতিমার নিকটে কৃতাজলি হইয়া বিশেষ বর যাক্তা করে । অথচ তাহারা পুয় পুতিদিন মন্ত্র জপ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে কিছুই লাভ নাই, বরং মহাপাপ জন্মে । কেননা যে কেহ

দেবতার কাছে কিছু যাক্রা করে, সে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার কোপ জন্মায়। অথচ মুসলমান লোক পুতিদিন অনেক বার পুার্থনা রূপ কথা বলে। তাহা-দিগকে শ্রেণীপূর্ষক দাঁড়াইয়া পুনঃ ২ বিড়বিড় করিতে ও দণ্ডবৎ করিতে ও দুই হাত পুসারিতে কে না দেখে? ইহাতে পুণ্য হয় তাহাদের এমনত বোধ আছে, কিন্তু তাহারা অতিশয় ভ্রান্ত। মনুষ্যেরা অনেক বার পুনরুক্তি করণদ্বারা কিম্বা বার ২ অঙ্গকে বক্র করণদ্বারা ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমান লোকের পুার্থনারূপ সেবা কাল্পনিক মাত্র হওয়াতে ঈশ্বরের দৃষ্টি-গোচরে নিতান্ত ঘূণাই। পুভু কহেন, “ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, আর তাঁহার ভজনা করিতে গেলে আত্মা দিয়া সত্য-রূপে ভজনা করিতে হয়।” দেখ পুতিমাপূজকেরা ও মুসলমান লোকেরা আত্মা দিয়া সত্যরূপে তাঁহার ভজনা করে না, এবং অনেকবার কথা কহিলে আমাদের পুার্থনা গুাহ্য হইবে, তাহারা এমনত বোধ করিলেও সকলের অন্তঃকরণ ও মনের বিচারক যে ঈশ্বর, তাঁহা-হইতে কোন উত্তর পায় না। মনোযোগ করিয়া বুঝ, উক্ত লোক সত্য অদ্বিতীয় সর্ষকর্ত্তা পরমেশ্বরের স্বাভাবিক গুণ এবং আপনাদের নিজ দুর্দশা জ্ঞাত নয় তৎপুযুক্ত ঈশ্বরের তুষ্টিজনক পুার্থনা করা তাহাদের অসাধ্য।

যাহারা সদাআদ্বারা পারমার্থিক ভাবে সজীব হই-
য়াছে তাহারাই সর্ষান্তঃকরণে পুার্থনা করে। কোন
মনুষ্য জীবিত থাকে ইহা কি রূপে জানা যায়? নিশ্বাস
পশ্বাস দ্বারা কি না? তবে খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নিশ্বাস

পুণ্ড্রাসম্বরূপ যে পুণ্ড্রনা তাহাই পারমার্থিক জীবনের
 প্রমাণ বটে। আমরা ঈশ্বরহইতে ধর্ম বিষয়ে চেতনা
 পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আত্মা দিয়া তাঁহার ভজনা করিতে
 পুরুষ হই। ইহাতে পৌলের ব্যবহার দেখ, তিনি দম্বেষক
 নগরের পথে যাইতে ২ আকাশহইতে তেজ দেখিয়া ও
 পুতুর পুণ্ড্রজনক কথা শুনিয়া আপনার মন ফিরাই-
 লেন। পরে তিনি সেই নগরে গেলে পুতু অনানিয়
 নামক এক শিষ্যকে কহিলেন, “তুমি উঠিয়া পৌল
 নামে এক ব্যক্তির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর, দেখ, তিনি পুণ্ড্রনা
 করিতেছেন।” তদ্রূপে যাহারা ধর্মের বিষয়ে সচেতন
 হয়, তাহারা আপনাদের দীনহীনতা ও ঈশ্বরের অপূর্ণ
 পুণ্ড্র বুঝিয়া অবিলম্বে তাঁহার স্থানে যাত্রা করে।
 অথচ যে ব্যক্তি উত্তরোত্তর সদাচারী হইতে চাহে, ও
 খ্রীষ্টের শিষ্যের ন্যায় উপযুক্ত ব্যবহার করণে উদ্যোগী
 হয়, সে পুতুররূপে পুণ্ড্রনা করিতে সর্বদা উদ্যত হয়।
 বোধ করি এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে
 অতি অল্প জন আত্মাদিয়া সত্যরূপে ঈশ্বরের স্থানে
 যাত্রা করে। অতএব আমরা কেমন করিয়া যথার্থরূপে
 পুণ্ড্রনা করিতে পারি, এই ভারি বিষয়ে আমি শাস্ত্রীয়
 উপদেশ কথা লিখিয়া দি, তোমরা মন দিয়া শুন।

১। পুণ্ড্রমে পুতু যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া পুণ্ড্রনা
 করিতে হয়। দেখ, আমাদের অধর্ম ঈশ্বরহইতে আ-
 মাদিগকে বিভিন্ন করে। ধর্মময় সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর
 পাপি লোকের পুণ্ড্রনা শুনেন না। যে জন ভক্তি পূর্ণক
 তাঁহার ইচ্ছা ক্রিয়া করে, তাহারই কথা শুনেন। কিন্তু

মনুষ্যাগণের মধ্যে কেহই ঈশ্বরের ইচ্ছা ক্রিয়া করে না। সকলে কেবল বিপথগামী ও দুষ্কর্মকারী হয়। তবে দেখ, অনুগ্রহ পাইবার নিমিত্তে মনুষ্যাগণ কিমতে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে পারে? যদি কোন প্রজা আপনার রাজাকে অপমান করিয়া তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তবে সে প্রজা কিছু যাক্রা করিতে নির্ভয়ে ঐ রাজার কাছে কিরূপে যাইতে পারে? যাইতে পারে না বটে। তবে দেখ, আমাদের পাপ হেতুক ঈশ্বর অতিশয় ক্রোধিত হন, এই জন্যে কেবল উপযুক্ত মধ্যস্থদ্বারা আমরা তাঁহার সিংহাসনের নিকটে যাইতে পারি। প্রভু যীশু এমন উপযুক্ত মধ্যস্থ বটেন। ধর্মশাস্ত্রে লিখে, “অদ্বিতীয় এক ঈশ্বর আছেন, এবং তাঁহার ও মনুষ্যদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট নামে অদ্বিতীয় এক মধ্যস্থ আছেন।” এই অদ্বিতীয় মধ্যস্থকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে গেলে আমরা চেষ্টিত উপকার পাইব। কেননা তিনি কহেন, “আমার নামে পিতার নিকটে যে কিছু যাক্রা করিবা তাহাই তিনি দিবেন।” দেখ, যাহারা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস না করে, তাহারা প্রার্থনার সময়ে তাঁহার গুণে নিভর করিতে পারে না। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রত্যেক শিষ্য তাঁহাকে মধ্যস্থ জ্ঞান করিয়া, কৃপা পাইবার জন্যে সর্বদা ঈশ্বরের সিংহাসনের সমীপে সাহসপূর্ষক যাইতে পারে।

২। পুনশ্চ বিবেচনা করিয়া দেখ, সরলতাপূর্ষক প্রার্থনা করা উচিত। কেহ ২ হাঁটু গাড়িয়া মন না দিয়া বিশেষ নিকূপিত প্রার্থনা কথা বলে বটে, কিন্তু সেই কথা মৌখিকমাত্র হইবাতে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় না। কেহ ২ আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া বলে, “প্রাতঃকালে ও

সায়ংকালে প্রভুর প্রার্থনা কিম্বা অন্য কোন শিক্ষিত কথা পুনঃ২ कहिले पुन्य হয়।” কিন্তু ইহাতে খ্রীষ্টের উপদেশ বাক্য শুন, “প্রার্থনা কালে দেবপূজকদের ন্যায় বৃথা পুনরুক্তি করিও না, কেননা তাহারা বোধ করে, অনেক বার কথা कहिलेই আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে।” যে জন সরলরূপে প্রার্থনা করে, সে প্রভুর কথানুসারে অন্ত-রাগারে প্রবিষ্ট হইয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া, পিতার নিকটে যাত্ৰা করে। তাহাতে যে ঈশ্বর গোপনে দেখেন, তিনি ঐ যাচককে প্রকাশ্যরূপে ফল দেন। যে ব্যক্তি আপ-নার পারমার্থিক অকুলান বুদ্ধিয়া ঈশ্বরের দানশীলতা জানে, ও সুসমাচারে উক্ত তাঁহার প্রতিজ্ঞাকে সত্য বোধ করে, সে নিষ্ঠাপূর্বক প্রার্থনা করিতে পারে। আর যাহারা ধর্মাদি পাইবার নিমিত্তে সরলরূপে প্রার্থনা করে, তাহারা ধর্ম প্রভৃতি পাইবার যে২ নিরূপিত উপায় আছে, তাহা পরিশ্রম পূর্বক গ্রহণ করে। এবং যে কেহ সে উপায় গ্রহণ না করে, তাহার প্রার্থনা নিষ্ফল হয়। প্রার্থনা না করিয়া যে কার্য করে, সে অহঙ্কারী, এবং কার্য না করিয়া যে প্রার্থনা করে, সে কপটী, সুতরাং প্রার্থনা ও কার্য উভয়ই একত্র থাকা উচিত।

৩। আর প্রার্থনাকালে দৃঢ়রূপে শুদ্ধা করা কর্তব্য। এ বিষয়ে যাকুবের কথা শুন, “যদি তোমাদের কাহারো জ্ঞানে ত্রুটি থাকে, তবে ঈশ্বরের নিকটে সে যাত্ৰা করুক, তাহাতে তাহাকে দেওয়া যাইবে। কিন্তু সন্দেহ না করিয়া সে বিশ্বাসেতে যাত্ৰা করুক, কেননা যে জন সন্দেহ করে, সে বায়ুতে চালিত সমুদ্রের ঢেউর ন্যায় হয়।” আর প্রভু

আপনি সেইরূপ শিক্ষা দেন যথা, “প্রার্থনা সময়ে যাহা ২ আকাঙ্ক্ষা কর, তাহা অবশ্য পাইবা, এমত বিশ্বাস কর, তাহাতে প্রাপ্ত হইবা।” ঈশ্বর আমাদের বাক্য শ্রুতিতে পারেন, ও আমাদের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে সম্মত আছেন, এবং প্রভু যীশুর সদৃশের নিমিত্তে উপযুক্ত সময়ে আমাদের উত্তর দিবেন, এই সকল বিশ্বাস করার প্রয়োজন আছে। আর যে কেহ প্রত্যয় পূর্ষক যাত্রা করে, সে প্রার্থিত উপকারের অপেক্ষাতে থাকিয়া, যে পর্যন্ত তাহা না পায় তাবৎ পরিতৃপ্ত হয় না।

৪। অথচ কেহ ২ কিঞ্চিৎ কালপর্যন্ত এই কর্তব্য কর্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা উপকার না দিলে তাহার বিরক্ত হইয়া তাহাতে নিবৃত্ত হয়; ইহা অনুচিত বটে। দেখ, উদ্যোগপূর্ষক সর্বদাই প্রার্থনা করা আবশ্যক। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত উপদেশ শ্রুত, “নিরন্তর প্রার্থনা কর।” আর, “প্রার্থনাতে সতত প্রবৃত্ত হও।” স্মরণ করিয়া দেখ, ক্লান্ত না হইয়া অনবরত প্রার্থনা করা লোকদের কর্তব্য, এই আশয়ে যীশু এক দৃষ্টান্ত কথ্য করিলেন, যথা, “কোন নগরে এক জন বিচারক ছিল। সে ঈশ্বরকে ভয় করিত না, এবং মানুষকেও মানিত না। পরে তন্নগর নিবাসিনী এক বিধবা তাহার নিকটে আসিয়া, প্রতিবাদির সহিত আমার বিচার করিয়া দেও, এই নিবেদন করিত। তাহাতে ঐ বিচারক কএক দিন পর্যন্ত তাহা স্বীকার করিল না। পরে মনে ২ ভাবিল, যদিপি ঈশ্বরকে ভয় না করি, এবং মানুষকেও না মানি, তথাপি এই বিধবা আমাকে সর্বদা ব্যামোহ দিতেছে, এই জন্যে উহার বিবাদ ভঞ্জন করিয়া

দিব, নতুবা সে সর্বদা আসিয়া আমাকে ব্যস্ত করিবে। পরে প্রভু কহিলেন, ঐ অন্যায়ি বিচারকর্তা যাহা কহে তাহাতে মনোযোগ কর। ঈশ্বরের মনোনীত লোকেরা দিবারাত্রি যে প্রার্থনা করে, তিনি অনেক দিন বিলম্ব করিলেও কি তাহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন না? আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ত্বরায় ভঞ্জন করিবেন।” অতএব যদিও ইশ্বর আমাদের বাঞ্ছিত উপকার করিতে বিলম্ব করেন, তথাপি দিবারাত্রি উদ্যোগপূর্বক তাঁহার কাছে নিবেদন করা কর্তব্য।

৫। অপর, বিবেচনা করিয়া দেখ, যে ২ বর দিতে ইশ্বর প্রতিজ্ঞা করেন, তাহাই পাইবার জন্যে যাক্রা করিতে হয়। যোহন প্রেরিত বলেন, “যদি আমরা তাঁহার ইচ্ছানুসারে কোন প্রার্থনা করি, তবে তিনি আমাদের সেই প্রার্থনা শ্রবণে, তাঁহার প্রতি আমাদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস আছে।” সুতরাং যে ব্যক্তি ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া বহু সম্ভ্রান্তি প্রভৃতি পাওনার্থে প্রার্থনা করে, সে ইশ্বরের ইচ্ছানুসারে যাক্রা না করিয়া কিছু পাইবে না। যাহারা আপন ২ অভিলାষে ব্যয় করণার্থে অবিহিত মতে প্রার্থনা করে, তাহাদিগকে প্রার্থিত বস্তু অবশ্যই দেওয়া যায় না। হে প্রিয় পাঠকগণ, ইহার উপমা কথা শুন, কখন ২ অজ্ঞান বালক আপনার পিতার নিকটে গিয়া নিষিদ্ধ বা মন্দ বস্তু চাহিলে প্রেমী ও সুবিবেচক পিতা ঐ বস্তু দিতে অস্বীকার করেন। অতএব দেখ, সর্বজ্ঞ ইশ্বর আমাদের অবিহিত মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ না করিলে তাহাতে অদ্ভুত জ্ঞান করা কি আমাদের উচিত?

৬। উপযুক্ত মতে প্রার্থনা করণের উপায় কি? কেহ এই জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলি, সদাআর প্রবোধ-দ্বারাই যথার্থ রূপে প্রার্থনা করা যায়। পারমার্থিক বিষয়ে আমরা শিশুরূপ, অর্থাৎ নিজ জ্ঞানে ঈশ্বরের অভিমতানুসারে প্রার্থনা করিতে জানি না। আর সদাআ প্রার্থনা কালে বিশেষরূপে আমাদের দুর্জলতার সহায় হন। সদাআ যাহার অনুকূল, সে ঈশ্বরের প্রকৃত যাচক হইয়া সিদ্ধরূপে তাঁহাকে আপন ইচ্ছা জানায়। আর দেখ, যদ্যপি কখনও ঐহিক উপকার পাইতে যাক্কা করা বিহিত হয়, তথাপি তদপেক্ষা বরং পরমার্থ ও পরিভ্রাণ সম্বন্ধীয় যেই শ্রেষ্ঠ দান আছে, তাহা পাইতে চেষ্টা করা ঈশ্বরের সন্তোষজনক হয়। ফলতঃ যে জন শ্রীষ্টকে উপযুক্ত মধ্যস্থ জ্ঞান করিয়া সরলতা ও বিশ্বাসপূর্বক অনবরত ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা মতে প্রার্থনা করে, তাহার অভিলাষ সিদ্ধ হয়। ইহাতে প্রভুর কথা শুন, “যে যাক্কা করে সে পায়, এবং যে অন্বেষণ করে সে উদ্দেশ্য পায়, আর যে দ্বারে ঘা মারে, তাহার জন্যে দ্বার খোলা যায়।”

৭। শেষে, ঈশ্বর অনেক বার ভক্ত লোকদের প্রার্থনা শুনিয়া তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন ইহা স্মরণে রাখ। দাউদ রাজা বলেন, “আমি দুঃখেতে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি আমার কাতরোক্তি শুনিলেন।” আর দেখ, দানিএল ভাবিবক্তা দিবসের মধ্যে তিন বার প্রার্থনা করিতেন। এবং যদ্যপি দুই লোকেরা তাহার অপবাদ করিবার জন্যে তাহাকে অবলোকন করিত, তথাপি তিনি পরম ধার্মিক হইয়া, প্রার্থনা করণে

ক্লান্ত না হইয়া নির্ভয়ে এই কর্তব্য কর্ম করণে প্রবৃত্ত থাকি-
 তেন। তৎপ্রযুক্ত সিংহের গহ্বরে নিষ্কিপ্ত হইলে ইশ্বর
 তাহাকে সিংহের মুখহইতে রক্ষা করিলেন। অথচ, এলিয়
 নামক এক সাধু ব্যক্তি, আমাদের ন্যায় সুখদুঃখভোগী
 হইয়া, অনাবৃষ্টির নিমিত্তে দৃঢ়তর প্রার্থনা করিলে তদ্দেশে
 তিন বৎসর ছয় মাস পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টি হইল। পরে, আর
 বার প্রার্থনা করিলে আকাশহইতে বৃষ্টি হওয়াতে সে
 দেশে শস্যের উৎপত্তি হইল। অতএব, “ধার্মিক ব্যক্তির
 একান্ত প্রার্থনা অতি সফল,” তাহা প্রত্যক্ষ আছে। আর,
 যদিপি বর্তমান কালে প্রার্থনাদ্বারা যে এতাদৃশ অদ্ভুত
 ক্রিয়া করিতে পারে এমন ব্যক্তি নাই, তথাপি বিশ্বাসিরা
 তাহাতে নানা প্রকার উপকার পায়। আর যে কেহ
 প্রার্থনা করণে অমনোযোগী হয়, সে চঞ্চলমনা হইয়া
 ইশ্বরের বিপরীতাচরণ করে। ইশ্বরের সহিত আলাপ
 করা অপেক্ষা মনুষ্যের সহিত আলাপ করা ভাল,
 যাহার এমন বোধ আছে, সে কোন রূপে সত্য
 খ্রীষ্টীয়ানের ন্যায় সদ্যবহার করে না।

হে প্রিয়লোক, প্রার্থনার আবশ্যকতা বুঝিয়া, ও তাহার
 ফল বিবেচনা করিয়া, তোমরা তাহাতে সর্বদা প্রবৃত্ত
 হও। যে জন প্রতিদিন ইশ্বরের আজ্ঞানুসারে প্রকৃতরূপে
 প্রার্থনা করে, তাহার সুখ ও পুণ্যের বৃদ্ধি হইবে। আর
 সে ইশ্বরের আনুকূল্য পাইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে আপনার
 গন্তব্য পথে চলিবে; তাহা কেবল নয়, আরো এই জগতে
 বুদ্ধির অগম্য যে ইশ্বরের শান্তি, সে তাহার মন ও
 আত্মাকে রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ বিপদে পড়িলে ইশ্বরকে

তোমাদের দুঃখ জানাও। যাকুব প্রেরিত কহেন, “তোমাদের মধ্যে যদি কেহ দুঃখিত হইয়া থাকে, তবে সে প্রার্থনা করুক।” যাতনাভোগের সময়ে প্রভু কি করিলেন, তাহাতে অবধান কর। লুক রচিত সুসমাচারে উক্ত আছে, “তিনি যন্ত্রণাতে ব্যাকুল হইয়া আরো দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাকে শক্তি দিতে স্বর্গহইতে এক দূত দর্শন দিল।” এবং দুঃখ হইলে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করাতে আমরাও সাহুনাযুক্ত হই। দেখ, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এই, “বিপদকালে আমার নিকটে প্রার্থনা কর, তাহাতে আমি তোমাকে উদ্ধার করিলে তুমি আমার মহিমা প্রকাশ করিবা।” আর দাউদ রাজা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার কাছে নিবেদন করিলে উপকার পাইলেন। তিনি ১১৮ গীতে বলেন, “বিপদ সময়ে পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে উদ্ধার দিয়া উদ্ধার করিলেন।” তদ্রূপে যাহারা আপদকালে রক্ষা পাইবার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে উদ্যোগপূর্বক বিনতি করে, তাহারা তাঁহার দয়া জ্ঞাত হয়। অবশেষে মনে রাখ, যে ব্যক্তি ইহকালে সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করণে রত হয়, সে এই ক্লেশদায়ক জগৎহইতে গেলে স্বর্গেতে সতত উল্লাস পূর্বক তাঁহার মহিমা প্রকাশ করিবে।

৪ উপদেশ ।

প্রেমের শুষ্কতা ।

প্রেম আত্মার ফল । গালাতীর ৫। ২২ ।

ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে, “পরমেশ্বর প্রেমস্বরূপ ।” আর তিনি আপনার প্রেমের অসংখ্য প্রমাণ দিতেছেন । দেখ, “তাবৎ সৃষ্টির প্রতি তাঁহার দয়া আছে, এবং তিনি আপনার হস্ত প্রসারিয়া তাবৎ প্রাণির মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিতেছেন ।” অথচ, “তিনি কৃতঘ্ন ও দুষ্কদিগের হিতকারী হন ।” তিনি “সদসৎ লোকের উপরে সূর্যের উদয় করেন, এবং ধার্মিক ও অধার্মিকগণের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ,” কারণ তিনি প্রেমস্বরূপ । এই ২ ক্রিয়া প্রেমসূচক বটে । কিন্তু দয়াময় পরমেশ্বর আপনার প্রেমের আর একটি আশ্চর্য প্রমাণ দিয়াছেন । যথা, যোহন প্রেরিত কহেন, “আমরা যেন পরমায়ুঃ পাই, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে এই জগতে পাঠাইলেন, ইহাতেই তিনি আমাদের প্রতি আপন প্রেম প্রকাশ করিলেন ।” মনুষ্যদের প্রতি ঈশ্বরের প্রেম অসীম বটে । এবং তাঁহার সকল গুণের মধ্যে প্রেম অপেক্ষা আর কোনই গুণ শুষ্ক নহে ।

১। স্মরণ করিয়া দেখ, আদিপুস্তকে উক্ত আছে, “ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন ।” কোন ২ বিবাদি হিন্দুলোক এই বচন উল্লেখ করিয়া বলে, “তবে ঈশ্বরের আকার আছে ।” কিন্তু তাহা নিতান্ত

মিথ্যা। কেননা এই বাক্য মনুষ্যের শরীর বিষয়ে নহে, বরং তাহার মনের বিষয়ে উক্ত আছে। ইহার প্রমাণ এই, যথা, যোহন প্রেরিত বলেন, “ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ” (অর্থাৎ তিনি নিরাকার,) সুতরাং মনুষ্যের শরীর ঈশ্বরের সদৃশ হইতে পারে না। আর ইফিসীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌলের পত্রে লিখিত আছে, “সৎকর্ম ও সত্য ধর্ম ঈশ্বরের মূর্তি অনুসারে সৃষ্ট যে নূতন স্বভাব তাহা গ্রহণ করিও।” অতএব, “ঈশ্বর আপন প্রতিমূর্তিতেই মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন,” ইহার অর্থ এই, যেমন পরমেশ্বরের জ্ঞান ও পবিত্রতা ও প্রেম ও দানশীলতা ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি আছে, তেমন আদিতে মনুষ্য জ্ঞানবান ও পবিত্র ও প্রেমী ও দানশীল ছিল। আর, যাবৎ মনুষ্য নির্দোষ হইয়া রহিল, তাবৎ সে আপন সৃষ্টিকর্তাকে প্রেম করিত। এবং যদি সে ঈশ্বরহইতে পরাঙ্মুখ না হইত, তবে সদা প্রেমী থাকিত। কিন্তু যে অবধি মনুষ্যগণ শয়তানের পরামর্শ মানিয়া পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল, সেই অবধি তাহারা কঠিনান্তঃকরণ হইয়া তাঁহার প্রতি প্রেম করণে ক্লান্ত হইল। তাহারা প্রভুকে কহে, “আমাদের নিকটহইতে দূর হও, আমরা তোমার পথ জানিতে চাহি না।” আর দেখ, দুষ্কৃত অন্তঃকরণ প্রযুক্ত মনুষ্যগণ পরস্পর প্রেম করে না। তীতের প্রতি পৌলের পত্রের ৩ অধ্যায়ের ৩ পদে কহে, “পূর্বে আমরাও ঘৃণিত ও পরস্পর ঘৃণাকারী ছিলাম।” এই দেশীয় দেবপূজকেরা পরস্পর প্রেম করে না। ফলতঃ তাহাদের মধ্যে কতই ঘৃণা, দ্বেষ, কলহ, ও

নিন্দা আছে, তাহা কে না জানে? যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে না, সে প্রতিবাসিদিগকেও প্রেম করে না, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই, এবং সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোক ব্যতিরেকে আর কেহ পরমেশ্বরকে এবং মনুষ্যকে প্রেম করে না।

২। যদি বল, আমরা পাপী হইয়া কিরূপে ঈশ্বরকে ও মনুষ্যকে প্রেম করণে প্রবৃত্তি পাইব? তবে আমি কহি, শুন, “প্রেম সদাআর ফল,” অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদাআ-হইতে জাত, সেই কোমল স্বভাব পাইয়া আপন সৃষ্টি-কর্ত্তাতে অনুরক্ত হয়। দেখ, “ঈশ্বর প্রথমে আমা-দিগকে প্রেম করিয়াছেন, এই জন্যে আমরাও তাঁহাকে প্রেম করি। তিনি জগতের প্রুতি এমন দয়া করিলেন যে আপনার অদ্বিতীয় পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত পরমায়ুঃ পাইবে,” যে জন যথার্থরূপে ইহা বুকে, সে অবশ্যই পরমেশ্বরকে প্রেম করে। আর তাঁহার প্রুতি আমাদের যে প্রেম তাহাই সদব্যবহারের মূল কারণ হইয়াছে। দেখ, আমরা কোন ব্যক্তিকে প্রেম করিলে তাহার তুষ্টি জন্মাইতে সচেষ্ট হই, তদ্রূপ ঈশ্বরের প্রেমকারিরা তাঁহার আজ্ঞা পালনে উদ্যোগী হয়। ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, “তাঁহার আজ্ঞানুসারে আমা-দের যে আচরণ, তাহাতেই প্রেম প্রকাশ পায়।”

৩। আর দেখ, যে কেহ ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকেও প্রেম করে। ইহাতে শাস্ত্রীয় কথা শুন, “যে ব্যক্তি প্রেমের তত্ত্ব জানে না, সে ঈশ্বরের তত্ত্বও জানে না, যেহেতুক ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ।” সদাআ মনুষ্যদের অন্তঃ-

করণকে পরিষ্কার করেন। এবং যদ্যপি স্বভাবতঃ তাহারা ঘৃণিত ও পরস্পর ঘৃণাকারী হয়, তথাপি সদাআহুইতে নির্মল স্বভাব পাইলে পরস্পর প্রেমকারী হয়। ইহার প্রমাণ শুন, যথা, “যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিয়া আমি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি, এমনত কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী।” অথচ, অন্য পদে লিখে, “যে জন ঈশ্বরকে প্রেম করে, সে আপন ভ্রাতাকে প্রেম করুক, এই আজ্ঞা আমরা তাঁহাহুইতে পাইয়াছি।” আর কথিত আছে, “আমরা যদি পরস্পর প্রেম করি, তবে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে থাকেন ও আমাদিগেতে তাঁহার প্রেম সিদ্ধ হয়।”

৪। অথচ, ঈশ্বরের প্রেমকারিরা তাঁহার সন্তানগণকে প্রেম করে। যোহন প্রেরিত কহেন, “যে প্রত্যেক জন জন্মদাতাকে প্রেম করে, সে তজ্জাত ব্যক্তিকেও প্রেম করে।” সুতরাং সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা বিশেষরূপে পরস্পর প্রেম করিয়া থাকে। দেখা, তাহারা সকলে ঈশ্বরহুইতে জাত, এবং পরস্পরে পারমার্থিক ভাবে তাঁহার সাদৃশ্য দেখিতে পায়, এই জন্যে তাহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হয়। পূর্বকালে খ্রীষ্টের শিষ্যগণ পরস্পর সম্পূর্ণরূপে প্রেম করিত। প্রেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণেতে উক্ত আছে, “প্রত্যয়কারি লোকসমূহ একচিত্ত হইয়া থাকিল। তাহাদের মধ্যে কেহ নিজ সম্ভ্রান্তি আপনার জ্ঞান করিল না, কিন্তু তাহাদের সর্বস্ব সাধারণে রহিল।” হায় ২ হে প্রিয় পাঠকগণ, আমরা কি পর্যন্ত তাহাদের হুইতে ভিন্ন হইতেছি! যদি বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পরস্পর প্রেম করিয়া ও একমনা হইয়া থাকিত, তবে তাহারা

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যথার্থ শিষ্য হইত। তিনি কহেন, “আমি তোমাদের প্রতি যাদৃশ প্রেম করিলাম, তোমরাও পরস্পর তাদৃশ প্রেম কর, তোমাদিগকে এই এক নূতন আজ্ঞা দিতেছি।”

৫। বিবেচনা করিয়া দেখ, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম কেমন উত্তম। হিন্দু ধর্ম অনুসারে যে কেহ সাধু সে অভিমানী হইয়া আপনার প্রতিবাসিকে কহে, “আমাহইতে দূর হও, আমার নিকটেও আসিও না, আমি তোমাহইতে পবিত্র।” কিন্তু সত্যধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, “প্রেম পরদেষী নয়। প্রেম আত্মগাঘা কি অহঙ্কার করে না।” এবং খ্রীষ্টের সত্য শিষ্যগণের মধ্যে এক জন সমাদরপূর্বক অন্য জনকে প্রধান জ্ঞান করে। আর দেখ, দেবপূজকদিগের মধ্যে বিশেষ ২ জাতি আছে। এবং এক জাতীয় লোক অন্য জাতীয় ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে। ফলতঃ ব্রাহ্মণ শূদ্রকে হেয়জ্ঞান করে; ও শূদ্রদিগের মধ্যে জাতির প্রভেদ প্রযুক্ত কেহ ২ পরের উপরে দর্প করে। বিচার করিয়া বুঝ, হিন্দু লোকদিগের মধ্যে জাতির যে বিশেষ, তাহা প্রেমনাশক ও অহঙ্কারজনক। আর জাতির উক্ত প্রভেদ হিন্দুশাস্ত্রে নিকৃ-পিত আছে, সুতরাং হিন্দুধর্ম ঈশ্বরদত্ত নহে, ইহার মূল্যষ্ট প্রমাণ প্রকাশ পাইতেছে। দেখ, খ্রীষ্টীয়ান ধর্মেতে কোন বিশেষ জাতি নাই। এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বাক্য শুন, “তোমরা যিহুদী হও, কি অন্য-দেশীয় হও, এবং মুক্ত হও, কি বন্দী হও, আর স্ত্রী হও, কি পুরুষ হও, তোমাদের পরস্পর কোন বিশেষ নাই;

যীশু খ্রীষ্টের আশ্রিত হওয়াতে তোমরা সকলেই এক।” খ্রীষ্টের ধর্ম প্রেমজনক বটে। যাদৃশ দেবপূজকেরা প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বরকে প্রেম করে না, তাদৃশ তাহাদের পরস্পরে প্রেম রাখা অসাধ্য। সদাশ্রী খ্রীষ্টাশ্রিত লোক-দের অন্তঃকরণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জন্মান, এই হেতুক তাহারা মনুষ্যদিগকেও প্রেম করে। আর তাহাদের মধ্যে যে জন প্রধান, সে অতিপ্রেমী এবং ভ্রাতৃগণের সেবক হয়। ভ্রাতৃস্নেহের বিষয়ে শাস্ত্রেতে অনেক উপদেশ আছে, যথা, “তোমাদের প্রেম কাপড়্য রহিত হউক।” আর, “প্রেমের দ্বারা এক জন অন্যের সেবা কর, যেহেতুক ‘পরকে আত্মতুল্য প্রেম কর,’ এই এক আজ্ঞা পালন করিলে তাবৎ ব্যবস্থার পালন সিদ্ধি হয়।” অথচ, পিতর প্রেরিত কহেন, “পবিত্র অন্তঃকরণের সহিত দৃঢ়রূপে পরস্পর প্রেম কর।” আরও লিখে, “তোমরা পরস্পর প্রেম করিতে ঈশ্বরহইতে শিক্ষা পাইয়াছ, তথাপি তোমরা আরও প্রেম বৃদ্ধি কর।”

৬। অপর, সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোক কেবল ভ্রাতৃগণকে প্রেম করে তাহা নয়, বরং সে আপন বিপক্ষগণকেও প্রেম করে। এই বিষয়ে পুণ্ড্র যীশু নিজ শিষ্যদিগকে এক নূতন বিধি দিয়াছেন, যথা, “আপন প্রতিবাসির প্রতি প্রেম কর, কিন্তু শত্রুর প্রতি ঘৃণা কর, এই যে পুরোক্ত কথা ইহাও তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমরা শত্রুদিগের প্রতি প্রেম কর, ও যাহারা তোমাদের প্রতি ঘৃণা করে, তাহাদেরও হিত কর, তাহাতে তোমাদের বড় ফল হইবে; এবং তোমরা ঈশ্বরের

সন্তান বিখ্যাত হইয়া ।” দেখ, আমরা পাপী অর্থাৎ ঈশ্বরের শত্রু হইলেও আমাদের নিমিত্তে ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট আপনাত্মক প্রাণ দিলেন, তাহাতে ঈশ্বর আমাদের প্রতি আপন আশ্চর্য্য প্রেম পুকাশ করিলেন। আর খ্রীষ্ট দয়ালু হইয়া আপনাত্মক শত্রুগণের নিমিত্তেই মরিলেন, ইহা মনে রাখিয়া শত্রুগণকে প্রেম করা আমাদের উচিত কি না, এতদ্বিষয়ে বিবেচনা কর। যাহারা খ্রীষ্টের পশ্চাদ্গামী হয়, তাহারা আপনাদের নিন্দাকারিদিগকে, বিশেষতঃ পুতিমাপূজকদিগকে প্রেম করিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করে। যদি পুতু যীশু মনুষ্যদিগকে রক্ষা করিতে এই জগতে না আসিতেন, তবে আমরা নিত্যই ঈশ্বরের ক্রোধের পাত্র হইতাম, ইহা কখনো ভুলিও না। আর দেখ, যদি আমরা হিন্দুলোকদিগকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্যে তাহাদের নিকটে না যাই, ও তাহাদিগকে পুর্নজন্মজনক বাক্য না বলি, তবে তাহাদের পরিব্রাজন কিরূপে হইতে পারে? সকল মনুষ্য যেন ব্রাহ্ম ও সত্য বাক্যের জ্ঞান পায়, এই ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাহা স্মরণ করিয়া আইস, আমরা হিন্দুলোকদিগকে শিখাইতে শ্রম করি, এবং সুযোগ পাইলে সকল লোকের, বিশেষতঃ বিশ্বাসকারি পরিবারের হিত করিতে সচেষ্ট হই।

৭। আর দেখ, যদি খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা পরস্পর প্রকৃত রূপে প্রেম করিত, তবে তাহারা পরের উপকারার্থে নীচ কর্ম্মও করিতে সম্মত হইত। যোহন রচিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “যীশু প্রথমাবধি

যে আত্মীয় লোকদিগকে প্রেম করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে শেষপর্যন্তও প্রেম করিলেন; এবং ভোজনাসনহইতে উঠিয়া, গাত্রবস্ত্র খুলিয়া, একখান গামছা লইয়া, তদ্বারা আপনার কটীবন্ধন করিলেন; পরে শিষ্যদের পা ধোয়াইয়া ঐ কটীবন্ধনের গামছাদ্বারা মুছিতে লাগিলেন। তাহার পরে তিনি কহিলেন, যদি আমি প্রভু ও গুরু হইয়া তোমাদের পা ধোয়াইলাম, তবে তোমাদেরও পরস্পর পা ধৌত করা উচিত”। বোধ হয়, এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেবল অত্যল্প জন প্রভুর দৃষ্টান্তানুসারে ভ্রাতৃগণের পা ধোয়াইতে উদ্যত হয়। কখনও কোন ভ্রাতা কি ভগিনী পীড়িত হইলেও তাহার খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুগণের মধ্যে কেহও তাহার সেবা করিতে অস্বীকার করে। কোনও লোক নির্দয় হইয়া বলে, “আমি পীড়িত লোকের সেবা কেন করিব? আমার দুই তিন ছেলিয়া আছে; আর তাহাদেরই প্রতিপালন করা কি আবশ্যক নয়? কিছু টাকা না পাইলে আমি রোগি ব্যক্তির নিকটে থাকিব না।” ইহা বড় লজ্জাকর বটে, এবং এমনত ব্যক্তি নিতান্ত প্রেমরহিত, এবং তাহার অন্তঃকরণে সদাশ্রম অবশ্য থাকেন না। ইহার শাস্ত্রীয় পুমাণ শুন, “সাংসারিক ধনবান হইয়া আপন ভ্রাতার দীনতা দেখিলেও যদি কেহ তাহার প্রতি আপনার দয়ার রোধ করে, তবে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম কি প্রকারে থাকিতে পারে”?

৮। আর দেখ, কেহও আপনার ভ্রাতাকে নিন্দা করে; ও স্থানেও গিয়া তাহার বিষয়ে দুর্জাক্য কহে। এমনত

অপবাদক লোক কি আপনার ভ্রাতৃগণকে প্রেম করে? তাহা নয়, সে বরং তাহাদের ঘৃণাকারী হয়। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, “যাহার প্রেম গুণ থাকে, সে পরের দোষ সকল লুকায়।” এবং পিতর প্রেরিত সেইরূপ উপদেশ দেন, যথা, “আপনাদের মধ্যে পরস্পর দৃঢ়রূপে প্রেম কর, কেননা প্রেম বহুপাপের আচ্ছাদন করে।” দেখ, ভ্রাতৃগণের পরস্পর প্রেম না থাকিলে তাহাদের মধ্যে নিত্য ২ বিরোধ হইবে। সাংসারিক ধন অপেক্ষা প্রেম ভাল বটে, ও যেখানে প্রেম সেখানে আশ্লাদ ও সুখ থাকে। সলিমান রাজা যথার্থরূপে কহেন, “দ্বেষভাবে পুষ্টপশু ভোজন করা অপেক্ষা প্রেমেতে শাকমাত্র খাওয়াও ভাল।” হে বিবেচক লোক সকল, যদিপি কেহ ২ অন্য জন অপেক্ষা ধনী, কি জ্ঞানী, কি সুখ্যাতি হইতে চেষ্টা করে, তথাপি তোমরা সুবুদ্ধি মনুষ্যের ন্যায়, অতিশয় প্রেমী হইতে উদ্যোগী হও। আর “কেবল বাচনিক ও মৌখিক প্রেম না করিয়া, কার্যেতে ও সত্যতাতে প্রেম কর।”

২। অবশেষে মনে রাখ, “প্রেমের লোপ কদাচ হইবে না; এখন প্রত্যয়, ও প্রত্যাশা, ও প্রেম, এই যে তিন বর্তমান আছে ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।” অতএব হে প্রিয় পাত্রেরা খ্রীষ্টের ব্যবহার বিষয়ে বিবেচনা করিয়া, ও ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিয়া যাহাতে আমাদের সকলের নির্বিরোধ ও পরস্পর প্রেম থাকে, এমন চেষ্টা কর। “প্রেম সদাআর ফল,” এবং প্রার্থনাদ্বারা আমরা সদাআকে পাইতে পারি, ইহা নিশ্চয় জানিয়া আইস

আমরা অনবরত এইরূপ প্রার্থনা করি, যথা, হে পরম
পুভো, প্রেম না থাকিলে আমাদের কার্য সকল নিষ্ফল,
ইহা তুমি আমাদের শিখাইয়াছ; অতএব আপন
সদাশ্রয় পাঠাইয়া অত্যাশ্রয় প্রেমদান অর্থাৎ সম্মিলন ও
সাবৎ প্রণয়কর্মের বন্ধনরূপ যে প্রেম, তাহা পুভু যীশু
খ্রীষ্টের নিমিত্তে আমাদের হৃদয়ে স্থাপিত করহ।



গীত ।

আইস প্রেম করি মোরা সকলে
যে প্রেমতে যীশু প্রাণ দিলেন অবহেলে।

১ মর্ত্য প্রেম বৃক্ষ মূল জগৎ ব্যাপিয়া ডাল
স্বর্গে পাবে মহাফল প্রত্যয় বারি দিলে।

২ প্রেমের কি কব গুণ নির্গুণের দেয় গুণ
বিনাশয়ে তমোগুণ মনে উদয় হইলে।

৩ প্রেমানন্দে কর গান প্রেম সুখ কর পান
তবে পাবে পরিত্রাণ নরক অনলে।

৫ উপদেশ।

শয়তানের গুণ ও কর্মের বিবরণ।

তোমাদের বিপক্ষ শয়তান সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কাহাকে গুম করিবে, তাহা অন্তেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে, অতএব তোমরা জাগরিত হইয়া সাবধান থাক। ১ পিতর ৫. ৮।

এই জগতের মধ্যে পাপ আছে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। পাপ কি প্রকারে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবিষয়ে কেহ ২ মিথ্যা করিয়া বলে, পাপ ঈশ্বরহইতে হয়। বিচার করিয়া দেখ, পরমেশ্বর নিতান্তই পবিত্রময়, আর তাঁহাতে পাপের লেশও নাই; এবং যে জন পাপ কর্ম করে, সে তাঁহার দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে ঘৃণিত। ঈশ্বর পাপকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন ইহার প্রমাণ এই, তিনি পাপের বিনাশ করিবার জন্যে মৃত্যুভোগ পর্য্যন্ত আপন প্রিয় পুত্রকে প্রদান করিলেন। আর যদি সূর্য অন্ধকারকে জন্মাইতে পারে, তবে ঈশ্বর পাপের আকর হইতে পারেন, অর্থাৎ কোন রূপে পারেন না। এবং পাপ ঈশ্বরহইতে হয়, যে জন এই কথা বলে, সে যথার্থ যুক্তি ও

ধর্মশাস্ত্র এই উভয়েতে ঈশ্বরনিন্দক খ্যাত হয়। কিন্তু বিবেচনা করিয়া বুঝ, পাপকর্মের এক জন উৎপাদক আছে; তাহার নাম শয়তান। যোহন প্রেরিত কহেন, “যে কেহ পাপাচরণ করে, সে শয়তানের সন্তান হয়। শয়তান প্রথমাবধি পাপ করিয়া আসিতেছে।”

১। শয়তান কে? এবং তাহার গুণ ও কর্ম কি প্রকার? ইহার সংক্ষেপ বিবরণ কহি, নমু ও মনোযোগী হইয়া শুন। শয়তান শব্দের অর্থ বিপক্ষ, এবং এই নামে খ্যাত যে দুষ্ট আত্মা, সে ঈশ্বরের ও মনুষ্যের মহাবিপক্ষ হয় বটে। শয়তান শক্তিমান ও চতুর ও দ্বৈষি পাপাত্মা, এবং ধর্মপুস্তকে তাহার অনেক নাম আছে, যথা, “প্রথমাবধি নরহত্যাকারী,” “বিনাশক,” “ভ্রাতৃগণের অপবাদক,” “তাবৎ জগদ্ভ্রামক,” “জগৎপতি,” “অনাজ্জাবহ লোকদের উপরে এখন কর্তৃত্ব করিতেছে যে আত্মা,” “মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার উৎপাদক,” ইত্যাদি। এই সকল নাম ভয়ানক বটে। এবং শয়তান বড় দুরাচার ও পরাক্রান্ত ও মনুষ্যদিগের অমঙ্গল চেষ্টাকারী, ও তাহাদের হিংসা করণেতে তুষ্ট হয়, আর দুষ্টাচরণ করণে জগৎস্থ লোকদের অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি জন্মায়, ইহার প্রমাণ উক্ত নামহইতে প্রকাশ পায়। আর ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, “শয়তানের প্রবঞ্চনাতে হবা নামী আদমের স্ত্রী প্রবঞ্চিতা হইয়াছিল।” এবং প্রভু যীশুকে পরহস্তগত করিতে যিহূদা নামে এক জনের অন্তঃকরণে শয়তান কুপ্রবৃত্তি দিল। অথচ, পিতর প্রেরিত অননিয় নামে এক জন মিথ্যাবাদিকে কহিল, “হে অননিয়,

মিথ্যা কথা কহিতে শয়তান কেন তোমার অনুঃকরণে প্রবৃত্তি দিয়াছে?”

২। আর বিবেচনা কর, যেমন শয়তান প্রভু যীশুকে পরীক্ষা করিল, তদ্রূপ খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা শয়তানের আক্রমণদ্বারা বারং ক্লেশ পায়। মথি লিখিত সুসমাচারে উক্ত আছে, “যীশু শয়তানকর্তৃক পরীক্ষিত হইবার জন্যে আত্মাদ্বারা প্রান্তরে আকর্ষিত হইলেন।” এবং পৌল প্রেরিত কহেন, “আমরা কেবল রক্তমাংস বিশিষ্টদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া প্রধান ও পরাক্রমি ভূতদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছি।” পৌল আরও কহেন, “শয়তানের দূতস্বরূপ এক কণ্টক আমার শরীরে বিদ্ধ করিতে দত্ত হইল।” এবং আমার মূল বচনেতে লিখিত আছে, “শয়তান সিংহের ন্যায় গজ্জন করিয়া কাহাকে গ্রাস করিবে, তাহার অনুেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছে।” আর যোহনের প্রথম পত্রে বলেন, “আমরা ঈশ্বরহইতে জাত, তন্নিম্ন তাবৎ জগজ্জন পাপাত্মার অধীন হইয়া থাকে।” অথচ, মনোযোগ করিয়া দেখ, শয়তান বড় ঋণ, ও শঠ, ও আপনার ইচ্ছা সিদ্ধি করিবার নিমিত্তে নানাবিধ কল্পনা করে। কোনও সময়ে সে গজ্জনকারি সিংহস্বরূপ হইয়া প্রবলরূপে ঈশ্বরের লোকদিগকে ভাঙনা করিতে মনুষ্যদিগকে কুপ্রবৃত্তি দেয়। আর সে কখনও প্রতারকের বেশ ধরিয়া কোনও লোককে বাক্ছলে বশ করিয়া বিপথে চলায়। দেখ, সে হবাকে কহিল, “তোমরা অবশ্য মরিব না, বরং যে দিনে উদ্যানের মধ্যস্থিত বৃক্ষের ফল

খাইবা, সেই দিনে তোমাদের চক্ষুঃ প্রকাশ হইলে
 ঈশ্বরের ন্যায় ভাল মন্দ জ্ঞান পাইবা, ইহা ঈশ্বর
 জানেন।” অপর, শয়তান কখন ২ মনুষ্যদের মনে
 ধর্ম বিষয়ে সন্দেহ ও নিন্দারূপ চিন্তা জন্মায়। সে
 কখন ২ ভ্রান্তিজনক স্মৃতিবাদ করে, ও কখন ২ শারী-
 রিক সুখাভিলাষের, ও চক্ষুর সুখাভিলাষের, ও ঐহিক
 গন্ধের প্রবলতাতে মন্দভাবে মনুষ্যদিগকে প্রবৃত্তি দেয়।
 এবং শয়তানের প্রবঞ্চনাতে মনুষ্যগণ কোন ২ সময়ে
 মন্দকে ভাল ও ভালকে মন্দ বলে, এবং আলোকে
 অন্ধকার ও অন্ধকারকে আলো, এবং মিষ্টকে তিক্ত
 ও তিক্তকে মিষ্ট জ্ঞান করে।

৩। অথচ, শয়তান পুনঃ ২ স্বর্গীয় দূতের মূর্তি ধরে।
 ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, “শয়তানই তেজস্বি দূতের বেশ-
 ধারী হইলে, তাহার সেবকেরা যদি ধার্মিক সেবকদের
 বেশধারী হয়, এ বড় আশ্চর্য্য নহে।” দেখ, সে দীপ্তি-
 মান্ দূতের ন্যায় হইয়া প্রভুকে ভুলাইতে উদ্যোগ
 করিল। সে প্রভুর শক্তির প্রকাশ দেখিতে চাহিল, ইহা
 শঠতা পূর্ষক দৃঢ়রূপে স্বীকার করিয়া সে যীশুকে কহিল,
 “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে আজ্ঞাদ্বারা এই প্রস্তর
 গুলাকে রুটি কর।” আর সে ভবিষ্যদ্বাক্যের সিদ্ধি
 দেখিতে চাহিল, ইহা প্রবঞ্চনা পূর্ষক প্রকাশ করিয়া সে
 প্রভুকে পরাভব করিতে চেষ্টিত হইল। দেখ, সে যীশুকে
 মন্দিরের এক চূড়ার উপরে রাখিয়া কহিল, “তুমি
 যদি ঈশ্বরের পুত্র বট, তবে ইহার নীচে পড়, কেননা
 এমন লেখা আছে, পাথরের উপরে তোমার পায়ে যেন

আঘাত না লাগে, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা
 করিতে আপন দূতগণকে আজ্ঞা করিবেন।” আর স্মরণ
 করিয়া দেখ, শয়তান ইস্রায়েল লোকদের প্রতিকূলে উঠিয়া
 তাহাদিগকে গণিতে দায়ূদকে প্রবৃত্ত করিল; তা-
 হাতে দায়ূদ ও ইস্রায়েল লোকেরা ভারি বিপদে পড়িল,
 কারণ পরমেশ্বর তাহাদের উপরে মড়ক পাঠাইলেন, ও
 তাহাতে সত্তরি সহস্র জন মরিল। (১ বংশাবলি ২১, ১-
 ১৪)। আর, সে পূর্বকালে সাধু আয়ূবের অপবাদক হইয়া
 ঈশ্বরের সাক্ষাতে কহিল, তুমি যদি হস্ত পুসারিয়া আ-
 যূবের হাড় ও মাংসের হানি কর, তবে সে কি তোমার
 দৃষ্টিতে তোমাকে অস্বীকার করিবে না? পরে সে ঈশ্বরের
 অনুমতি পাইয়া আয়ূবের পরীক্ষা লইতে তাহার
 আপাদমস্তকে মহাজ্বালাকারি ফোড়া জন্মাইল, তা-
 হাতে আয়ূব অতিশয় দুঃখিত হইল। (আয়ূব ২, ৫-৭)
 সুতরাং শয়তান ভ্রাতৃগণের অপবাদক যথার্থরূপে খ্যাত
 হয়। অথচ, কেহ ২ ঈশ্বরের বাক্য শুনিয়া তাহা ভুলিয়া
 যায়, ও তাহাহইতে কোন লাভ পায় না, ইহার কারণ
 কি? প্রভু কহেন, “বাক্য শূনিবামাত্র শয়তান শীঘ্র আ-
 সিয়া তাহাদের মনহইতে উক্ত বাক্য হরণ করিয়া
 লয়।” অথচ, কোন দিনে প্রভু শিমোনকে কহিলেন, “হে
 শিমোন, চালুনীতে যেমন ধান্যকে নাচায়, তদ্রূপ শয়তান
 তোমাকে নাচাইতে চেষ্টা করে।” অতএব শয়তান বিশেষ-
 রূপে খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে জয় করিতে যত্নবান্ হয়,
 শিমোনের প্রতি প্রভুর উক্ত কথাদ্বারা আমরা ইহার
 শিক্ষা পাই। আর দেখ, পৌল পুরিত তিমথির প্রতি

পুথম পত্রে বলেন, “কতক বিধবা এখনি শয়তানের পশ্চাদ্গামিনী হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা ঘরে ২ ভ্রমণ করিয়া অলস হয়; তাহা কেবল নহে, আরো ক্রমে ২ কুগল ও অনধিকার চর্চা করিয়া অনুপযুক্ত কথা কহে।”

৪। শয়তান সমস্তই খ্রীষ্টীয়ান লোকের পরীক্ষা লয়। সে কখন ২ তাহাদিগকে অহঙ্কারী ও লোভী হইতে প্রবৃত্ত করে, ও বার ২ প্রার্থনা সময়ে তাহাদের মনকে কাতর করিয়া পরমেশ্বরের নিকট হইতে তাহাদিগকে দূর করিতে উদ্যোগী হয়। ফলতঃ সর্বস্থানে ও সর্বকালে শয়তানের ফাঁদে আমরা পড়িতে পারি। এবং পথে যাইতে ২ ও ঘরে থাকিতে ২ ও বন্ধুগণের সহিত আলাপ করিতে ২ ও পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে ২ আমরা শয়তানের প্রবঞ্চনাতে বঞ্চিত হইতে পারি। অতএব সর্বদা সর্বত্র সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যিক। মনোযোগ করিয়া দেখ, বঙ্গদেশে শয়তানের সিংহাসন বিশেষরূপে স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিমাপূজা শয়তানের পরম উৎকৃষ্ট কর্ম বটে, এবং দেবপূজকেরা তাহার ইচ্ছানুসারে মোহ জালেতে বদ্ধ হয়। সে তাহাদের অন্তঃকরণেতে কর্তৃত্ব করে, ও তাহারা সম্পূর্ণরূপে তাহার বশীভূত হয়। দেখ, ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, “যাহার আজ্ঞাপালনে আপনাদিগকে সমর্পণ কর তাহারি দাস হও।” তবে দেখ, দেবপূজকেরা শয়তানের আজ্ঞা পালনে আপনাদিগকে সমর্পণ করে, অতএব তাহারা শয়তানের দাস কি না? তাহার দাস বটে। হে প্রিয় পাঠক, যদি তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে পুতুলাপূজাহইতে বিমুখ হইয়া সত্য ঈশ্বরের

সেবাতে আসক্ত হও, তবে দর্প করিও না, বরং নমুতা-
পূর্বক তাঁহার ধন্যবাদ কর। এবং শয়তানহইতে যেন
বঞ্চিত না হও, এই জন্যে প্রার্থনা কর; তাহার কল্পনা
তুমি অজ্ঞাত নহ। যদ্যপি দেবপূজাহইতে পরাজুগ
হও, তথাপি শয়তান তোমাকে মন্দ কর্মে প্রবৃত্তি দিতে
চেষ্টা করিবে। অতএব তাহাকে পরাজয় করিবার
উপায় কি? ইহা বিবেচনা করা অত্যাৱশ্যক।

৫। দেখ মূলবচনে লেখা আছে, “জাগরিত হইয়া
সাবধান থাক।” আর পুতু আপনি শিষ্যগণকে কহিলেন,
“যেন পরীক্ষাতে না পড় এই জন্যে জাগ, এবং প্রার্থনা
কর, আত্মা উদ্যুক্ত বটে কিন্তু শরীর দুর্বল।” যদি কোন
লোক শত্রুর আগমন অপেক্ষা করে, তবে সে কি নিদ্রিত
হইয়া থাকে? অথবা আপনার রক্ষা বিষয়ে অমনো-
যোগী হইয়া কৌতুকে মগ্ন হইয়া রহে? তাহা নয়,
বরং সচেতন হইয়া বৈরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অবশ্য
সত্বর হইয়া থাকে। ইহাতে পুতু কহেন, “কোন ক্ষণে
চোর আসিবে, তাহা যদি গৃহস্বামী জানিতে পারে, তবে সে
অবশ্য জাগরিত থাকিয়া নিজ গৃহে সিঁধ কাটিতে দেয়
না। আর দেখ, জ্ঞানি মনুষ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করণার্থে
সজ্জা গ্রহণ করে; অর্থাৎ খড়্গ, ও ঢাল, ও বড়শা পুত্তি
সঙ্গে লইয়া রণস্থলে যায়। তবে দেখ, খ্রীষ্টীয়ান লোক-
দের কাছে কি অস্ত্রশস্ত্র নাই? তাহাদের নিমিত্তে ইশ্বর
আপনি উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র যোগাইরাছেন বটে। ধর্মপুস্তকে
লিখিত আছে, “যে অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আমরা যুদ্ধ করি
সে সাংসারিক নহে, কিন্তু দুর্গ ভাঙ্গিবার নিমিত্তে ইশ্ব-

রের দ্বারা পুৰল হইতেছে”। খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা শয়তানের সহিত যুদ্ধ করিলে আপনাদের নিজ শক্তিতে জয়ী হইতে পারে না। অতএব পৌল প্রেরিত এই সুশিক্ষা দেন, যথা, “শয়তানের নানাবিধ ঋলতা নিবারণ করিতে পারক হইবার জন্যে ঈশ্বরদত্ত সজ্জাতে সুসজ্জ হও।” যদি বল, ঈশ্বরদত্ত সজ্জা কিরূপ? তবে শুন, আমাদের কৰ্তীবন্ধনী সত্যতা, বুকপাটা পুণ্য, যাহাতে পাপাত্মার অধিবাণ সকল নিবারণ করিতে পারি এমন তালম্বরূপ বিশ্বাস, টুপী পরিত্রাণের প্রত্যাশা, ও ঋড়গ ঈশ্বরের বাক্য। হে প্রিয় লোক, বিচার করিয়া বল, যে জন এই পুকার সজ্জাবিশিষ্ট হয় সে জয়ী হইবে কি না? সে অবশ্যই জয়ী। কিন্তু স্মরণ কর, যদি কেহ নিশ্চিন্ত ও অবিশ্বাসী হইয়া উক্ত সজ্জা না লয়, তবে সে অবশ্যই পরাস্ত হইবে; এই হেতুক তোমরা সৰ্বদা ঈশ্বরদত্ত সজ্জাবিশিষ্ট হও; বিশেষতঃ তাহার বাক্য-রূপ ঋড়গ ধর। তাহাতে পুভু যীশু যেমন সেই ঋড়গ-দ্বারা শয়তানকে জয় করিলেন, তেমনি তোমরাও তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবা। পরমেশ্বর তোমাদের পক্ষে আছেন; ও তিনি সহায় থাকিলে তোমাদের কিছু হানি হইবে না, তাহা মনে স্থির করিয়া সাহসপূৰ্ব্বক যুদ্ধ কর।

৬। অথচ, ধৰ্ম্মশাস্ত্রে লেখা আছে, “শয়তানকে নিবারণ কর, তাহাতে সে তোমাদের নিকট হইতে পলাইবে।” অন্য স্থানে আমরা এই আজ্ঞা পাই, যথা, “শয়তানকে স্থান দিও না।” আর পুভু আপনি

বলেন, “এই জগৎপতি আসিতেছে, কিন্তু আমার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই”। অতএব হে প্রিয়পাত্রেরা, তোমরা শয়তানের সহিত সন্ধি করিও না, এবং যুদ্ধ করণে বিরাম করিও না, বরং ঈশ্বরের পরাক্রম ও সাহায্যেতে ভরসা রাখিয়া ও খ্রীষ্টের ধর্মোস্থির হইয়া যত্নবান হও, এবং এক নিমেষ পর্য্যন্ত উক্ত পুধান শত্রুর কুপরা-মর্শকে মনে স্থান দিও না। দেখ, পুভু যীশু সর্বতোভাবে নিষ্কাপ ছিলেন, এই নিমিত্তে তিনি অনায়াসে শয়তানকে জয় করিলেন। এবং “আমাদের সহিত শয়তানের কোন সম্বন্ধ নাই,” এই কথা যদি আমরা সত্যরূপে কহিতে পারিতাম, তবে নিতান্তই জয়ী হইতাম, আর আমাদের চিন্তা ও কথা ও ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। ফলতঃ পাপের ছায়াহইতে দূরে থাকা এবং মনকে সুনিয়মে রাখা আমাদের কর্তব্য। যাহার মন ভালরূপে শাসিত না হয়, সে সহজে শয়তানের ফাঁদে পড়ে, আর যখন কোন লোকের মন শূন্য হয়, তখন শয়তান তাহাকে পূর্ণ করে। বিশেষতঃ অলস জনকে কুকার্য করাইতে সে সদা উদ্যত হয়। কিন্তু যে কর্তব্য কর্ম সাধনে সতত প্রবৃত্ত থাকে, সে শয়তানের অগ্নিবাণহইতে প্রায় রক্ষিত হয়; অথবা উক্ত বাণ তাহার প্রুতি নিক্ষিপ্ত হইলেও সে অক্লেশে তাহা ভাঙ্গিতে পারে।

৭। আর মনোযোগ কর, শয়তানের শক্তির বিনাশার্থে পুভু যীশু এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। দেখ, সত্তর জন শিষ্য আনন্দেতে তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,

“হে প্রভো আপনকার নামদ্বারা ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়।” তখন তিনি কহিলেন, “স্বর্গহইতে বিদ্যু-
তের ন্যায় শয়তানকে অধঃপতিত হইতে দেখিলাম।”
(লুক ৯. ১৭, ১৮) অর্থাৎ খ্রীষ্টের আগমন হওয়াতে শয়-
তানের বিনাশ হইবে। অতএব যদিও সে কিঞ্চিৎকাল
পর্যন্ত এই জগতে রাজত্ব করে, তথাপি তাহার সর্বনাশ
শীঘ্র ঘটিবে। প্রভু শয়তানকে ধরিয়া শীঘ্র অগাধ কুণ্ডের
মধ্যে ফেলিবেন, ইহা মনে করিয়া ক্লান্ত হইও না।
পৌল প্রেরিত কহেন, “ঈশ্বর তোমাদের পদতলে
শয়তানকে অবিলম্বে দলিত করিবেন।” তিনি আরও
বলেন, “ঈশ্বর তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত পরীক্ষাতে
তোমাদিগকে পড়িতে দিবেন না। অতএব এই প্রতিজ্ঞাতে
বিশ্বাস রাখিয়া আনন্দ কর। আর আমাদের আশ্বাস
জন্মাইবার জন্যে যাকুব এই কথা লিখেন, যথা, “যে জন
পরীক্ষা সহে সে ধন্য, কেননা পরীক্ষিত হইলে পর প্রভু
আপন প্রেমকারিদিগকে যে জীবনরূপ মুকুট দিতে প্রতি-
জ্ঞা করিয়াছেন সে ঐ মুকুট পাইবে।”

৮। আমার শেষ কথা এই, যেমন আমরা শয়তানের
সহিত যুদ্ধ করি, তেমন আমাদের জগন্নিবাসি ভ্রাতৃগণও
তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, ইহা মনে রাখা উচিত।
বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কোন ব্যক্তি একলা হইয়া
হিংসুক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করে, তবে সে কখনও
নিরাশ হইয়া ক্ষান্ত হইতে পারে। কিন্তু বহুজন একত্র
হইয়া যুদ্ধ করিলে প্রত্যেক জন পরের পুরুষার্থ দেখিয়া
সাহসিক হয়। দেখ, খ্রীষ্টীয়ান লোকসমূহ মৈন্য-

স্বরূপ। প্রভু যীশু তাহাদের সেনাপতি, এবং সকলেই শয়তান ও তাহার অসংখ্য দূতগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইহা জানিয়া আইস, আমরা যীশু খ্রীষ্টের উত্তম যোদ্ধার ন্যায় ক্লেশ সহ্য করি। তাহাতে খ্রীষ্টের নিপুণতা ও পরাক্রমদ্বারা আমরা ত্বরায় জয়ধ্বনি পূর্ষক করিব, যে ঈশ্বর প্রভুর দ্বারা আমাদিগকে জয়ী করিয়াছেন, তাঁহার ধন্যবাদ হউক।

৬ উপদেশ।

বিশ্রাম দিনের তাৎপর্য।

সপ্তমদিনে ঈশ্বর আপন কৃত কর্ম সমাপ্ত করিয়া আপন কৃত কার্য্যইহাতে বিশ্রাম করিলেন। এবং এই দিন সমস্ত সৃষ্টি ও কৃত কার্য্যইহাতে বিশ্রামের দিন হওয়াতে ঈশ্বর আশীর্বাদ করিয়া এই সপ্তম দিনকে পবিত্র করিলেন। আদিপুস্তক ২.২.৩.।

পরমেশ্বর ছয় দিবসে আকাশমণ্ডলের ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইলেন। এবং সেই দিবসে সামান্য ব্যবসায় না মানিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে সমস্ত লোককে আজ্ঞা দিলেন, যথা, “ছয় দিন শ্রম করত ব্যবসায়াদি সমস্ত কর্ম কর। কিন্তু সপ্তম দিনে তুমি, কি তোমার পুত্র, কি কন্যা, কি দাস, কি দাসী, কি পশু, কি দ্বারবর্ত্তি বিদেশী, কেহ কোন কার্য্য করিও না।” পরমেশ্বর মনুষ্যদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহার শক্তিতে আমরা জীবিত থাকি, এই নিমিত্তে প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করা আমাদের কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু আহাৰাদি পাইবার জন্যে পৃথিবীস্থ লোকদিগকে অনেক শ্রম করিতে হইবে, ইহা জানিয়া পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম সাধন করণার্থে ছয় দিনকে নিরুপণ করিয়া অনুগ্রহপূৰ্ব্বক সপ্তম দিবসে মনুষ্যগণকে বিশ্রাম করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখ, মনুষ্যেরা সাংসারিক বিষয়ে অতিশয় ব্যস্ত হয়, সুতরাং যদ্যপি ঈশ্বর কোন বিশ্রাম দিবসকে

নিকূপণ না করিতেন, তবে প্রায় সকল লোক আপনাদের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলিয়া যাইত।

১। বিশ্রাম দিন কেন নিকূপিত হইয়াছে, এতদ্বিষয়ে প্রথমে বিবেচনা কর। দেখ, মনুষ্যদিগের মনে জগতের সৃষ্টির স্মরণ রক্ষা করণার্থে সে দিবস পবিত্ররূপে নিকূপিত হইয়াছে। আমরা পরমেশ্বরের সৃষ্টবস্তু, ও তাঁহার অধীন, ও তাঁহার দানে প্রতিপালিত, ও তাঁহার নিকটে আমাদের হিসাব দিতে হইবে, এই ২ বিষয়ে আমরা বিশ্রামদিনে বিশেষরূপে মনে ২ ভাবনা করি। প্রভুর অবতারের পূর্বে ভক্ত লোকেরা সপ্তম দিন, অর্থাৎ শনিবারে বিশ্রাম করিত, যেহেতুক ঈশ্বর সে দিবসে আপন কৃত কর্ম সমাপ্ত করিয়া বিশ্রাম করিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা সপ্তাহের প্রথম দিন, অর্থাৎ রবিবারকে ধর্মজ্ঞানে পালন করে, কারণ সে দিবসে প্রভু যীশু কবরহইতে উঠিয়া তাহাদের পরিজ্ঞানের সিদ্ধি করিলেন। অতএব খ্রীষ্টের পুনরুত্থান অবধি বিশ্রাম দিনের দ্বিগুণ তাৎপর্য হইয়াছে, যথা জগতের সৃষ্টির ও খ্রীষ্টের গৌরবযুক্ত পুনরুত্থানের স্মরণার্থে আমরা সেই দিনকে ধর্মজ্ঞানে মানি। আর মনুষ্যদের পরিজ্ঞান করিবার নিমিত্তে প্রভু যীশু যে সকল কর্ম করিয়াছেন, তাহা আমরা ঐ দিবসে বিশেষরূপে মনে করি। প্রভু কবরহইতে উঠিয়া বার ২ সপ্তাহের প্রথম দিবসে আপনার শিষ্যগণের নিকটে দর্শন দিলেন। যোহন রচিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ের ১৯ পদে উক্ত আছে, “সপ্তাহের প্রথম দিবসে সন্ধ্যার সময়ে শিষ্যগণ একত্র থাকিতে, যীশু

তাহাদিগের মধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের মঙ্গল হউক।” এবং তাঁহার পুনরুত্থান অবধি এখন পর্য্যন্ত প্রায় সকল খ্রীষ্টীয়ান লোক সপ্তম দিবসের পরিবর্তে সপ্তাহের প্রথম দিবসে সভা করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে। পেরিতদিগের ক্রিয়ার বিবরণের ২০ অধ্যায়ের ৭ পদে বলেন, “সপ্তাহের প্রথম দিনে শিষ্যেরা ভোজন করিতে, অর্থাৎ পুতুর ভোজ গ্রহণ করিতে একত্র হইল।” আর করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রতি ১ পত্রের ১৬ অধ্যায়ের, ২ পদে কহেন, “তোমরা পুত্য়ক জন আপন ২ লাভানুসারে ধন সঞ্চয় করিয়া সপ্তাহের প্রথম দিনে আপনাদের নিকটে কিছু ২ রাখ।” আর দেখ, সপ্তাহের প্রথম দিবসে পুতুর পুনরুত্থানের স্মরণার্থে খ্রীষ্টীয়ান লোকেরা উৎসব করিত, এই পুযুক্ত ঐ দিবস পুতুর দিন নামে খ্যাত হয়, যথা যোহন পেরিত বলেন, “পুতুর দিনে আমি আত্মাতে আবিষ্ট ছিলাম,” (প্রকাশিত ভবিষ্যদ্বাক্য ১. ১০।) আর যদ্যপি আমরা সপ্তম দিনে নয়, বরং সপ্তাহের প্রথম দিনে বিশ্রাম করি, তথাপি ঈশ্বরের অভিমতানুসারে আমাদের সময়ের সপ্তম ভাগকে আমরা তাঁহার আরাধনার্থে নিযুক্ত করি।

২। আর বিবেচনা করিয়া বুঝ, পরমেশ্বরের গৌরব যেন প্রকাশ পায় এই অভিপ্রায়ে তিনি বিশ্রামদিনকে স্থাপিত করিলেন। ঐ সময়ে সকল লোক ঈশ্বরের সেবা করণের সুযোগ পায়। এবং যদি তিনি প্রার্থনাদি করিবার জন্যে বিশেষকাল নিরূপিত না করিতেন, তবে এই

বিষয়ে মনুষ্যদের মধ্যে সম্মতি হইত না। ঈশ্বরের উপাসনা করা কৰ্ত্তব্য বটে, যদ্যপি বিশ্বাসিরা ইহা স্বীকার করিত, তথাপি তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক জন আপন ইচ্ছা ও অবকাশ অনুসারে তাহার উপাসনা করিত। ফলতঃ মনুষ্যাগণ সভা করিয়া এক সময়ে তাহার আরাধনা করিত না। কিন্তু এক পবিত্র বিশেষ দিন নিরূপিত হওয়াতে সমস্ত ধার্মিক লোক এক কালে ঈশ্বরের আরাধনা করে, ও ঘোষণাকারিদের মুখহইতে তাহার বাক্য শুনিয়া অনেক উপকার প্রাপ্ত হয়; তাহা কেবল নয়, বরং এই প্রকারে ঈশ্বরের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, ও সমুদয় ভূমণ্ডলস্থ লোকের কাছে তাহার নাম বিখ্যাত হয়, ও ইহাতে পৃথিবীতে সত্য ধর্মের বৃদ্ধি হয়।

৩। অথচ, মনুষ্যদিগের পরম মঙ্গলের নিমিত্তে বিশ্রাম দিন স্থাপিত হইয়াছে। দেখ, ঐ দিনে বিশ্রাম করাতে আমাদের দুর্বল শরীর সবল হয়। মনুষ্যেরা শ্রম করত শীঘ্র ক্লান্ত হয়, এবং যদি তাহারা কোন বিশেষ কালে বিশ্রাম না করে, তবে ত্বরায় কার্য করিতে পারে না। অতএব বিশ্রামবারে সাংসারিক কর্মহইতে নিবৃত্ত হইলে মনুষ্যেরা শারীরিক লাভ পায়। আর বিশেষতঃ ঐ দিবসে বিশ্বাসিদের আত্মা মহাফল প্রাপ্ত হয়। কেননা তাহারা ঐ সময়ে সাংসারিক চিন্তা ছাড়িয়া পারমার্থিক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, ও তাহাতে ঈশ্বরের সহিত তাহাদিগের মানসিক আলাপ হয়। আর তাহারা বিশ্রামবারে ভক্ত লোকদের জন্যে স্বর্গেতে যে বিশ্রাম

থাকে, তাহা মনে করিয়া আনন্দিত হয়। সপ্তাহের ছয় দিনে নানা প্রকার কর্ম প্রযুক্ত ভক্ত লোক স্বর্গীয় বিশ্রাম বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা মাত্র করিতে পারে, কিন্তু প্রভুর দিবসে সে স্বর্গীয় বিশ্রাম বিশেষ-রূপে মনে করিয়া সাহস পায়। “আমি এই জগতে বিদেশী; আমি স্বর্গহইতে দূরে আছি; এবং যাবৎ আমি এই বনরূপ জগতে থাকি, তাবৎ আমাকে নানা-বিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, ইহা আমি জানি, কিন্তু পৃথিবীহইতে গেলে আমি শীঘ্র স্বর্গেতে বিশ্রাম পাইব, ও যে স্থানে দুষ্কগণ ক্লেশ দেয় না, ও শ্রান্তেরা বিশ্রাম পায়, সে স্থানে আমি ত্বরায় পৌছিব,” প্রত্যেক সাধু লোক বিশ্রামবারে এই আশ্বাসদায়ক বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়।

৪। বিশ্রাম দিনে কোন সামান্য কর্ম করিতে ঈশ্বর আমাদিগকে বারণ করিয়াছেন, যথা, “সপ্তম দিবসে তুমি কোন প্রকার কর্ম করিবা না। যেহেতুক পরম প্রভু ছয় দিবসের মধ্যে স্বর্গ ও সমুদ্র ও তাহাদের মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিলেন।” যাহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টীয়ান লোক বলে, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ ঐ দিবসে বাজারে গিয়া কোন ২ দ্রব্য কিনে, ও ঘরে আইলে প্রায় সমস্ত দিনে রন্ধন করিয়া আহার করে, ও তামাকু আদি খায়, আর কিছু করে না। যাহারা এইরূপ কুব্যবহার করে, তাহারা ঈশ্বরের উক্ত আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী বটে। কোন ২ মহাজন ঐ দিবসে আপনার খাতা দেখিয়া লাভালাভের বিষয়ে

চিন্তা করে। আর ২ লোক আপন ২ বন্ধুগণকে কোন সমাচার দিবার জন্যে পত্র লিখে। কেহ ২ মিত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐহিক বিষয়ে গল্প করে। আর ২ জন কৌতুক দেখিবার জন্যে ঐ দিবসে গাড়ীতে চড়িয়া সাপ্‌সারিক সুখস্থানে যায়। এই ২ সকল লোক বিশ্রাম-বারকে অশুচি করাতে ঈশ্বরের ক্রোধ জন্মায়। আর দেখ, বিশ্রামবারে সাপ্‌সারিক চিন্তাও করা অনুপযুক্ত। আমি কি প্রকারে ধন পাইব? আমি কালি কোন কার্য পাইবার জন্যে অমুক স্থানে যাইব ইত্যাদি, যে জন বিশ্রামবারে এই সকল বিষয়ে ব্যস্ত হয়, সে নিষিদ্ধ ব্যবহার করে, আর যে কেহ ঐ দিনে কোন সাপ্‌সারিক বিষয়ক ইতিহাস পড়ে, বা সামান্য কথোপকথন করে, সেও ধর্মজ্ঞানে বিশ্রামবারকে মানে না।

৫। প্রভুর দিনে যে ২ সৎকর্ম করা কর্তব্য তাহার সংক্ষেপে বিবরণ লিখি, মন দিয়া শুন। প্রথমে ঈশ্বরের প্রতি প্রচুর প্রার্থনা করিতে হয়। প্রতিদিনই প্রার্থনা করা আবশ্যিক বটে, কিন্তু প্রভুর দিনে প্রচুর প্রার্থনা করা বিশেষরূপে উপযুক্ত। ঈশ্বরের আজ্ঞানুযায়ি প্রত্যেক লোক ঐ দিনে নির্জন স্থানে তাঁহার সাক্ষাতে প্রার্থনা করে। দেখ ধর্মপুস্তকে বলেন, “প্রার্থনার অবকাশ চেষ্টা করিয়া ধন্যবাদ করত তাহাতে নিত্য ২ প্রবৃত্ত হও।” আর ধার্মিক মনুষ্য বিশ্রামবারে আপনার ও আপনার পরিবারের নিমিত্তে, বিশেষতঃ আপন ধর্মোপদেশকের জন্যে ঈশ্বরের স্থানে বিনতি করে। পৌল প্রেরিত খ্রীষ্টীয়ান লোকদিগকে বিনয় পূর্বক বলেন, “হে ভ্রাত-

গণ, আমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা কর।” তিনি অন্য সময়ে কহেন, “ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের মধ্যে যেরূপ চলিতেছে, এমনি অবাধিত রূপে যেন সর্বত্র চলিত ও মান্য হয় এই প্রার্থনা কর।” তিনি আরো বলেন, “তোমাদের প্রার্থনাদ্বারা এই সকল বিপদহইতে আমার উদ্ধার হইবে ইহা আমি জানি।” অতএব, হে প্রিয় পাঠকবর্গ, ধর্মোপদেশকেরা যেন উপযুক্তরূপে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করিতে পারেন, এই জন্যে বিশুষ্কামদিনে গোপনে তাঁহার প্রতি প্রার্থনা কর।

৬। প্রভুর দিবসে আর একটা কর্তব্য কর্ম এই, আত্ম-পরীক্ষা করা, ও আত্মার ও ধর্মের বিষয়ে ধ্যান করা। সপ্তাহের ছয় দিনে আমরা ব্যস্ত হইয়া থাকি, এই জন্যে আমাদের ধর্ম বিষয়ে বিবেচনা করিবার অত্যল্পমাত্র অবকাশ থাকে। কিন্তু আত্মপরীক্ষা করা, ও ধর্মের বিষয়ে ধ্যান করা অত্যাবশ্যক। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত আজ্ঞা শুন, “আপনারা বিশ্বাসী আছ কি না, এতদ্বিষয়ে তোমরা আপনাদের পরীক্ষা কর।” আরো লেখা আছে, “পরমেশ্বরের কথা এই, তোমরা আপনাদের আচরণের বিষয়ে বিবেচনা কর।” আর মলিমান রাজা কহেন, “আপনার হৃদয়কে রক্ষিত করিও, যে হেতুক সে জীবনের উৎপত্তি স্থল বটে।” যে ব্যক্তি আত্মপরীক্ষা করে, এবং আপন বাক্য ও ক্রিয়ার বিষয়ে ভাবিত হয়, সেই আপনার হৃদয়কে রক্ষা করে। “আমি কি ঈশ্বরের অভিমতানুসারে প্রতিদিন সদাচরণ করিয়া থাকি? আমি কি উত্তরোত্তর পুণ্যবান হইয়া থাকি? আমার মনে কি

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম অনবরত বৃদ্ধি পাইতেছে? আমি কি উপযুক্তরূপে ভ্রাতৃস্নেহ করিয়া থাকি? আমি কি এই দেশে খ্রীষ্টের রাজ্যস্থাপনের জন্যে উৎসাহশীল হইয়া থাকি? আমি কি ঈশ্বরের দৃষ্টিগোচরে দাঁড়াইবার জন্যে আপনাকে প্রস্তুত করিয়া থাকি? আমি কি ন্যায়পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বনে দেবপূজকদিগের সাক্ষাতে চলিতেছি? এবং দেহ ছাড়িয়া খ্রীষ্টের সহিত সহবাস করিতে আমার বাঞ্ছা আছে কি না?” হে প্রিয় পাঠকেরা, যে কেহ প্রভুর দিবসে এই ২ মতে গুপ্তভাবে আপনার পরীক্ষা লয় তাহার দৃঢ় ভক্তি হইবে।

৭। অথচ, ঐ দিবসে ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে হয়। ঈশ্বরের বাক্য অতি মনোযোগ পূর্ব্বক অভ্যাস করা নিতান্ত উচিত, কেননা যে কেহ তদ্বিষয় জ্ঞাত নয়, সে পরিত্রাণের উপায় ও ধর্ম্মের ব্যবস্থা না জানিয়া কেবল বিপথগামী হয়। প্রভুর আজ্ঞা এই, “তোমরা ধর্ম্মপুস্তকের কথা আলোচনা কর”। এবং পৌল প্রেরিত তিমথির প্রতি দ্বিতীয় পত্রে বলেন, “ঈশ্বরের সেবক যেন সিদ্ধ হয়, ও তাবৎ উত্তম কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত, এবং সে শাস্ত্র উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্ম্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়।” আর ১ গীতের ২ পদে উক্ত আছে, “যে জন পরমেশ্বরের শাস্ত্রেতে সমৃদ্ধ থাকে, এবং দিব্যরাত্রি ঐ শাস্ত্র ধ্যান করে, সে ধন্য।” এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেহ ২ ঈশ্বরের বাক্য না জানিয়া বিপথে চলাতে তাহার অপমান করে ইহা আশ্চর্য্য নয়,

কেননা প্রভু যীশু সিদুকীদিগকে কহিলেন, “তোমরা ধর্মপুস্তক না বুঝিয়া ভ্রান্ত হইতেছ।” অতএব হে প্রিয় পাত্রেয়া, প্রভুর দিনে ধর্মশিক্ষা পাইবার জন্যে, ও সুপথে চলিবার উপায় জানিতে ঈশ্বরের বাক্যে মনোযোগ কর।

৮। অধিকন্তু, প্রভুর দিবসে প্রকাশরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করিবার জন্যে ভজনালয়ে একত্র হওয়া খ্রীষ্টীয়ান লোকদের নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্যদের সৃষ্টিকাল অবধি এখন পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের সেবকেরা তাঁহার উপাসনা করিতে নিরুপিত সময়ে সভা করিয়া থাকে। অথচ, প্রভু যীশু আপনি এতদ্বিষয়ে আমাদিগকে একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, যথা, লুক রচিত সুসমাচারে বলেন, “তিনি (অর্থাৎ খ্রীষ্ট) বিশুামবারে আপন ব্যবহারানুসারে ভজনালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পাঠ করিতে দাঁড়াইলেন।” আর, ইহার বিষয়ে পৌল পেরিণ্তের বাক্য শুন, “কতক লোকের ন্যায়, সভা করণ ত্যাগ করিও না।” এবং প্রভু খ্রীষ্টের প্রতিজ্ঞা এই, “যে স্থানে দুই তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেই স্থানে আমি তাহাদের মধ্যে থাকি।” আর তাঁহার অন্য অঙ্গীকারও শুন, “পৃথিবীতে তোমাদের মধ্যে যদি দুই জন একপরামর্শ হইয়া কিছু প্রার্থনা করে, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতাহইতে তাহা পাওয়া যাইবে।” দেখ, যাঁহার নিমিত্তে আমরা সৃষ্ট হইয়াছি এমন পিতাম্বরূপ আমাদের কেবল এক ঈশ্বর আছেন; এবং আপন বহুমূল্য রক্ত ব্যয় করাতে আমাদিগকে মুক্ত করেন যে যীশু খ্রীষ্ট,

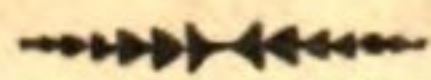
তিনি আমাদের এক প্রভু আছেন; অতএব ইশ্বরের ধন্য-
 বাদ করিতে ও খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের স্বীকার করিতে
 আমাদের একত্র হওয়া উচিত বটে। খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃ-
 গণ সভাস্থ হইয়া প্রার্থনা করিলে পরম্বরের আশ্বাস ও
 ভরসা জন্মে। ইহার দৃষ্টান্ত কথা শুন, একখানি জ্বলন্ত
 অঙ্গার যদি অন্য জ্বলন্ত অঙ্গারহইতে ভিন্ন হইয়া
 পড়িয়া থাকে, তবে তাহা ত্বরায় শীতল হয়; কিন্তু অনেক
 তপ্ত অঙ্গার একত্র থাকাতে প্রত্যেক অঙ্গার পরম্বরের
 উত্তাপের দ্বারা উষ্ণ থাকে, তদ্রূপে প্রার্থনাদি করিবার
 জন্যে লোকসমূহ এক স্থানে মিলিত হইলে পরম্বর পার-
 মার্থিকভাবে উত্তাপ দেওয়া লওয়া যায়। আর, সভাস্থ
 হইয়া বারং ভ্রাতৃগণকে ইশ্বরের আরাধনা করিতে
 দেখিলে আমাদেরও অন্তরে প্রার্থনাদি করিবার প্রবৃত্তি
 জন্মে। অথচ, আমরা ভজনালয়ে খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনি,
 ও সেখানে ধর্মোপদেশকেরা ইশ্বরের বাক্যের অর্থ করি-
 য়া সাধারণ লোককে বুঝাইয়া দেন, তাহাতেই সকলের
 ধর্মবিদ্যার বৃদ্ধি হয়। ফলতঃ যে জন মনোযোগ ও
 নম্রতা ও সরলতাপূর্বক ইশ্বরের গৃহে প্রবেশ করে, সে
 তাঁহার সাক্ষাতে গ্রাহ্য সেবক হইয়া অবশ্যই আশীর্বাদ
 পায়। খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কোন ২ জন প্রায়
 কখন ইশ্বরের গৃহে যায় না। এমত লোক ছল করিয়া
 বলে, আমার কএক সন্তান আছে, তন্নিমিত্তে যাইতে
 পারি না। কেহ ২ কহে, আমার ভাল কাপড় নাই,
 তবে কেমন করিয়া যাইব? অন্যান্য লোক বলে, আমি
 গেলে কে ঘর রক্ষা করিবে? আর ২ মানুষ বলে, আমার

ঘর দূরে আছে, আমি কিরূপে হাঁটিয়া যাইব। অন্যান্য মনুষ্য কহে, আমি নিজ বাটীতেই ঈশ্বরের সেবা করিতে পারি, তবে কেন উপদেশকের কাছে যাইব। হে বিবেচক পাঠকেরা, এই ২ রূপ ছল কেমন অনর্থক! মনোযোগ করিয়া বুঝ, যাহারা ঈশ্বরের গৃহে যাওনের বিষয়ে এই ২ ছল করিয়া থাকে, তাহারা যদি সেখানে গিয়া কোন সাংসারিক লাভ পাইতে পারিত, তবে শীঘ্র দৌড়িয়া যাইত। হায় ২ এমন ব্যক্তি কি জন্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ক্ষুদ্রজ্ঞান করে? হে ভ্রাতৃগণ এমন অজ্ঞান লোকদের পশ্চাদ্গামী না হইয়া ভক্তনালয়কে প্রিয় জ্ঞান কর। প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের সেবা করিতে ভাল বাসে। ইহাতে সাধু দায়ূদ রাজার কথা শুন, “হে পরমেশ্বর, তোমার বাসস্থান কেমন প্রিয়! আমার মন পরমেশ্বরের মন্দিরে লালসা করিয়া মোহিত হয়, এবং মন ও শরীর ঈশ্বরের নিমিত্তে সর্বদা হাহাকার করে।” তিনি ১২২ গীতে বলেন, “আইস, আমরা পরমেশ্বরের মন্দিরে যাই, লোকেরা আমাদের এ কথা কহিলে আমি আনন্দিত হইলাম।” তিনি আরও কহেন, “অন্য সহস্র দিন অপেক্ষা ঈশ্বরের মন্দিরে এক দিনও ভাল।” তিনি ৬৩ গীতে বলেন, “মন্দিরে তোমার যে রূপ দর্শন করিয়াছি, তদ্রূপে শুষ্ক ও নির্জল ভূমিতে তোমার মহিমা দেখিতে আমার মন আকাঙ্ক্ষী আছে।” এই প্রকার বাক্য প্রত্যেক বিশ্বাসি লোক কহে, ও যাহার এমন ইচ্ছা হয়, সে কোন আপত্তি না করিয়া ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যোগী হয়।

হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা কি ঈশ্বরের অভিমতা-

নুসারে বিশ্রাম দিবসকে পবিত্ররূপে মানিয়া থাক? যদি তোমরা ঐ দিনকে সামান্য দিন জ্ঞান করিয়া তাহাতে সাধারণ ব্যবসায়াদি কর্ম কর, তবে কেবল তোমাদের পারমার্থিক ও শারীরিক ক্ষতি হইবে এমত নয়, বরং তোমরা অপরাধী হইয়া অবশ্যই শেষে উপযুক্ত শাস্তি পাইবা। কিন্তু যে জন ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিয়া বিশ্রামবারকে পবিত্র দিবস জ্ঞান করে, সে ভক্ত বটে। যিশয়িয় ভবিষ্যদ্বাক্যের ৫৬ অধ্যায়ের ২ পদে উক্ত আছে, “যে মনুষ্য বিশ্রামবারকে মানিয়া তাহাকে অশুচি না করে, সে ধন্য।” এবং ৫৮ অধ্যায়ের ১৩ পদে কথিত আছে, “যদি বিশ্রামবারে কর্মহইতে নিবৃত্ত হও, ও আমার পবিত্র দিনে আপনাদের সুখাভিলাষ না কর, এবং বিশ্রামবারকে আদরণীয় ও পবিত্র দিন বলিয়া আপন পথে গমন, ও আপন সুখাভিলাষের চেষ্টা, ও বৃথা গল্প, এ সকল কর্ম না করিয়া যদি তাহাকে মান, তবে তোমরা পরমেশ্বরেতে সন্তুষ্ট হইবা।” সেই দিনকে ধর্মজ্ঞানে মানিলে মহাফল হয়, ইহা জানিয়া আইস আমরা ঐ দিবসে প্রচুররূপে প্রার্থনা করি, ও ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাদের পরীক্ষা করি, ও আত্মার বিষয়ে ভাবনা করি, ও ধর্মপুস্তক পাঠ করি, ও ভজনালয়ে আদরপূর্ব্বক যাইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করি, ইহাতে আমরা তাহাকে ভুঁই করিব, ও আমাদের বড় উপকার হইবে। আর ইহকাল ছাড়িয়া পরকালে খ্রীষ্টের দ্বারা পাপমোচন পাইয়া, সাধু লোকের জন্যে যে স্বর্গীয় বিশ্রাম থাকে, তাহা আমরা প্রাপ্ত হইব।

গীত ।



প্রভুর বিশ্রামদিন করিয়া পালন
স্থখে মগ্ন হও আমার মন ।

- ১ যীশু খ্রীষ্টের এই মহাদিন ইতে হও ঐহিক কার্যহীন
পাল মন এই দিন নাহি করিও হেলন ।
- ২ সচৈতন্য হয় আমার মন হৃষ্টচিত্তে কর রে ভজন
স্তব স্তুতি তাঁহার প্রতি কর সদা সর্বক্ষণ ।
- ৩ বিশ্রামদিন মহাপবিত্র গাও খ্রীষ্টের গুণ চরিত্র
তাহে মন হও নিপুণ নাহি ভুলিও কখন ।
- ৪ অন্য় অন্য় অনীতি কার্য সে সকল করিয়া ত্যজ
যীশুর মরণ অমূল্য ধন তাহে কর রে যতন ।

৭ উপদেশ।

জিহ্বার দমনের উপায়।

যদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ আপনাকে ধার্মিক করিয়া মানে, এবং আপন জিহ্বাকে শাসন না করিয়া অন্তঃকরণকে বঞ্চনা করে, তবে তাহার সে ধর্মই বৃথা হয়। যাকুবের পত্র ১. ২৬।

পুত্ৰ যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসকারি পুত্ৰ্যক ব্যক্তি সৎকর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। খ্রীষ্টীয়ান লোকের পুত্ৰ্যে যে বিশ্বাস তাহা সৎকর্মের মূল কারণ। আমরা বিশ্বাস মাত্রতেই পরিত্রাণ পাই বটে, কিন্তু বিশ্বাসহইতে সৎকর্ম প্রবৃত্তি জন্মে। যাকুবের পত্রের ২ অধ্যায়ের ২৬ পদে উক্ত আছে, “আত্মা ব্যতিরেকে যেমন শরীর মৃত, তেমনি কর্ম ব্যতিরেকে পুত্ৰ্যও মৃত হয়।” যাদৃশ উত্তম বৃক্ষে উত্তম ফল হয়, তাদৃশ বিশ্বাসহইতে সদ্যবহার জন্মে। এইহেতুক যীশু কহেন, “যাহারা আমাকে পুত্ৰ্য করিয়া বলে, তাহারা সকলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছাক্রিয়া করে, সেই পাইবে।” হে পাঠকেরা,

বোধ করি, যাহারা সংক্রিয়াতে উদ্যোগী হয়, তোমাদিগের মধ্যে এমন কোন ২ লোক আছে। অতএব জিহ্বার দমন বিষয়ে আমার উপদেশ বাক্যে মনোযোগ কর।

১। জিহ্বার শাসন করা অন্য কর্তব্য কর্ম অপেক্ষা দুষ্কর, এই নিমিত্তে যাকুবের পত্রের ৩ অধ্যায়ের ২ পদে কহেন, “যদি কাহারও বাক্যেতে কোন ত্রুটি না হয়, তবে সে সিদ্ধ পুরুষ হইয়া সকল অঙ্গকে বশে রাখিতে পারে।” আর যে কেহ জিহ্বাকে দমন না করে, তাহার ভক্তি নাই, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মূলবচনেতে লেখা আছে। অথচ, প্রভু যীশু আপনি বলেন, “তুমি আপনার কথা দ্বারা নির্দোষ কিম্বা সদোষ গণিত হইবা।” বিবেচনা কর, জিহ্বাকে শাসন করণের অনেক প্রয়োজন আছে। দেখ, যাকুব আরও কহেন, “জিহ্বা অগ্নিস্বরূপ, ও সে অতি ক্ষুদ্রাঙ্গ বটে, কিন্তু অতি গুরুতর কথা কহে। জন্তু সকলেই মনুষ্যের বশীভূত আছে, কিন্তু মৃত্যুজনক গরলেতে পরিপূর্ণ যে দুষ্কৃত অদম্য জিহ্বা তাহাকে কোন কেহ বশীভূত করিতে পারে না।” যে জন জিহ্বাকে শাসন না করে তাহার জিহ্বা আগুনের ন্যায়, এবং পাগলের হাতের ঞড়গস্বরূপ। দেখ, যেমন অগ্নিতে অনেক বহুমূল্য বস্তু দগ্ধ হয়, তেমন অবাধ্য জিহ্বাতে প্রেম ও আনন্দ প্রভৃতি নষ্ট হয়। এবং যেমন পাগলের হাতের ঞড়গদ্বারা কেহ ২ ঞগু ২ হইতে পারে, তেমন অবশ জিহ্বাতে ঐক্য ও মিত্রতা ইত্যাদি ভগ্ন হয়। সলিমান রাজা কহেন, “যে কর্ণেজপ হয় সে সুহৃদ্ভেদ জন্মায়, আর কর্ণেজপ না থাকিলে বিরোধের শেষ হয়।”

২। অথ, দুই লোকদের মুখ পুনঃ অভিশাপে ও কটুবাক্যে পরিপূর্ণ হয়। “আমরা আপন জিহ্বাদ্বারা জয় করিব; আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই আছে; আমাদের উপরে কৰ্ত্তা কে? এই কথা দুইয়েরা কহে।” আমরা যেন তাঁহার প্রশংসা প্রকাশ করিতে পারি, ইশ্বর এই আশয়ে আমাদেরকে যে জিহ্বা দিয়াছেন, তাহাদ্বারা-তেই অনেক লোক তাঁহার নাম মিথ্যা উল্লেখ করে। যে জন আপন জিহ্বাকে দমন করে, সে এমন ব্যবহার না করিয়া বরং তাহাতে ইশ্বরের গুণানুবাদ করে। “আমার জিহ্বা প্রতিদিন ইশ্বরের ধর্ম প্রকাশ করিবে, আমার মুখ প্রতিদিন তাঁহার কৃত পরিত্রাণের বর্ণনা করিবে, গান করণের সময়ে আমার ওষ্ঠাধর উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিবে,” যে জন জিহ্বাকে শাসন করে, সে ঐ বাক্য বলিয়া থাকে।

৩। আর দেখ, স্বভাবতঃ সকল দেশীয় লোক, বিশেষতঃ বাঙ্গালী লোক মিথ্যাবাদী হয়। সাম্প্রদায়িক লাভ পাইবার জন্যে, কিম্বা দোষ লুকাইবার জন্যে, অথবা কোন মানুষকে ভুলাইবার নিমিত্তে, কিম্বা পরের অপকার করিবার জন্যে এই দেশে অসংখ্য ব্যক্তি মিথ্যাকথা কহে। এবং খ্রীষ্টীয়ান লোকদেরই মধ্যে যাহারা সৰ্বদা সৰ্বত্র কেবল সত্যবাক্য বলে, তাহারা অত্যন্ত। কখনো লোভি মহাজন অধিক লাভ পাইবার জন্যে মন্দবস্তুকে উত্তম বলিয়া থাকে। আর সামগ্রী ভাল নয় ২ ক্রেতার ক্রয়কালে বলে বটে, কিন্তু তাহারা ঘরে গেলে পর, তাহা অতি অল্পমূল্যে পাইয়াছি বলিয়া দর্প করে। কেহ ২ বন্ধুগণকে স্তব

স্তুতি করত মিথ্যা কথা কহে। এবং কেহ ২ ছলপূরক দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া আপন ২ ধর্মের বিষয়ে মনুষ্যদিগকে ভুলায়। এই সকল লোক মিথ্যাবাদী হওয়াতে অবশ্যই দণ্ড ভোগ করিবে। মিথ্যাকথা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণিত হয়, অতএব সমস্ত মিথ্যাবাদী অগ্নিতে প্রজ্বলিত হুদে নিষ্কিপ্ত হইবে। “মিথ্যাকথা ছাড়িয়া তোমরা প্রত্যেকে প্রতিবাসির সহিত সত্য আলাপ কর;” আর “তোমরা একজন অন্যের প্রতি মিথ্যাবাক্য কহিও না; তোমরা সর্বপ্রকার ছল ও কাপট্য ও কদালাপ-হইতে ক্ষান্ত হও।” যে জন এই ২ ধর্মশাস্ত্রোক্ত বিধি মানিয়া জিহ্বাকে বশ করে, সে কোন কারণেই মিথ্যা কথা বলে না।

৪। অথচ, দুষ্কেরা বিরোধী হইয়া বার ২ নির্দয়রূপে কটুবাক্য কহে। এই দেশীয় লোকেরা পরস্পর গালাগালি দিয়া যে কটু বাক্য বলে, তাহা অবজ্ঞা বটে। বিশেষতঃ কুন্দলিয়া স্ত্রীলোকেরা পরস্পর অবাচ্য ও ঘৃণাজনক কথা বলে। “তাহাদের ওষ্ঠহইতে কালসর্পের বিষ ক্ষরে, ও তাহাদের জিহ্বা শানিত খড়্গের ন্যায়।” হায় ২ এমন কটুবাক্যহইতে যত দুঃখ ও হিংসা জন্মে, তাহা কে বলিতে পারে? সলিমান রাজা বলেন, “যেমন কাঠেতে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তেমনি কুন্দলিয়া লোক উপস্থিত হইলেই বিরোধের বৃদ্ধি হয়। বর্ষাকালীন অনবরত যে বৃষ্টি পড়ন, এবং নিত্য ২ কলহকারিণী যে স্ত্রী, এই উভয়েই লোকের সমান ক্লেশদায়ক হয়।” কোন ২ ব্যক্তি বিরোধহইতে প্রায় কখন নিবৃত্ত হয় না, এবং

তাহাদের অবাধ্য জিহ্বা কখন স্থির থাকে না। হে প্রিয় পাঠকেরা, যদি তোমরা বিরোধ নিবারণ করিতে চাহ, তবে জিহ্বাকে দমন করিতে যত্নবান হও। হে স্ত্রীলোকেরা, শাস্ত্রীয় হিতোপদেশ বাক্য শুন, “গুণবতী নারী আপন মুখ প্রসারিলে কেবল জ্ঞানের কথা বলে, এবং সে সর্বদাই পরের হিতবাক্য कहিয়া থাকে।” “ধীরে ২ প্রত্যুত্তর করিলে কুপিত ব্যক্তির কোপ নিবৃতি পায়, কিন্তু কর্কশ কথা कहিলে তাহার আরও ক্রোধ জন্মে,” ইহা নিশ্চয় জানিয়া, হে খ্রীষ্টীয়ান লোক সকল, “যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্বাদ কর,” এবং কটুবাক্য কহন, ও নিন্দাইতে ক্ষান্ত হইয়া থাক।

৫। আর বিবেচনা কর, অনেক ব্যক্তি কুৎসিত কথা বলে, ও উন্নতের ন্যায় অনর্থক বাক্য ও অনুচিত হাস্য পরিহাসাদি করে, কিন্তু যে জন জিহ্বাকে দমন করে, সে এমনত কুব্যবহার করে না। ইহাতে প্রভুর বাক্য শুন, “মনুষ্যেরা যত আলস্যবচন কহে, তাহার উত্তর বিচার দিবসে তাহাদিগকে দিতে হইবে।” সলিমান রাজাও কহেন, “অনেক বচনে পাপের অভাব নাই।” কেহ ২ অনিয়মে যাহা মনে পড়ে তাহাই কহাতে ঈশ্বরকে অতুষ্ট করে, এবং পুনঃ ২ প্রতিবাসিদিগের হানি জন্মায়। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, “অনেক কথনেতে অজ্ঞানের বাক্য জানা যায়,” ও জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অনেক বাক্য বলে না। কোন ২ ব্যক্তি সঙ্গিগণের তুষ্টি জন্মাইবার জন্যে ব্যঙ্গ করাতে বার ২ তাহাদিগকে মন্দ কথ্যে প্রবৃতি

দেয়। শ্লেষ করা অপেক্ষা নিতান্ত চুপ করাই ভাল, ও নিতান্ত চুপ করিয়া থাকা বারং আমাদের জ্ঞান-সূচক ক্রিয়া, এবং যে জন আপনার মুখ চাপিয়া রাখে সে সুবুদ্ধি বটে। চুপ করা ও কথা কহার কাল আছে, ইহা যে ভুলিয়া যায় সে আপনার অল্প-বুদ্ধিমান প্রকাশ করে। অনেক গল্প করাতে পরের সন্তোষ হয়, বাচাল ব্যক্তি এমন অনুমান করে বটে, কিন্তু উপযুক্ত ও হিতজনক অল্প বাক্যেতে ভদ্র মনুষ্যের আহ্লাদ জন্মে। সুতরাং হে প্রিয় লোকেরা, শুবনে উদ-যুক্ত হও, ও কখনে ধীর হও, ও জিহ্বাকে দমন করিয়া বলভাষী হইও না, বরং শ্রোতৃগণের ধর্মের বুদ্ধিজনক সদালাপ কর।

৬। অথচ মনোযোগ কর, যে জন কর্ণেজপ হয়, তাহারও জিহ্বা অবশ্য। সকল মনুষ্য কর্ণেজপকে অবহেলা করে। হায় ২ এই দেশেতে বিস্তর কর্ণেজপ আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এমনত অপকারকেরা প্রুতি-বাসিগণের মধ্যে বিবাদ জন্মায়। এবং তাহারা গুপ্ত কথা প্রকাশ করাতে অন্য লোকের অধিক ক্রোধ জন্মায়। ১৫ গীতের ৩ পদে উক্ত আছে, যে জন জিহ্বাতে কাহারও গ্লানি করে না, ও প্রুতিবাসির অপ-বাদ করে না, সে কদাচ বিচলিত হইবে না। যে কর্ণেজপ হয়, সে অবশ্যই গ্লানিকারী। এবং দায়ূদ রাজা কর্ণেজপের ব্যবহারকে অতিঘৃণা করিয়া বলেন, “যে জন গোপনে নিজ প্রুতিবাসির গ্লানি করে, আমি তাহাকে উচ্ছিন্ন করিব।” কখন ২ কোন ২ অধম

ব্যক্তি পরের বিষয়ে গ্লানি শুনিতে ভাল বাসে, তাহাতেই উক্ত অপবাদকেরা সাহস পায়। অতএব হে খ্রীষ্টাশ্রিত লোকসমূহ, পরের কলঙ্ক করিও না, তাহা কেবল নয়, বরং কখন নিন্দকের বাক্য শুনিও না। পৌল প্রেরিত ঈশ্বরদ্বৈতের দলে কর্ণেজপ ও অপবাদিকে গণনা করেন, অতএব হে ভ্রাতৃগণ, এই বিষয়ে সাবধান হও; আর পরের কার্য্যেতে হাত দিও না, এবং পরস্পরকে দোষাদোষী করিও না।

৭। দুই লোকদিগের মধ্যে কেহ ২ নির্লজ্জ হইয়া দুর্জাক্য বলে, ও মন্দ গীত গান করে, বিশেষতঃ হিন্দু লোকেরা দেবতার উৎসবের কালে বার ২ কুকথা বলে, ও অশুভ্য গীত গায়। দেবপূজকদের গলার নলি খোলা কবর স্বরূপ, অর্থাৎ যেমন ঐ কবরহইতে অতি দুর্গন্ধ নির্গত হয়, তেমনি তাহাদিগের মুখহইতে কুবাক্য শুনা যায়। যাহাদের মনে মন্দ চিন্তা থাকে, তাহাদের মুখে মন্দ কথা জন্মে। দেখা প্রভু কহেন, মন্দ মনুষ্য অন্তঃকরণরূপ মন্দ ভাণ্ডারহইতে মন্দ বিষয় বাহির করে, যেহেতুক অন্তঃকরণের ভাবানুসারে মুখহইতে বাক্য নির্গত হয়। সুতরাং, যদি কোন দেবপূজক দুর্জাক্য বলে, তবে তাহাতে কাহারো আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় না, কিন্তু কোন খ্রীষ্টীয়ান লোক অবাচ্য কথা কহিলে সকলেরই চমৎকার বোধ হয় বটে। যাহাদিগের অন্তঃকরণ সদাশ্রুতকর্তৃক পরিষ্কৃত হয়, তাহার। কিমতে দুর্জাক্য কহিতে পারে? এক জিহ্বাতে আমরা কি পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং তাঁহার মূর্ত্তিস্বরূপ সৃষ্ট মনুষ্য-

কে শাপ দি? আমাদের এক মুখাইতে কি আশীষাদ ও শাপ দুই নির্গত হয়? এমন ব্যবহার নিতান্ত অনুচিত বটে। বিবেচনা করিয়া বুল, উনুই এক ছিদ্র দিয়া মিষ্ট ও তিক্ত দুই প্রকার জল নির্গত করে না। আর খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্য দুর্মুখতা ও কুৎসিত আলাপ ছাড়িয়া কেবল সুবাক্য কহে, এবং কখন অশ্রাব্য গীত গায় না। এই বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত উপদেশ শুন, “গীত ও ধন্যবাদগান ও পারমার্থিক কীর্তনে পরস্পর আলাপ করিয়া প্রভুর উদ্দেশে মনের সহিত সুস্বরে গান কর। এবং পারমার্থিক সংকীৰ্ত্তনদ্বারা পরস্পর সমুদায় জ্ঞানের উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া মনের কৃতজ্ঞতাতে প্রভুর উদ্দেশে গান কর।” বিচার করিয়া দেখ, যে জিহ্বাতে আমরা ঈশ্বরের স্তুব করি, তাহাতেই কি প্রকারে অশ্রাব্য গীত গাইতে পারি? হে প্রিয় পাঠকেরা, পথে যাইতে ২ কিম্বা ঘরে বসিতে ২ কাহারো সন্তোষ করিবার জন্যে, কিম্বা অন্য কোন কারণে কুবাক্য কহিও না, এবং মন্দ গীত গাইও না।

৮। শেষে, এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কোন ২ লোক অবিবেচক হইয়া ধর্মোপদেশকহইতে কার্য ও টাকা পাইতে অপেক্ষা করে, ও তাহা পাইবার জন্যে বার ২ তাহাকে নিবেদন করে, এবং তাহা না পাইলে বিরক্ত হইয়া উপদেশকের অপবাদ করে। হে পাঠকেরা, বিবেচনা করিয়া বুল, ধর্মোপদেশকেরা কি রূপে সমস্ত খ্রীষ্টীয়ান লোককে ভরণ পোষণ করিতে পারেন? তাহার সাধ্যানুসারে আপন ২ শিষ্যগণকে অবশ্য সাহায্য করিতে চাহেন, কিন্তু সকল শিষ্যকে

কর্ম দিতে তাহাদের শক্তি নাই। অতএব যে কেহ কর্মের অভাব প্রযুক্ত আপনার উপদেশকের দুর্নাম করে, তাহার ব্যবহার নিতান্ত অনুপযুক্ত। উপদেশ দেওয়া ও সুসমাচার ঘোষণা করা প্রভৃতি ধর্মোপদেশকের কর্তব্য বটে, কিন্তু সবল ও সুস্থ লোকদিগকে আহালাদি দেওয়া, ও তাহাদের জন্যে বাটী নির্মাণ ও কর্মের চেষ্টা করা উপদেশকের কর্তব্য নহে। স্মরণ করিয়া দেখ, পূর্বকালে দিবসিক দান বিতরণের বিষয়ে বিবাদ হইলে দ্বাদশ প্রেরিত সমস্ত শিষ্যকে একত্র ডাকিয়া কহিল, “ঈশ্বরের কথা প্রচার করণ ছাড়িয়া, ভোজনের তত্ত্বাবধারণ করা আমাদের উচিত নহে; আমরা প্রার্থনা করণ, ও কথা প্রচার করণে নিত্য প্রবৃত্ত থাকিব।” অতএব হে প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান লোক, যদিপি ধর্মোপদেশকেরা তোমাদের অযথার্থ ইচ্ছানুসারে আহালাদি না দেন, তথাপি তাহাদিগকে দোষী করিও না। আর এই বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ মনে রাখ, “তোমরা উপদেশকদিগকে মানিয়া তাহাদের আজ্ঞার বশীভূত হও, এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা পরিশ্রমপূর্বক তোমাদিগকে উপদেশ দেন, তাহাদিগকে মান্য কর, আর প্রেম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের কর্ম প্রযুক্ত অত্যন্ত সমাদর কর।” সুতরাং, যে জন কোন কারণে অন্যের পূর্বক উপদেশকের বিষয়ে অহিত বাক্য বলে, সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে অপরাধী হয়। এই হেতুক বিশ্বাসিরা আপনাদিগের জিহ্বাকে শাসন করিয়া অবজ্ঞারূপে উপদেশকের বিষয়ে আলাপ না করুক।

এখন হে পাঠকেরা, যে মনুষ্য জিহ্বাতে ঈশ্বরের অসম্ভব
করে না, ও মিথ্যাবাক্য বলে না, ও নির্দয়রূপে কটুবাক্য
ও কুৎসিত কথা কহে না, ও কর্ণেজপ হয় না, ও মন্দ গীত
গায় না, ও ধর্মোপদেশকে অন্যায়রূপে নিন্দা করে না,
সেই আপনার জিহ্বাকে বশে রাখে। তোমরা প্রতিদিন
আপনাদের জিহ্বাকে দমন করিয়া থাক কি না, ইহা
জানিবার জন্যে আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা কর।
যে জন আপন জিহ্বাকে উপযুক্তরূপে বশীভূত করে, সে
ব্যক্তি ধার্মিক বটে, এবং তাবৎ ইন্দ্রিয়কে অনায়াসে বশে
রাখিতে পারে। কিন্তু আমরা নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাতে এই
দুষ্কর কন্ম করিতে পারি না, কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে
পারিব। এবং প্রার্থনা করিলেই জিহ্বার শাসন করিবার
শক্তি পাইব। অতএব, “হে পরমেশ্বর, আমার মুখের
উপরে এক প্রহরিকে ও ওষ্ঠাধরের দ্বারে এক রক্ষককে
নিযুক্ত কর,” এইরূপ নিবেদন করা প্রতিদिवসে আমাদের
উচিত কন্ম বটে, তাহা কেবল নয়, কিন্তু সর্বদা সাবধান
হওয়াও আবশ্যক। দায়ূদ রাজা কহেন, জিহ্বাহইতে
যেন কোন অপরাধ না জন্মে, এই নিমিত্তে আমি আপন
পথে সাবধান হইয়া চলিব। হে প্রিয় লোক সকল,
দায়ূদের পশ্চাদ্ভ্রামী হইয়া তোমরাও সচেতন হও,
এবং তোমাদের মুখের কথা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যেন গ্রাহ্য
হয়, এই জন্যে তিনি তোমাদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করুন।

৮ উপদেশ ।

সদাআতে পরিপূর্ণ হওনের ফল ।

যাহাহইতে দুষ্চরণ জন্মে এমন সুরাপানে মত্ত হইও না, বরং আআতে পরিপূর্ণ হও । ইফিসীয় ৫, ১৮.

এই দেশীয় লোকদের মধ্যে অনেক জন মদে মত্ত হয়, ও মত্ততাপ্রযুক্ত পশুবৎ হইয়া নানাপ্রকার পাপকর্ম করে, আর পুনঃ ২ বহুবিধ আপদে পড়ে । আর যাহারা মদ্যপানে আসক্তনহে, তাহাদের মধ্যে কেহ ২ গাঁজা আফিম সিদ্ধি গুলি প্রভৃতি খাইয়া থাকে, এবং এই রূপ মন্দ বস্তুতে রত হওয়াতে মাতালের দলে নিতান্ত গণ্য হয়, যেহেতুক তাহারাও মাতালের ন্যায় অচেতন হইয়া উপযুক্ত রূপে কোন ব্যবসায়কর্ম করিতে পারে না । আর যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে খ্রীষ্টের শিষ্য বলে, তাহাদিগের মধ্যেও কেহ ২ মদ্য পান করিতে ও গাঁজা প্রভৃতি খাইতে ভাল বাসে, এবং এই দোষের নিমিত্তে কখন ২ কোন ২ লোককে মণ্ডলীহইতে বাহির করা গিয়াছে । কিন্তু যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নামের যোগ্য, তাহারা মদ্যপান করে না, আরো উক্ত মাদক বস্তুতে আসক্ত নহে । ধর্মপুস্তকে লিখিত আছে, “মাতালেরা কদাচ ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না ।” আর, “যাহারা মত্ত হয় তাহারা রাত্রিতেই মত্ত হয়, কিন্তু আমরা দিবসের সন্তান হইয়া অমত্ত থাকি ।” অথচ, পৌল প্রেরিত কহেন, “কোন জন যদি ভ্রাতৃনামে খ্যাত হইয়া মত্ত হয়, তবে

তাহার সহিত আহার ব্যবহার করিও না।” আর, প্রভু যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, “অসঙ্গত পানে তোমাদের মন যেন মত্ত না হয়, এতদ্বিষয়ে সাবধান হও।” মদ্য পান করাতে সুস্থতা, ও ধন, ও মনের শান্তি প্রভৃতি নষ্ট হয়। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, “যে মাতাল হয়, সে নিতান্ত ক্ষীণধন হইয়া উঠিবে।” যে জন মাতাল সে সাধারণ লোকের হাস্যান্নদ বটে। দেখ, আদিপুস্তকের ৯ অধ্যায়ের ২০ পদে কথিত আছে, “নোহ কৃষিকর্মে প্রবৃত্ত হইয়া দুষ্কাক্ষেত্র করিল। তাহাতে সে দুষ্কারস পান করাতে মত্ত হইয়া তাবুর মধ্যে উলঙ্গ হইয়া পড়িল।” ইহাতে তাহার বড় লজ্জা হইল। অথচ, সলিমান রাজা বলেন, “মদিরার বিদ্যুতের ন্যায় ঝলকনে তুমি নিরাক্রম করিও না। সেই পানপাত্র যখন বুদ্ধবুদ্ধ হইয়া উঠে, তখনও তুমি তাহাতে তাকিয়া রহিও না, কারণ শেষে তাহাতে সর্পের তুল্য দংশন বোধ হইবে, আর সে তোমার পীড়াজনকমাত্র হইবে।” যে কেহ সলিমানের এই উপদেশ মানে, সে নানাপ্রকার বিপদহইতে রক্ষা পায়।

যাহারা মদ্যপানে আসক্ত, তাহারা বলে, মদ্য কি গাঁজা না খাইলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়, এবং ঐ সকল সামগ্রী ভোগ করিলে আমাদের মন ও শরীর উভয়ে সুখেতে প্রফুল্ল হয়। হায় ২ এমন পশুবৎ লোকেরা সত্য আনন্দের আকর অর্থাৎ সদাআকে জানে না; কিন্তু যাহারা সরলরূপে খ্রীষ্টের আশ্রিত, তাহারা সদাআকে প্রাপ্ত হইয়া সত্য ও নিত্যস্থায়ি সুখ ভোগ করে, যেহেতুক সেই সদাআ প্রকৃত সুখের আকর বটেন। অতএব

আইস, আমরা সমুত্তি মদ্যপানের কথা ছাড়িয়া সদাআ বিষয়ক শাস্ত্রীয় আদেশে বিবেচনা করি।

১। দেখা মূলবচনে বলেন, “আত্মাতে পরিপূর্ণ হও।” সদাআ বিশ্বাসিদের অন্তঃকরণে বাস করেন। ইহাতে প্রভু আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, “আমি পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলে তিনি নিরন্তর তোমাদের সহিত থাকিতে, অন্য এক সহায়কে অর্থাৎ সত্যময় আত্মাকে তোমাদের কাছে পাঠাইবেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।” আর লিখিত আছে, “তোমাদের শরীর পবিত্র আত্মার মন্দিরস্বরূপ।” অথচ যিহূদা নামে এক জন প্রেরিত দুষ্ট লোকদের বিবরণ করিয়া বলেন, “তাহারা আত্মা (অর্থাৎ সদাআ) রহিত হয়।” মনুষ্যের সুচিন্তা ও সংক্রিয়ার আকর কেবল সদাআ, এবং যে জন তাঁহাতে পরিপূর্ণ, সে নিতান্ত সদাচারী। মনোযোগ করিয়া বুঝ, প্রভু কহেন, “সত্যময় আত্মা আসিয়া, তাবৎ সত্যতাতে তোমাদিগকে শিখাইবেন, ও আমার বিষয়ের কথা লইয়া তোমাদিগকে বুঝাইবেন।” অতএব যে ব্যক্তি সদাআতে পরিপূর্ণ, সে তাবৎ সত্য বিষয় জ্ঞাত হইয়া খ্রীষ্টের সমস্ত কথা বুঝিতে পারে। আরও দেখা, “আত্মা আমাদের দুর্জলতার সহায় আছেন। আর কিসের জন্যে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা বুঝিতে না পারাতে আত্মা আপনি আমাদের নিমিত্তে সাধনা করেন।” সুতরাং, যে কেহ সদাআতে পরিপূর্ণ, সে কি নিমিত্তে প্রার্থনা করা কর্তব্য তাহা জানে, এবং তাহার প্রার্থনা ঈশ্বরের তুষ্টিজনক বটে। ধর্মপুস্তকের অন্য

পদে কথিত আছে, “প্রভুর আত্মা যে স্থানে সে স্থানেই মূর্তি।” দেখা, যাহার অন্তঃকরণে সদা আ থাকেন, সে পাপহইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ২ প্রভুর সদৃশ তেজোময় মূর্তি প্রাপ্ত হয়; আর সে ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিতে উদ্যোগী হয়, এবং তাহার সেবা করণে তৃপ্তি পায়।

২। অথচ, ঈশ্বরের পুস্তকে আরও লেখা আছে, “প্রেম ও আনন্দ, ও শান্তি, ও ধৈর্য্যাবলম্বন, ও প্রণয়, ও দাতৃত্ব, ও বিশ্বস্ততা, ও মৃদুতা, এবং পরিমিত ভোগ, এই ২ সকল আ-
 আর ফল।” অতএব যে জন সদা আতে পরিপূর্ণ, সে প্রেমা-
 সত্ত্ব হইয়া আনন্দ করে, ও শান্ত ও ধৈর্য্যাবলম্বী ও প্রণয়ী
 ও দানশীল ও বিশ্বাসী ও মৃদু এবং পরিমিতাচারী হয়।
 আর, প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণের ১১ অধ্যায়ের
 ২৪ পদে বলেন, “বর্ণক্ষা নামক এক ব্যক্তি সল্লোক, এবং
 বিশ্বাসেতে ও পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হইয়া, মনের নিষ্ঠা-
 দ্বারা প্রভুতে আসক্ত থাকিতে সকলকে উপদেশ দিল।”
 সেই রূপ এই দেশস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে যে জন
 সদা আতে পরিপূর্ণ, সে বর্ণক্ষার ন্যায় সাধু ও বিশ্বাসী হই-
 বে; এবং সুযোগ পাইলে, প্রভুতে আসক্ত থাকিতে ভ্রাতৃ-
 গণকে নমুনা ও বিনয়পূর্ব্বক শিক্ষা দিবে। অথচ ৯ অধ্যা-
 য়ের ৩১ পদে উক্ত আছে, “মণ্ডলী সকল প্রভুর প্রতি ভয়েতে
 এবং পবিত্র আত্মার সান্ত্বনাতে কালক্লেপ করত বহুসং-
 খ্যক হইতে লাগিল।” এতদ্রূপ যদি বঙ্গদেশীয় সমস্ত খ্রীষ্টি-
 য়ান লোক সদা আতে পরিপূর্ণ হয়, তবে তাহাতে অব-
 শ্যই খ্রীষ্টের মণ্ডলীর অতিশয় বৃদ্ধি হইবে। দেখা পূর্ব্বকালে
 বিশ্বাসিদিগের মধ্যে এক সাধু ব্যক্তি ছিলেন, তাহার

নাম স্টিফান। তিনি পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হওয়াতে পরম ভক্ত ছিলেন। দুইট লোক উঠিয়া তাহার সঙ্গে বাদানুবাদ করিলে তিনি জ্ঞানেতে ও পবিত্র আত্মাতে প্রবোধের কথা কহিলেন। এই হেতুক উক্ত বিপক্ষগণ কোন আপত্তি করিতে পারিল না। তৎপরে তাহারা স্টিফানের অনুযোগ কথা শুনিয়া তাহার প্রতি দন্তঘর্ষণ করিল। আর তিনি পবিত্র আত্মাতে পূর্ণ হইয়া আকাশের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের তেজঃ এবং তাঁহার দক্ষিণে দণ্ডায়মান যীশুর দর্শন পাইলেন, এবং অন্তিম কালে আপনার হত্যাকারিদিগের নিমিত্তে এই প্রার্থনা করিলেন, যথা “হে প্রভো, ইহাদিগের এই পাপের দণ্ড দিও না।” হে প্রিয় পাঠক, যদি আমরা স্টিফানের ন্যায় সদাআত্মাতে পূর্ণ হই, তবে প্রতিবাদীদের কথা বারণ করিতে পারিব, তাহাতেই তাহারা অবাক ও লজ্জিত হইবে। আর আমরা বিশ্বাসরূপ চক্ষুতে যীশুকে দেখিলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে, যাহারা আমাদের শাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিব, ও যাহারা আমাদের ঘৃণা করে, তাহাদের উপকার করিব, এবং যাহারা আমাদের নিন্দা ও তাড়না করে, তাহাদের জন্যে প্রার্থনা করিব।

৩। অধিকন্তু, রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিতের পত্রের ৫ অধ্যায়ের ৫ পদে লিখিত আছে, “পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদের অন্তঃকরণ ঈশ্বরের প্রেমে প্রফুল্ল হয়।” সুতরাং, যে জন সদাআত্মাতে পরিপূর্ণ, সে পরমেশ্বরকে প্রেম করিয়া তাঁহার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয়। সদাআরহিত যে ব্যক্তি সে ঈশ্বরকে প্রেম করে না, তৎ-

প্রযুক্ত সে তাঁহার আজ্ঞা মানে না, এবং তাঁহার সন্তোষ
 জন্মাইতে যত্ন করে না। দেখ, প্রভু যীশু বলেন, “তুমি
 সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্তের সহিত
 প্রভু পরমেশ্বরে প্রেম কর, এই প্রথম মহাজ্ঞা। এবং
 তাঁহার সদৃশ দ্বিতীয় আজ্ঞা এই, তোমার প্রতিবাসিতে
 আত্মতুল্য প্রেম কর। এই দুই আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ও
 ভবিষ্যদ্বাক্যের সার আছে।” অতএব যে জন সদাআতে
 পরিপূর্ণ, সে উক্ত দুই আজ্ঞা মানিয়া ঈশ্বরকে ও আপন
 প্রতিবাসিকে প্রেম করে। দেখ, যাহারা খ্রীষ্টীয়ান নাম ধরে,
 তাহাদের মধ্যে কেহ ২ ঈশ্বরের ও প্রতিবাসির প্রেমকারী
 না হইয়া এই জগতের বিষয়ে আসক্ত হয়, এবং সাংসা-
 রিক লাভের চেষ্টা করে। এমন সুখাভিলাষি ও লোভি
 ব্যক্তিরা অবশ্য সদাআরহিত, এবং প্রভু যীশুর সেবক
 নহে। হে বিবেচক পাঠকবর্গ, যে ব্যক্তি মাতাল সে ইহ-
 লোকে বুদ্ধিমান মনুষ্যদের হাস্যান্বদ হয়, এবং পর-
 লোকে শাপগ্ৰস্ত হইবে। আর তন্মিন্ন যে ব্যক্তি সদাআতে
 পরিপূর্ণ, সে ইহকালে জ্ঞানি লোকদিগের স্নেহের পাত্র
 হয়, এবং পরকালে স্বর্গরাজ্যে অধিকার পাইয়া নিত্য
 সুখী হইবে। অতএব বিচার করিয়া বল, যে সুরাপানে
 মত্ত হয়, ও যে সদাআতে পরিপূর্ণ হয়, এমন দুই জনের
 মধ্যে কে ধন্য, ও কাহার অবস্থা প্রশংসার যোগ্য?
 কি বোধ কর? যে মনুষ্য সদাআতে পরিপূর্ণ সেই ধন্য
 বটে, তাহা তোমরা অবশ্যই স্বীকার কর। অতএব হে
 প্রিয় খ্রীষ্টীয়ান লোক, সুরাপান হইতে বিমুখ হইয়া
 বাহ্যরূপে সদাআকে পাইবার জন্যে যত্নবান হও।

৪। আর বিবেচনা করিয়া দেখ, সদাআ তোমাদের অন্তরে থাকিলে তোমাদের অত্যন্ত উপকার হইবে, যথা, প্রথমে তোমরা ধর্মরীতিহইতে অধিক লাভ পাইবা। এই বিষয়ে উপমাকথা শুন, মৌমাছি প্রায় সকল ফুলহইতে মধু সঞ্চয় করে, কিন্তু বোলতা অতিসুগন্ধি গোলাপ ফুলহইতেও কখন মধু লইতে পারে না। তদ্রূপে যদিপি সদাআহীন ব্যক্তি বিশুামদিন ও ধর্মপুস্তক ও গুপ্ত প্রার্থনা ও সাধারণ প্রার্থনা ও সুসমাচার প্রচার ইত্যাদিহইতে কোন ফল না পায়, তথাপি যে ব্যক্তি সদাআর পাত্র, সে উক্ত ধর্মবিধিহইতে মহাফল প্রাপ্ত হয়, তাহা কেবল নয়, বরং ঐ সকল নিয়মহইতে তাহার বড় আনন্দ জন্মে। অথচ যে ব্যক্তি সদাআতে পরিপূর্ণ, সে কখন ২ দেবপূজকদের প্রবোধ জন্মায়। খ্রীষ্টীয়ানদের সদব্যবহার দেখিয়া কোন ২ দেবপূজক আপনার ভ্রান্তি বুঝিয়া হিন্দুদিগের দেবদেবীকে মিথ্যা জ্ঞান করে, আর পাপের জন্যে খেদিত হইয়া প্রভু যীশুর শরণ লইয়া পরিত্রাণ পায়। আর যাহার অন্তরে সদাআ থাকেন, সে আপন ভ্রাতৃগণকে প্রেমে ও সৎক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করিয়া তাহাদের ধর্মের বৃদ্ধি করে। সুতরাং, যে ব্যক্তি সদাআতে পরিপূর্ণ, সে সর্বপ্রকারে পরের উপকারক ও সত্য খ্রীষ্টীয়ান বটে।

৫। যদি কেহ বলে, সদাআতে পরিপূর্ণ হওনের উপায় কি? তবে আমি কহি, শুন। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহদ্বারা সদাআকে পাইতে পারি ইহা জানিয়া তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়। এবং যাহারা ঈশ্বরের অভিমতানুসারে সরলরূপে যাক্তা করে, তাহারা সদাআকে প্রাপ্ত হয়।

ইহাতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এই, “তোমরা মন্দ হইয়াও যদি আপনহঁ বালকদিগকে উত্তম সামগ্রী দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা কি আপন যাচকদিগকে পবিত্র আত্মা দিবেন না?” কেবল প্রার্থনা করা উচিত, তাহা নয়; অন্তঃকরণহইতে সকল বাধা দূর করাও আবশ্যিক। দায়ূদ ৬৬ গীতের ১৮ পদে বলে, “যদি মনের মধ্যে দুষ্টতা মানিতাম, তবে প্রভু কখন শুনিতেন না।” সদাশ্রী কোমল ও শিষ্ট ও প্রেমি স্বভাবের আকর আছেন। এবং যে কেহ বেশ্যাগমন ও অশুচি ক্রিয়া ও অবিহিত স্নেহ ও কুঅভিলাষ ও দেবপূজাস্বরূপ লোভ প্রভৃতি দমন করিয়া, আন্তরিক দয়া ও অনুগ্রহ ও নম্রতা ও মৃদুতা ও ধৈর্য্যাবলম্বনে বিভূষিত হয়, তাহারই অন্তঃকরণ সদাশ্রীর বাসস্থান হয়। আর যে জন অহঙ্কার ও ঘেঁষ ও ঈর্ষ্যা, কিস্বা আর ২ কোন মন্দ চিন্তা আপন মনেতে থাকিতে দেয়, সে সদাশ্রীর পাত্র হইতে পারে না। দেখ, যিশয়িয়ার ৬৩ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “ইস্রায়েল বংশ অত্যাচার করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে শোকাকুল করিল, তাহাতে তিনি তাহাদের শত্রু হইয়া আপন তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।” এবং পৌল প্রেরিত ইফিসীয় মণ্ডলীকে সচেতন করিয়া কহেন, “যে পবিত্র আত্মা দ্বারা মুক্তির দিন পর্য্যন্ত চিহ্নিত হইয়াছে, তাহার অতুষ্টিজনক কোন কর্ম করিও না।” আর থিমলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি বলেন, “পবিত্র আত্মাকে নিষ্পাণ করিও না।” অতএব যে জন সদাশ্রীতে পরিপূর্ণ হইতে চাহে, সে কুব্যবহার দ্বারা যেন সদাশ্রীকে শোকাকুল না করে ইহাতে সাবধান হউক।

৮। আর দেখ, সদাআতে পরিপূর্ণ হইবার জন্যে কার্য্যহইতে নিবৃত্ত হইয়া, গুপ্তস্থানে ঈশ্বরের সহিত পারমার্থিক আলাপ করা অত্যাৱশ্যক। কোন ২ লোক সৰ্ব্বদা ব্যস্ত, এবং এক কার্য্য সমাপ্ত করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং গোপনে প্রার্থনা দি ধর্ম্মসেৱা করিতে ক্ষণকালমাত্র ক্ষেপ করে। এমন ব্যস্ত ও বিবেচনাহীন লোকেৱা সাংসারিক বিষয়ে সম্ভ্রান্ত হইলেও পারমার্থিক বিষয়ে কখন নিপুণ হইবে না।

৯। অথচ, অমত্ত থাকা ও পরিমিতাচরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। যে জন মদ্যপানে রত হয়, তাহার নিকটহইতে সদাআদূরে থাকেন। ফলতঃ যাহারা অধিক ভোজন করে, কিম্বা অপরিমিতরূপে দেহপুষ্ট করে, কিম্বা অতিশয়রূপে ঘুমাইতে ভাল বাসে, অথবা অবিহিত মতে ইন্দ্রিয়সুখের চেষ্টা করে, তাহারা সদাআতে পরিপূর্ণ হইতে পারে না। বিবেচনা করিয়া বুঝ, শরীর আত্মার দাসস্বরূপ। অতএব শরীরকে আত্মার অধীনে রাখা উচিত। আর যে কেহ পেটুক কিম্বা মাতাল বা কামুকসে আপনার শরীরকে আত্মার বশীভূত না রাখিয়া বরং আত্মাকে শরীরের বশীভূত রাখে, ইহাতে সে ঈশ্বরের নিয়মের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সদাআকে অতুষ্ট করে। অতএব যে জন সদাআকে পাইতে চাহে, সে আপনার ইন্দ্রিয়কে দমন করুক, এবং মনের প্রতিকূলে যুদ্ধকারি শারীরিক সুখাভিলাষহইতে নিবৃত্ত হউক।

হে প্রিয় পাঠকবর্গ, কোন ২ ব্যক্তি কহে, বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোকেৱা অন্য বিশ্বাসিদের অপেক্ষা দোষী, ও সংকল্পে অনুদ্যোগী। এই রূপ নিন্দা করণের কারণ

কি? এই দেশীয় খ্রীষ্টায়ান লোকদের মধ্যে কেবল অত্যল্প জন সদাআতে পরিপূর্ণ, তন্নিমিত্তে বঙ্গদেশীয় মণ্ডলী কলঙ্কযুক্ত ও অপবাদগ্ৰস্ত হয়। হে বিশ্বাসি লোক সকল, উক্ত অখ্যাতি মুচিয়া ফেলিতে যত্ন কর, ও তোমাদের সৎক্রিয়া দ্বারা উক্ত অপবাদকে মিথ্যা কর। সদাআতে পরিপূর্ণ হইতে চেষ্টা করা তাবৎ লোকের কর্তব্য বটে, এবং যে জন এই কর্ম না করে, সে সদাআকে অবজ্ঞা করে, ও অত্যন্ত উপকারকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করে, ও ঈশ্বরের সুস্বপ্ন আজ্ঞাকে অমান্য করে। মূলবচনেতে ঈশ্বরেরই আদেশ আছে যথা, “সদাআতে পরিপূর্ণ হও।” অতএব হে প্রিয় পাঠকগণ, তোমরা প্রত্যেকে আপন ২ মনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি ঈশ্বরের উক্ত আজ্ঞা মানিতেছি কি না? আমি কি বিশ্বাস, ও উদ্যোগ, ও অপেক্ষা পূর্ষক সদাআকে পাইতে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করিয়া থাকি, এবং তাঁহাকে পাইবার সমস্ত উপায় গ্রহণ করিতেছি? আমি কি সর্বপ্রকারে সদাআতে পরিপূর্ণ হইতে প্রয়াস করিতেছি? যদি তুমি এখন পর্য্যন্তও এই বিষয়ে মনোযোগ কর নাই, তবে অদ্যাবধি ইহাতে যত্ন করিতে আরম্ভ কর, এবং যে পর্য্যন্ত তুমি সদাআতে পরিপূর্ণ না হও, তদবধি অনবরত ঈশ্বরের প্রতি যাক্রা কর। সদাআ তোমার শরীরে বাস করিলে তুমি সদ্যবহার করিতে পারিবা, এবং পূর্ষকালীন ভক্ত লোকদের ন্যায় অত্যন্ত আনন্দে পূর্ণ হইবা। অতএব যদ্যতিরেকে আমরা ঈশ্বরের সন্তোষ জন্মাইতে পারি না, সেই সদাআ সর্ববিষয়ে ও সর্বকালে সমস্ত বিশ্বাসির অন্তঃকরণকে উপদিষ্ট ও শাসিত করুন।

৯ উপদেশ।

লোভের বিষয়ে সাবধান হওনের প্রয়োজন।

লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক। লূক ১২। ১৫।

কোন দিবসে এক ব্যক্তি প্রভু যীশুকে বলিল, “হে গুরো, আমার সহিত পৈতৃক ধন বিভাগ করিতে আমার ভ্রাতাকে আজ্ঞা করুন।” ঐ ব্যক্তি পারমার্থিক বিষয় অপেক্ষা সামসারিক বিষয়ে আসক্ত ছিল, এবং লোভ প্রযুক্ত খ্রীষ্টের নিকটে উক্ত নিবেদন করিল; ইহা জানিয়া যীশু তাহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেন। প্রভু আপনার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে সর্বদা উদ্যত ছিলেন, এবং সেই সময়ে তাহাদের মঙ্গলার্থে কহিলেন, “লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক।” এই ভাবি কথা বিবেচনা করিলে আমরা সুশিক্ষা পাইব, অতএব যাবৎ আমি এই বাক্যের অর্থ করি, তাবৎ যথাশক্তি মনোযোগ কর।

১। সত্য খ্রীষ্টীয়ান লোক ব্যতিরেকে প্রায় সকল মনুষ্য লোভী, অর্থাৎ ধন ও সুখ পাইতে অতিশয় ব্যগ্র হয়।

দেখ, ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, “লোভ দেবপূজাস্বরূপ।” সুতরাং যে জন লোভী, সে যদ্যপি প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম না করে, ও ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা না দেয়, তথাপি সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে দেবপূজকস্বরূপ হয়। বিবেচনা করিয়া বুঝ, লোভিরা ঈশ্বরকে প্রেম না করিয়া, ও তাঁহার সেবাতে তুষ্ট না হইয়া, ও তাঁহার অনুগ্রহে ভরসা না রাখিয়া, বরং ধনকে প্রেম করে, ও তাহাতেই আনন্দিত হয়। ফলতঃ তাহারা ঈশ্বরকে আপন বলস্বরূপ না করিয়া আপন প্রচুর ধনে প্রত্যাশা করিয়া দুষ্কর্তৃত্ব সাহস বাঁধে। পৌল প্রেরিত এমত লোকদিগের বিবরণ করিয়া কহেন, “তাহারা উদরকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া লজ্জার বিষয় শ্লাঘ্য করিয়া মানে।” তবে বিচার কর, যে কেহ আপন উদরকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া মানে, সে কি দেবপূজকের ন্যায় হয় না? আর, পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন, যথা, “আপন প্রতিবাসির গৃহে লোভ করিও না, এবং আপন প্রতিবাসির ভাষ্যতে, কি দাসেতে, কি দাসীতে, কি গুরুতে, কি গাধাতে, কি আর কোন বস্তুতে লোভ করিও না।” হিন্দু লোকেরা ধন পাইবার জন্যে প্রায় দিবারাত্রি যত্ন করে, তাহা কেবল নয়, আরো তাহারা ধনাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে মিথ্যা কথা কহে, ও অন্যায় ব্যবহার করে। এবং যাহারা খ্রীষ্টীয়ান লোক বিখ্যাত হয়, তাহাদের মধ্যেও কেহ ২ লোভী আছে, অর্থাৎ পারমার্থিক বিষয়ে চেষ্টা না করিয়া শারীরিক বিষয়ে রত হয়, ও ধনাজ্জনে অতিশয় পরিশ্রম করাতে ঈশ্বরের উক্ত আজ্ঞার লঙ্ঘনকারী হয়।

২। আরও দেখ, কোন ২ লোক অনেক বার ধর্মোপদেশকের কাছে আসিয়া টাকা চাহে, এবং তাহা না পাইলে বিরক্ত হয়। আর কখন ২ যখন ধর্মোপদেশক কোন গ্রামে যান, তখন সে গ্রামস্থ খ্রীষ্টীয়ান লোকদের মধ্যে কেহ ২ সাংসারিক উপকার পাইতে প্রত্যাশা করে, এবং যদি ধর্মোপদেশক সেই উপকার না করেন, তবে ঐ লোকেরা ভাষাশ হইয়া তাহাকে নিন্দা করে, ও তাহার শিক্ষাবাক্য শুনে না, এবং সাংসারিক লাভ পাওনার্থে অন্য উপদেশকের নিকটে গিয়া বলে, আমরা আপনকার মণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে চাহি, আপনি কি আমাদের লইবেন না? দেখ, এমন কপটি লোকেরা ধর্মোপদেশ অপেক্ষা সাংসারিক লাভকে প্রিয় জ্ঞান করে, তৎপ্রযুক্ত আমি তাহাদিগকে লোভী বলি।

৩। ধর্মপুস্তকে অনেক লোভি ব্যক্তির বৃত্তান্ত লেখা আছে, যথা, পূর্বকালে আথন নামক এক জন লোভী ছিল। তাহার বিবরণ কহি শুন, যিরীহো নগর ইস্রায়েল লোকদের হস্তগত হইলে পর, ঈশ্বর আথনের পাপপ্রযুক্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পরে যিহোশূয় অন্বেষণ করিয়া আথনের অপরাধ জানিলে, সে আপনার দোষ স্বীকার করিয়া কহিল, “লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে উত্তম এক বস্ত্র, এবং দুইশত খান রূপা, এবং এক খান স্বর্ণ দেখিয়া আমি লোভেতে তাহা লইলাম।” তাহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে সমস্ত ইস্রায়েল লোক আথনকে পাথরেতে মারিয়া ফেলিল (যিহোশূয় ৭, ১০-২৫)। অথচ, “হে পরম গুরো, অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্তির নিমিত্তে আমাকে কি ২ সৎকর্ম করিতে

হইবে?” যে যুবা ব্যক্তি খ্রীষ্টের নিকটে আসিয়া এই নিবেদন করিল, সে লোভপ্রযুক্ত খ্রীষ্টের অনুগ্রহের পাত্র হইল না। কেননা “যদি সিদ্ধ হইতে চাহ, তবে গিয়া আপন সর্বস্ব বেচিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে তুমি স্বর্গেতে ধন পাইবা, এবং আইস আমার পশ্চাদ্বর্তী হও,” খ্রীষ্টের এই আজ্ঞা শুনিবামাত্র সে যুবা আপনার যথেষ্ট সম্ভ্রান্তি প্রযুক্ত বিষণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল (মথী ১৯. ১০-১২)। আর, দীমা নামক এক জন শিষ্য লোভী হওয়াতে সত্যতাহইতে বিমূখ হইল। সে প্রথমে পৌলের সঙ্গী হইয়াছিল, তৎপরে এই বর্তমান সৎসারকে ভাল বাসিয়া তাহার সঙ্গ ছাড়িল (তিমথিয় ৪, ৯, ১০)। অধিকন্তু যীশুর বারো শিষ্যের মধ্যে যিহূদা নামক এক জন লোভী হইয়া প্রধান যাজকদিগের নিকটে গিয়া কহিল, “যদি যীশুকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করি, তবে কি দিবা?” তখন তাহার তাহাকে ত্রিশ টাকা দিতে স্থির করিল। দেখ, সে ব্যক্তি লোভের বলেতে মুগ্ধ হইয়া আপনার প্রভুকে বিক্রয় করাতে সর্বতোভাবে শাপগ্ৰস্ত হইল। অথচ, পূর্বকালীন মণ্ডলীস্থ লোকদের মধ্যে অননীয় নামক এক লোভি মানুষ আপনার অধিকার বেচিয়া তাহার দামের এক ভাগ লুকাইয়া অন্য ভাগমাত্র আনিয়া প্রেরিতদের পায়ে রাখিল। আর সে আপন দোষ লুকাইবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে মিথ্যাকথা কহিয়া তাঁহাহইতে ভয়ানক দণ্ড পাইল, যথা, সে পিতরের অনুযোগ কথা শুনিবামাত্র ভূমিতে পড়িয়া মরিল (প্রেরিতদের ক্রিয়া ৫. ১-১০)। লোভিরা ইহকালে ও পরকালে ঈশ্বরের

দৃষ্টিতে ঘৃণাহ ও শাপগ্ৰস্ত, উক্ত বিশেষ ২ দৃষ্টান্তহইতে আমরা ইহার শিক্ষা পাই।

৪। আরও দেখা, লোভহইতে মহাপাপ জন্মে। প্রথমতঃ যে জন লোভী সে অবিশ্বাসী। ঈশ্বর অতিশয় বুদ্ধিমান ও দানশীল হইয়া আপনার সেবকদিগকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেন, ও যাহাতে তাহাদের মঙ্গল হয়, এমনত নিরূপণ করেন, যে কেহ ইহা বিশ্বাস করে, সে ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্যথা করিতে চাহে না। যদি আমরা কোন উত্তম বস্তু পাইতে না পারি, কিম্বা কেবল অন্যায়রূপে পাইতে পারি, তবে তাহা পাইতে বাঞ্ছা করিলে ঈশ্বরের জ্ঞান ও দয়াতে আমাদের সন্দেহ করা হয়। পুনশ্চ লোভির কৃতজ্ঞ নহে। মনুষ্যেরা ঈশ্বরহইতে কত ২ বড় উপকার পাইয়া থাকে; তাহা প্রকৃতরূপে বিবেচনা না করিয়া, যে কেহ কোন বিশেষ বস্তুর অভাবপ্রযুক্ত অতুষ্ট হয়, সে কৃতজ্ঞ নহে। বিশেষতঃ ঈশ্বর আপনার সন্তানদিগকে যে অনন্ত পরমায়ুঃ দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাকে যথেষ্ট বোধ না করিয়া যে জন ধনাকাঙ্ক্ষা করে, সে সম্পূর্ণরূপে কৃতঘ্ন বটে। অথচ, লোভি মনুষ্য অহঙ্কারী। আমরা অপরাধের নিমিত্তে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কি ২ প্রকার দুঃখ ভোগ করণের যোগ্য হই, ইহা স্মরণ করিয়া যে জন নম্র হয়, সে কিরূপে লোভী হইতে পারে? সে কি ঈশ্বরের নিরূপণে পরিতুষ্ট হইতে পারে না? অবশ্যই পারে। অতএব যে জন ঈশ্বরের দয়া ও নিজ অধর্ম ভুলিয়া আপনাকে কোন বিশেষ লাভের যোগ্যপাত্র বোধ করে, সে অহঙ্কারী বটে। অথচ, যে লোভ করে, সে অনন্ত-

কালস্থায়ি অপুত্য়াক্ত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বরং ক্রন-
কালস্থায়ি পুত্য়াক্ত বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করে। যে মনুষ্য ধার্মিক
হইয়া যথার্থরূপে নিত্যস্থায়ি পারমার্থিক বিষয় মানে,
সে অচিরস্থায়ি সাংসারিক বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে।
পৌলের কথাহইতে ইহার প্রমাণ প্রকাশ পাইতেছে,
যথা, “আমার যে ২ লাভ ছিল, খ্রীষ্টের নিমিত্তে সে
সমস্তই ক্ষতি জ্ঞান করিলাম। ফলতঃ আমি আপন
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উত্তম জ্ঞানের নিমিত্তে সমস্তই ক্ষতি-
মাত্র জ্ঞান করি।” লোভির। তদ্বিপরীত আচরণ করিয়া
ধনাজ্ঞানের নিমিত্তে খ্রীষ্টের উত্তম জ্ঞান, এবং আর ২
সমস্ত পারমার্থিক উপকারকে ক্ষতিমাত্র বোধ করে।

৫। আর মনোযোগ করিয়া বুঝ, লোভের অতিশয়
মন্দ ফল আছে। ধনাকাঙ্ক্ষী মানুষ পরিত্রাণ বিষয়ে
কোন চেষ্টা করে না, এবং সে ঈশ্বরের গৃহে আইলেও
কিছু ফল পায় না। পূর্বকালে যিহুদীয় লোকদের মধ্যে
অনেক লোভী ছিল। তদ্বিষয়ে পরমেশ্বর যিহিস্কেল
ভবিষ্যদ্বক্তাকে কহিলেন, “লোকের। যেমন আইসে,
তেমন তাহারা তোমার নিকটে আইসে, ও আমার
লোকদের মত তোমার সম্মুখে বসে, ও তোমার কথা
শুনে, কিন্তু তাহা মানে না, যেহেতুক মুখে অনেক প্রেম
প্রকাশ করিলেও তাহাদের মন লোভের অনুগামী হয়।”
(যিহিস্কেল ৩৩, ৩১।) অথচ, পূর্বকালে লোভ প্রযুক্ত
ঈশ্বর যিহুদীয় বংশকে শাস্তি দিলেন। যিশায়ির
ভবিষ্যদ্বাক্যের ৫৭. অধ্যায়ের ১৭ পদে লিখিত আছে,
“সে আপন মনোনিীত পদে অবাধ্য হওয়াতে আমি

তাহার লোভরূপ পাপেতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারি-
লাম, ও আপন মুখ লুকাইয়া ক্রোধ করিয়া থাকিলাম।”
যিহূদীয়েরা উক্ত দোষপ্রযুক্ত ঈশ্বরহইতে কঠিন শাস্তি
পাইল, এবং সমস্ত লোভি মনুষ্য অতিশয় দুঃখ ভোগ
পূর্ব্বক তাহার ক্রোধের শক্তি জানিবে।

৬। অথচ, লোভিরা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি-
লেও কোন উত্তর পাইবে না। তাহারা প্রার্থনা করিতে
গেলে তিনি তাহাদিগকে কহিবেন, “তোমরা কি
আমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ? আমি তো-
মাদের কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইব না।” দায়ূদের ১০
গীতের ৩পদে উক্ত আছে, “লোভি মনুষ্য ঈশ্বরকর্তৃক
ঘৃণিত;” তবে সে লোকের প্রার্থনারূপ উৎসর্গ কি
তাহার সাক্ষাতে ঘৃণিত হয় না? আর দেখ, যে
লোভ করে, সে কখন সন্তুষ্ট হয় না, বরং ক্রমে ২
আরও ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া উত্তরোত্তর লোভরূপ শৃঙ্খলেতে
বদ্ধ হয়। বিশেষ উত্তম বস্তু কিন্না অধিক ধন পাইলেও
অভিলাষের নিবৃত্তি হইবে, কেহ ২ এমন কথা বলিয়া
থাকে; কিন্তু তাহা ভ্রান্তিজনকমাত্র, যেহেতুক বাঞ্ছ-
নীয় বস্তু কিন্না ধন পাইলেও কি লোভের নিবৃত্তি হইবে?
তাহা দূরে থাকুক, বরং তাহার বৃদ্ধিই হইবে। বিবেচনা
করিয়া দেখ, মাসে ২ কেবল অল্প টাকা পাইলে লোভি
ব্যক্তি বলে, এমন অল্প বেতনে আমার ভরণপোষণ কি-
রূপে হইতে পারে? আমার অমুক বস্তু অন্য লোকের
নিকটে অধিক টাকা পাইয়া থাকে। আমি এই কার্য
ছাড়িয়া অন্যস্থানে গিয়া যাহাতে কিছু অধিক পাই,

এমন কর্ম চেষ্টা করিব, ও যে পর্য্যন্ত তাহা না পাই, সে পর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকিব না। দেখ, বাঞ্ছিত টাকা পাইলেও এমত ব্যক্তির বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না, বরং সে কেবল সম্ভবত্বের চেষ্টা প্রযুক্ত ব্যাকুল হইয়া থাকিবে। তিমথির প্রতি পৌলের ১ পত্রের ৬ অধ্যায়ের ১০ পদে বলেন, “তাবৎ অনিষ্টের মূল ধনাশা; তাহাতে ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কতক লোক ধর্মভুষ্ট হইয়া আপনাদিগকে নানা দুঃখেতে বিদ্ধ করিয়াছে।” হায়! লোভের কি পর্য্যন্ত শক্তি! দেখ, কোন সময়ে খ্রীষ্টের নূতন মতাবলম্বি জন সত্য পথে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়; এবং তাহাতে ভক্ত লোকেরা আনন্দিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে। আর ধর্মোপদেশকেরা ঐ লোককে বাস্তবিক শিষ্য জ্ঞান করেন। কিন্তু কালক্রমে তাহার মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতাহইতে ভুষ্ট হয়, এবং সে শিষ্য বিষয়চিন্তাতে, কি ধনাজ্জনেতে, কি ঐহিক সুখে মগ্ন হইয়া কণ্টকবনের মধ্যে পতিত বীজের ন্যায় উপযুক্ত ফলেতে ফলবান্ হয় না। হায়! কত বার উপদেশকেরা আপন শিষ্যকে ধর্মচ্যুত দেখিয়া ভগ্নাশ হইয়া অতিশয় দুঃখ পান! ইহাতে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

৭। আরো দেখ, ধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি প্রায় সমস্ত মন্দ কর্ম করিতে উদ্যত হয়। সে কখন উক্ত অননীয় নামক জনের তুল্য মিথ্যা কথা কহে, অথবা পূর্বোক্ত বিশ্বাসঘাতক যিহুদার ন্যায় আপন পরমবন্ধুকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে। ফলতঃ লোভহইতে ঈর্ষ্যা, হিংসা, ঘেঁষ, বধ, কলহ, চুরি, ও মিথ্যাসাক্ষ্য প্রভৃতি জন্মে, হে পুয় পাত্রেয়া, স্মরণ কর, ধন পাইতে মনুষ্যের

মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা আছে। অতএব আমরা যেন লোভরূপ জালে বদ্ধ না হই, এই জন্যে সাবধান হওয়া উচিত। “লোভের বিষয়ে সাবধান ও সতর্ক হইয়া থাক,” প্রভু এই কথা অকারণে কহেন নাই। লোভ মনুষ্যদিগের মধ্যে অতিশয়রূপে চলিত আছে, ইহা জানিয়া ইফিসীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্ৰেরিত কহেন, “লোভের উল্লেখ তোমাদের মধ্যে না হউক, ইহাই পবিত্র লোকদের উচিত।” আর যদি কেহ ইহাতে সাবধান ও সতর্ক না হয়, ও এই কুকর্ম্মহইতে রক্ষা পাইবার জন্যে ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা না করে, তবে সে লোভের বশীভূত হইবে।

৮। অথচ, বিবেচনা করিয়া দেখা, সাংসারিক ধনহইতে প্রকৃত সুখ হয়, যে কেহ এমত বোধ করে, সে অতিশয় ভ্রান্ত। প্রভু কহেন, “বহু সম্ভ্রান্তি পাওয়াতে মনুষ্যের আয়ুঃ হয় না।” ধনের বৃদ্ধি হইলে সুখের বৃদ্ধি হয় না, বরং তাহার হ্রাস হয়, এবং এই সংসারের মধ্যে যত ধন আছে, কোন মনুষ্য তাহা সমস্তই পাইলেও অতিশয় দুঃখী হইতে পারে। আর মনুষ্যেরা যাহাতে লোভ করে, এমত ধনাদি অচিরস্থায়ী বটে। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, “কেহ অস্থায়ি ধন দেখিতে ও তাহাকে আর দেখা যায় না, অর্থাৎ সে আকাশ পথে উড়্‌ডীয়মান উৎকোশ পক্ষির ন্যায় নপাক হইয়া অদৃশ্য হয়।” অতএব যে কেহ ধনহইতে প্রকৃত সুখ পাইবার অপেক্ষাতে থাকে, সে বঞ্চিত হয়, তাহা কেবল নয়, আরো সে নিতান্ত অজ্ঞান কেননা শেষে তাহার সমস্ত অচিরস্থায়ি ধনের লোপ হইলে সে নিত্যস্থায়ি ধন বিহীন

হইবে। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ শুন, “যে তিত্তির পাখী
পরের ডিম্বের উপর বসিয়া তাহা ফুটায়, যে ব্যক্তি
অন্যায়েতে ধন সঞ্চয় করে, সে তাহার ন্যায় হইয়া মধ্যম
বয়সে তাহা হারাইয়া অন্তিমকালে মূর্খ হইবে (যিরি-
মিয় ১৭। ১১)। লোভ মনুষ্যের আত্মার মানহানি ও
সকল সম্ভাবকে ক্ষয় করে, এবং তাবৎ কুসম্ভাবকে
সবল করে। তাহাতেই মনুষ্যের অন্তঃকরণ কটিন হয়।
এবং মহাবিচার দিবসে সমস্ত লোভির দুর্গতি হইবে,
ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

৯। যদি বল, লোভ নিবারণ করণের উপায় কি? তবে
শুন। লোভহইতে অত্যন্ত মন্দ ফল ও পাপ জন্মে, তাহা
যথার্থরূপে বিবেচনা করিতে হয়। কত জন লোভেতে
নষ্ট হইয়াছে ও এখনই হইতেছে, ইহা মনে রাখা উচিত।
অথচ, খ্রীষ্ট আপনার লোকদিগকে বোধের অগম্য পার-
মার্থিক ধন দিবেন, ইহাও মনে হ্রির করা কর্তব্য।
“ঈশ্বর প্রত্যয়রূপ ধনেতে ধনবান্ করিবার জন্যে জগৎ
দরিদ্র লোককে মনোনিষ্ঠ করেন,” তাহাও স্মরণ কর।
আর, তিনি সমস্ত খ্রীষ্টীয়ান লোককে কহেন, “সকলই
তোমাদের, কি জগৎ, কি জীবন, কি মরণ, কি বর্তমান
বিষয়, কি ভবিষ্যদ্বিষয়, সকলই তোমাদের, এবং তোমরা
খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।” যে লোক ইহাতে সত্য জ্ঞান
করে, সে কি রূপে সাংসারিক বিষয়ে আসক্ত হইতে
পারে? অথচ তোমরা যাবজ্জীবন এই বর্তমান সৎ-
সারে অনেক সুখভোগ করিতে আশা করিও না।
“ত্রীগর্ভজাত মনুষ্যের পরমায়ুঃ অল্প ও দুঃখময়; সে

ফুলের ন্যায় বাড়ে, এবং কাটা যায়, সে ছায়ার ন্যায় অস্থির, ও এক স্থানে কখনো থাকে না।” পৃথিবীতে যে সকল কুশল ভোগ করা যায় তাহা অস্থায়ী ও তৃপ্তিজনক নয়। আর কর্মের প্রতিফল দিবার সময়ে ধন কি লোকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারে? এবং ধনবান্ মানুষ আপনার অর্থ সঙ্গে লইয়া কি এই জগৎহইতে যাইতে পারে? কোন প্রকারে যাইতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে ২ এই প্রকার ভাবনা করিয়া থাকে, সে লোভ নিবারণের এক প্রধান উপায় পায়।

১০। অধিকন্তু হে প্রিয় পাঠকেরা, আমরা জীবিত থাকিয়াও মৃত্যুগ্ৰস্ত আছি, এবং এক নিমিষে ঈশ্বর অকস্মাৎ আমাদেরকে পৃথিবীহইতে লইতে পারেন, ইহা মনে রাখা কর্তব্য। ইহাতে প্রভু যীশুর উপমা কথা শুন, “এক জন ধনবানের ভূমিতে অধিক শস্যাদি জন্মিলে সে মনে ২ ভাবিয়া কহিল, আমার এ সমস্ত দ্রব্য রাখিবার স্থান নাই; কি করিব? আপন গোলা সকল ভাঙ্গিয়া বড় ২ গোলা বানাইয়া তন্মধ্যে ভাবৎ ফল ও সামগ্রী রাখিব। এবং আপন মনকে কহিব, ও মন, বহুবৎসরের নিমিত্তে নানা সামগ্রী সঞ্চিত আছে, বিশ্রাম কর, ও ভোজন পান করিয়া কৌতুকে থাক। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, ও রে নির্দোষ, অদ্য রাত্ৰিতে তোমার প্রাণ তোমাহইতে নীত হইবে। তাহাতে এই যে সকল সামগ্রী আয়োজন করিল। সে কাহার হইবে?” এই উপমা কথাহইতে আমাদের নুশিক্ষা জন্মে বটে। এবং প্রভু উক্ত দৃষ্টান্ত দিয়া আরো কহিলেন, “যে ব্যক্তি

ঈশ্বরের নিকটে ধন সঞ্চয় না করিয়া কেবল আপনার নিকটে ধন সঞ্চয় করে, সেই তদ্ভূপ।” অতএব মনোযোগ করিয়া সাবধান হও, পাছে ঈশ্বর তোমাদিগকে উক্ত ধনবান্ মনুষ্যের ন্যায় বুদ্ধিয়া নিষেধ বলেন, এবং অকস্মাৎ তোমাদের প্রাণ গৃহণ করেন।

শেষে, প্রভু যীশুর শারীরিক অবস্থা কি প্রকার, তাহা মনে বিবেচনা করা আবশ্যিক। তিনি লোভ, ও ধনাকাঙ্ক্ষা, এবং সামান্য সৌখ্য পাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। অতএব যাহারা তাঁহার পশ্চাদ্গামী হয়, তাহার অতি অল্প বিষয়ের অধিকারী হইয়াও পরিতৃপ্ত হয়। দেখা তিনি কহেন, “গুরুহইতে শিষ্য বড় নহে, এবং কর্তাহইতে দাসও বড় নহে। শিষ্য আপন গুরুর, ও দাস আপন কর্তার তুল্য হইলেই যথেষ্ট।” এইহেতুক, খ্রীষ্টের শিষ্য লোভী হইতে পারে না, ইহার নিতান্ত নিশ্চয় আছে। হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা আপনাদিগকে প্রভু যীশুর শিষ্য বল, তবে তাঁহার অনুগামী হইয়া সামান্য সৌখ্যে লোভ করিও না, বরং “ধনাকাঙ্ক্ষা হইতে পলাইয়া ধর্ম ও ঈশ্বরসেবা ও প্রত্যয় ও প্রেম ও ধৈর্য ও মৃদুতা এই সকলের পশ্চাদ্গামী হও।” ইহাতে যে স্থানে কীট ও মর্চ্যা কোন বস্তুকে ক্ষয় করে না, এবং চোরেরাও সিঁধ কাটিয়া চুরি করিতে পারে না, এমন স্বর্গেতে প্রকৃত ও নিত্যস্থায়ি ধন সঞ্চয় করিবা।

১০ উপদেশ।

বিশ্বাসিরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ।

তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ। পর্কতোপরিহু নগর গুপ্ত হইতে পারে না। আর মনুষ্যেরা প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, বরং দীপাধারের উপরেই রাখে। তাহাতে সে দীপ গৃহস্থিত সকল লোককেই দীপ্তি দেয়। মথী ৫. ১৪, ১৫।

এই জগৎস্থ লোকেরা নিজ জ্ঞানে মুখের পথ ও পরিভ্রাণের উপায় না জানিয়া অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে। মনুষ্যের আত্মার অমরতা, ও শরীরের পুনরুত্থান, ও ঈশ্বরের একত্ব, ও পাপের ফল, ও নরকযন্ত্রণা, ও স্বর্গীয় মুখ, ও কর্তব্যাকর্তব্য কর্মের বিধি, ও ঈশ্বরের সহিত পুনর্মিলন করণের উপায়, এই সকল বিষয় ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ লোক জ্ঞাত হইতে পারে না। দেখ, বঙ্গদেশীয় লোকদের কি পর্যন্ত অজ্ঞানতা! তাহারা সত্যধর্মের কিছু নিশ্চয় জানে না। হে মহাশয়, কিরূপে পরিভ্রাণ হয়? কেহ কোন ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়া এই নিবেদন করিলে উপযুক্ত উত্তর পায় না। ব্রাহ্মণেরা সাধারণ লোককে ধর্মবিষয়ে সদুপদেশ দিতে পারে না। তাহারা নিজে অন্ধ হইয়া কি প্রকারে অন্ধ লোকের পথদর্শক হইতে পারে? কোন প্রকারে পারে না। সুতরাং হিন্দু লোকেরা তাহাদের স্থানে সর্বদা শিথিলেও তত্ত্বজ্ঞান পায় না, তাহা কেবল নয়, বরং ভ্রান্তির বক্র পথে চলিয়া শেষে হতজ্ঞানমাত্র হয়, ইহা আশ্চর্য

নহে। বিচার করিয়া দেখ, যদি অন্ধ লোক অন্ধকে পথ দেখায়, তবে উভয়ই কি গর্তে পড়িবে না? হিন্দুজাতীয় গুরুরা আপনাদের জ্ঞান ও বিদ্যাতে সামান্য লোকদিগের মঙ্গলার্থে কি নিষ্পন্ন করিয়াছেন? কিছুই না। এবং যাহারা সংস্কৃত ভাষা জানিয়া পুরাণাদি পাঠ করিয়া থাকে, তাহারা কি সাধারণ লোক অপেক্ষা ধার্মিক? তাহা নয়। এই দেশীয় অনেক ব্যক্তি পুণ্য পাইবার জন্যে নানা প্রকার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনও পুণ্যবান নহে। হায়! হিন্দুলোকেরা সত্য অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে অস্বীকার করিয়া বহু কল্পিত মিথ্যা দেবপূজাতে আসক্ত হয়। আর, এই দেশের নগর ও গ্রাম প্রায় প্রতিমাতে পরিপূর্ণ দেখিয়া সমস্ত ভক্তলোক উত্তপ্তচিত্ত হয়। অথচ, দেবপূজকেরা অন্তিমকালে হতাশ হইয়া মরে। পরন্তু যদি তাহাদের কোন প্রত্যাশা থাকে, তবে সে কি প্রকার? গুরুরা বলে, মরণের পর দেহপরিবর্ত্ত হয়, অর্থাৎ মনুষ্যের আত্মা শরীরহইতে নির্গত হইয়া পশুপক্ষ্যাদির দেহকে আশ্রয় করে। আর, কোন ব্যক্তি মহাপরাধী হইয়া কেবল বারম্বার জন্ম গৃহণ করাতে অপরাধের মার্জনা পাইয়া থাকে। দেখ, যে জন এই মিথ্যা কথাকে সত্য জ্ঞান করে, সে কিরূপে মরণকালে শান্তি পাইতে পারে? পুনশ্চ, প্রতিমাপূজকেরা পর্বেসময়ে অতিশয়রূপে মন্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহারা তৎকালে জ্ঞানরহিত অত্যন্ত জড় পুত্তলিকাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া পূজা করে। বিশেষতঃ তাহারা ধর্মজ্ঞানে মুখবাদ্য কলুবাদ্য অঙ্গুলিধ্বনি ও ভূমিতে পদাঘাত ও করতালি করে, এবং নিন্দিত

গীত গায়, ও কুৎসিতরূপে অঙ্গভঙ্গিমা করে। পুত্তলিকা-পূজকদের কুব্যবহার বিষয়ে, আমার আর কহিবার প্রয়োজন নাই, কেননা তাহা তোমাদের দৃষ্টিগোচরে আছে।

১। বিচার করিয়া দেখ, যদি এই দেশীয় লোকেরা অন্ধকারময় না হইত, তবে তাহারা উক্ত লজ্জাকর ক্রিয়া করিত না। অন্ধকার এই দেশকে ও ঘোর অন্ধকার এই দেশীয় লোকদিগকে অবশ্য ঢাকিতেছে। দেখ, ৭৪ গীতের ২০ পদে বলেন, “পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থান উপ-দুবিবর বসতিতে পরিপূর্ণ হইতেছে,” বঙ্গদেশেই এই কথার দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপে দেখা যায় বটে। দেখ, পূর্বকালে ঐ দেশে অনেকানেক বিধবা আপনাদের মৃত স্বামির সহিত চিতাতে পুড়িয়া মরিত। এবং বর্তমান কালেও অনেক পীড়িত লোক গঙ্গাতীরে আনীত হইয়া আত্মীয়দের ক্রুরতা-প্রযুক্ত অকালে প্রাণত্যাগ করে। আর লক্ষ ২ স্ত্রীপুরুষ জগন্নাথকে দেখিতে ধর্মজ্ঞানে ত্রীক্ষেত্রে যাত্রা করে, ও যাওন কালে ঐ পথিকদের মধ্যে অসংখ্য লোক স্থানের দূরত্ব ও আহারের কষ্টতা প্রযুক্ত পথের পার্শ্বে মরিয়া থাকে। আর দেখ, এই দেশীয় লোকদের মধ্যে অনেকেই বেশ্যাগামী ও লোভী, ও মিথ্যা সাক্ষী, ও চোর, ও পর-স্পর ঘৃণাকারী হয়। পৌল প্রেরিত দেবপূজকদের বিবরণ করিয়া কহেন, “তাহারা আপনাদের মনে ঈশ্বরকে স্থান দিতে অসম্মত হওয়াতে ঈশ্বর তাহাদিগকে দুষ্কমনা হইতে ও অসঙ্গত ক্রিয়া করিতে দিলেন। অতএব তাহারা তাবৎ অন্যায়, ও ব্যভিচার, ও দুষ্কতা, ও লোভ, ও জিঘাংসা, এবং ঈর্ষ্যা, ও বধ, ও বিবাদ, ও চাতুরী, ও

কুরীতি ইত্যাদি দুষ্কর্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।” পৌল সত্য সাক্ষ্য দেন, ইহা আমরা হিন্দুদের দুষ্টাচরণ দেখিয়া নিশ্চয়রূপে জানিতে পারি।

২। এখন মনোযোগ করিয়া বুঝ, পূর্কোক্ত ঘোর অন্ধকার কি রূপে নষ্ট হইতে পারে? প্রভু আপন শিষ্যগণকে কহেন, “তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ।” দেখ, যথার্থরূপে কেবল প্রভু যীশু আপনি জগতের দীপ্তিস্বরূপ হন। ইহাতে তিনি কহেন, “আমি জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, যে ব্যক্তি আমার পশ্চাদ্বর্তী হয়, সে অন্ধকারে না চলিয়া জীবনরূপ দীপ্তি পাইবে।” অর্থাৎ যাদৃশ সূর্যের কিরণ দ্বারা জগৎস্থ বস্তু দেখা যায়, তাদৃশ খ্রীষ্টের দত্ত দীপ্তি দ্বারা আমরা পারমার্থিক বিষয় বুঝিতে পারি। আর দেখ, যদি সূর্যের উদয় না হইত, তবে পৃথিবীস্থ কোন প্রাণী জীবিত থাকিত না; বরং সমুদয় জগৎ অরণ্য স্বরূপ হইত। তেমনি মনুষ্যের মনে ধর্ম্মরূপ সূর্য অর্থাৎ খ্রীষ্টের উদয় না হইলে মন সঙ্গুণী হয় না, বরং সে কাননস্বরূপ হইয়া কেবল কণ্টক ও শ্যাকুল জন্মায়। কেবল প্রভু তাবৎ পারমার্থিক দীপ্তির আকর হইলেও তিনি মূলবাক্যে আপন শিষ্যগণকেই বলেন, “তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ।” ইহার অভিপ্রায় এই, যথা, খ্রীষ্টের শিষ্যেরা তাঁহাহইতে দীপ্তি পাইয়া জগজ্জনকে দীপ্তিরূপ ধর্ম্মোপদেশ দেয়। বিশ্বাসিরা আপনাদের নিজ দীপ্তিতে উজ্জ্বল নয়, বরং খ্রীষ্ট তাহাদিগকে দীপ্তি দেন। ইহাতে দৃষ্টান্ত বাক্য শুন, চন্দ্র এবং আর ২ গ্রহেরা নিজ তেজোদ্বারা শোভা পায় না, বরং সূর্য্যহইতে

প্রাপ্ত যে দীপ্তি তাহাদ্বারাই ভেজস্বী হয়। তদ্রূপে প্রকৃত জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি তিনি আপন শিষ্যদিগকে যে দীপ্তি দেন তাহাদ্বারাই তাহারা সুশোভিত হয়। দেখ, আদিতে ঈশ্বর কহিলেন, “দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল।” ইহা মনে করিয়া পৌল প্রেরিত কহেন, “যীশু খ্রীষ্টের মুখে প্রকাশ পাইতেছে যে ঈশ্বরের জ্ঞানরূপ ভেজঃ, তাহা দেখাইতে অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ পাইতে আজ্ঞা দিলেন যে ঈশ্বর, তিনি আমাদের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করিলেন।” এই হেতুক বিশ্বাসিরা জগৎস্থ লোকদিগকে দীপ্তি দিতে উপযুক্ত হয়। ঈশ্বর তাহাদিগকে শিখাইয়াছেন, তন্নিমিত্তে তাহারা অজ্ঞান লোকদিগকে শিখাইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখ, খ্রীষ্টীয়ান লোক ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষিত হওয়াতে এবং সদাআহুইতে চেতনা পাইয়াতে এই দেশীয় তাবৎ সুপণ্ডিত অপেক্ষা বুদ্ধিমান হয়। ফলতঃ প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ান বালক প্রাচীন হিন্দু গুরুদিগকেও উপদেশ দিতে যোগ্য হয়। “হে ঈশ্বর, তোমার প্রমাণ বাক্য ধ্যান করাতে তাবৎ গুরু অপেক্ষা জ্ঞানবান হই,” খ্রীষ্টের প্রত্যেক শিষ্য সত্যরূপে এই কথা বলিতে পারে। আর, যদি সমস্ত বিশ্বাসি লোক পৃথিবীহইতে নীত হইত, তবে অবশিষ্ট মনুষ্যগণ গাঢ় অন্ধকারে মগ্ন হইত। এবং তাহাদিগকে আগামি কোপহইতে পলাইতে কেহ চেষ্টান দিতে থাকিত না।

৩। আরও দেখ, প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান লোক লুক্কায়িত হইতে পারে না। দেখ, কোন নগর মাঠের মধ্যে থাকিলে যে জন পথে যায়, সম্ভবে সে তাহা দেখিতে পায় না,

কিন্তু উচ্চস্থ যে নগর তাহা নিকটস্থ সকল লোকের দৃষ্টি-
গোচরে থাকে। প্রভুও কহেন, “পক্ষতাপরিহন নগর গুপ্ত
হইতে পারে না।” তদ্রূপে খ্রীষ্টের প্রকৃত শিষ্যগণ দুষ্কদল
হইতে পৃথক্ হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে আসক্ত হও-
য়াতে উচ্চস্থ নগরের ন্যায় তাবৎ মনুষ্যের সাক্ষাতে সুপ্র-
কাশিত হয়। তাহারা আপনাদের প্রার্থনার সংখ্যা, বা
সংকল্পের যোগ্যতা, কিম্বা পুণ্যের শক্তি সর্বত্র প্রচার করে
এমন নয়, বরং তাহারা নম্রতাপ্রযুক্ত ঐ সকল বিষয়ে কিছু
না বলিলেও তাহাদের অত্যন্তম ব্যবহারই সাক্ষ্য দেয়।
এবং তাহাদের ভক্তি দেখিয়া সাধারণ লোকে খ্রীষ্ট
ধর্মের প্রশংসা করে। প্রভু আরও কহেন, “মনুষ্যেরা
প্রদীপ জ্বালিয়া কাঠার নীচে রাখে না, বরং দীপাধারের
উপরেই রাখে, তাহাতে সে দীপ গৃহস্থিত সকল লোক-
কেই দীপ্তি দেয়।” তদ্রূপে যদি কোন পরিবারের মধ্যে
এক জন ভক্ত হয়, তবে সে ঐ পরিবারের অন্য লোক-
দিগকে ধর্মরূপ দীপ্তি দেয়। ঈশ্বর কোন ২ লোককে কি
জন্যে অন্ধকারহইতে আপনার আশ্চর্য্য দীপ্তির মধ্যে
ডাকেন? পিতার প্রেরিত ইহার উত্তর দেন, যথা, “তোমরা
যেন ঈশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ কর, এই জন্যে তোমরা
মনোনীত বংশ, ও রাজকীয় যাজককুল, ও পবিত্র প্রজা, ও
ক্রীত লোক হইয়াছ।” প্রভু কহেন, “যাহাতে মনুষ্যেরা
তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ধন্যবাদ করে, তাহাদের সা-
ক্ষাতে তোমাদের দীপ্তি এমনতম প্রকাশ হউক।” কেহ ২
মনুষ্যদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে তাহাদের গোচরেই প্রা-
র্থনাদি ধর্মকর্ম করে, যথা, পূর্বকালে কপটি ফিরুশিরা

দানকরণ সময়ে মনুষ্যদের হইতে সুখ্যাতি পাইবার জন্যে ভজনালয়ে ও রাজপথের কোণে দাঁড়াইয়া তুরী বাজাইয়া লোক দেখান প্রার্থনাদি করিত । দেখ, এমনত আত্মপ্রাণিরা আপনাদেরই প্রশংসার চেষ্টা করিয়া ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করণে অমনোযোগী হইয়া তাহার হইতে কোন ফল পাইল না, ইহা স্মরণ করিয়া আইস আমরা নিজ ধর্মের প্রকাশ না করিয়া খ্রীষ্টের পদচিহ্ন দিয়া নমুতাপূর্ষক গতি করি, এবং সর্বদা ঈশ্বরের অভিমত কর্ম করিতে যত্নবান হই । তাহাতে মনুষ্যগণ আমাদের কোন অহঙ্কার সূচক কথা না শুনিয়া ও আমাদের সৎক্রিয়াদ্বারা বিচার করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিবে

৪ । আর দেখ, আমরা সর্বদা সৎকর্ম উদ্যোগী হইলেই আপনাদের অপবাদকদিগকে লজ্জিত করিতে পারি । ইহাতে পিতর প্রেরিত কহেন, “তোমরা যেন সৎকর্ম করিয়া নির্দোষ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে জড় করিয়া রাখ, এই ঈশ্বরের অভিমত ।” দেখ, প্রতিমাপূজকদিগের আচার ব্যবহার অতিশয় মন্দ, অতএব আমাদের ব্যবহার উত্তম দেখিলে তাহারা লজ্জিত হইয়া খ্রীষ্ট-ধর্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিবে । আর, ফিলিপীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল এই উপদেশ দেন, যথা, “যাহাদের নিকটে জীবনরূপ বাক্য প্রকাশ করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ হও, এমন কুটিল ও বিপথগামি লোকদের মধ্যে তোমরা যেন নির্দোষ ও নিষ্কপট ও ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও, এই জন্যে বচসা ও বিবাদ ছাড়িয়া তাবৎ কর্ম কর ।” নির্দোষ ও নিষ্কপট হইতে যত্ন করা বিশ্বাসিদের কর্তব্য

বটে, কিন্তু তদ্যতিরেকে দেবপূজকদিগকে খ্রীষ্টের তত্ত্ব জানাইতে বিশেষ শ্রম করাও আবশ্যিক। দেখ, পূর্বে-
কালে তাড়না প্রযুক্ত যিরূশালম নগরের মণ্ডলীস্থ লো-
কেরা যিহুদিয়া ও শোমিরোন দেশের নানা স্থানে ছিন্ন
ভিন্ন হইয়া সর্বত্র সুসমাচার প্রচার করিল। যাহারা
উপদেশকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল কেবল তাহারাই
ভ্রমণ করত সুসমাচার ঘোষণা করিল তাহা নয়, বরং
সমস্ত লোকই খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য প্রেমদ্বারা আকৃষ্ট
হইয়া সকল স্থানে যথাসাধ্য তাঁহার বিষয়ে সাক্ষ্য
দিল। আর ইহাতেই ঈশ্বরের তুষ্টি হইল তাহা প্রত্যক্ষ
আছে, কেননা প্রভুর হস্ত তাহাদের সহায় থাকিতে
অনেকানেক লোক বিশ্বাস করিয়া প্রভুর প্রতি মন
ফিরাইল।

৫। অথচ মনোযোগ করিয়া দেখ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
দ্বাদশ শিষ্য শ্রেষ্ঠরূপে জগতের দীপ্তিস্বরূপ হইল, কারণ
তাহাদেরই অধিক শ্রম ও ঘোষণা ও লেখাদ্বারা সুস-
মাচাররূপ দীপ্তি দেশে অতিবেগে ব্যাপিয়া গেল। এবং
এই সময়ে খ্রীষ্টের উক্ত প্রেরিতগণের লিখিত পত্রদ্বারা
প্রায় সকল দেশীয় লোক ধর্ম্মরূপ দীপ্তি দেখিতে পাইতে-
ছে। কিন্তু যদিও যোহন, পিতর, পৌল, প্রভৃতি প্রেরিত
ব্যক্তিরা জগৎস্থ লোকদিগকে প্রধানরূপে দীপ্তি দিল,
তথাপি খ্রীষ্ট আপন সমস্ত শিষ্যকেই কহেন, “তোমরা
জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ।” আর, পৌল ইফিসীয় মণ্ড-
লীস্থ তাবৎ লোকেরই প্রতি লিখেন, “তোমরা পূর্বে
অন্ধকারময় ছিল, কিন্তু এখন প্রভুদ্বারা দীপ্তিময় হই-

যাচ্ছ।” অথচ, তিনি ফিলিপীয় মণ্ডলীস্থ সকলের প্রতি কহেন, “তোমরা বিপথগামী লোকদের নিকটে জ্যোতিঃস্বরূপ হও।” আর, শিক্ককের পদে নিযুক্ত হউক বা না হউক, দেবপূজকের সাক্ষাতে সংকল্প করাতে ও উপদেশ দেওয়াতে খ্রীষ্টকে প্রকাশ করা প্রত্যেক বিশ্বাসি লোকের নিতান্ত কৰ্ত্তব্য।

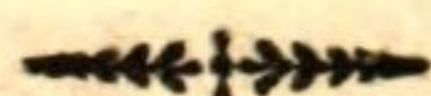
৬। শেষে আমি উপদেশকের পদে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি। “আমরা পূর্বে পারমার্থিক বিষয়ে অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতে পাই,” সুসমাচার প্রচার করণে হে আমার সহকারি ভ্রাতৃগণ, যদি তোমরা সরলরূপে এই কথা বলিতে পার, তবে ঈশ্বরের আনুকূল্যদ্বারা স্বদেশীয় লোকদের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রকাশ করিতে এবং অন্ধকারহইতে দীপ্তির প্রাপ্তি, অর্থাৎ শয়তানহইতে ঈশ্বরের প্রাপ্তি তাহাদের মতি ফিরাইতে সমর্থ হও। ইহাতে পৌলের দৃষ্টান্তে অবধান কর। সুসমাচার ঘোষণা করণে তাহার অতিশয় উৎসাহ হওয়াতে তিনি লোকদিগকে শিখাইবার জন্যে সমুদ্র পারে গিয়া অনেক দেশে পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি আপনার শুম ও দুঃখভোগের বৃত্তান্ত করিয়া বলেন, “আমি যিহূদীয়দের হইতে পাঁচবার উনচল্লিশ প্রহার, এবং তিনবার বেত্রাঘাত, এবং একবার প্রস্তরাঘাত ভোগ করিলাম। আর তিনবার জাহাজ ডুবিতে চৈকিলাম। এবং অগাধ জলে এক দিন এক রাত্রি ছিলাম। এই রূপে অনেক ২ বার যাত্রাতে, ও নদীসঙ্কটে, ও দস্যুসঙ্কটে, ও স্বদেশীয়দের সঙ্কটে, ও বিদেশীয়দের সঙ্কটে, ও নগরসঙ্কটে, ও বনস-

স্কটে, ও সমুদ্রস্কটে, এবং বেশধারি ভ্রাতৃগণের স্কটে, এবং পরিশ্রমে, ও ক্লেশে, ও বার ২ জাগরণে, ও ক্ষুধাতে, ও তৃষ্ণাতে, ও অনেক বার অনাহারে, ও শীতে, ও উলঙ্গ-তাতে কাল ক্ষেপ করিলাম।” হায় ২ হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, পৌলের আশ্চর্য্য উৎসাহে বিবেচনা করিয়া আমাদের মধ্যে কে অধোমুখ না হয়? এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান লোক-দের মধ্যে প্রায় কেহই উৎসাহশীল নহে। যদি সকলে খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি করণে উদ্যোগী হইত, তবে সম্ভবে শয়তানের প্রতিমাপূজারূপ মন্দির শীঘ্র উচ্ছিন্ন হইত, ও সকল দেবালয় ভূমিসাৎ হইত। অতএব যদি ঈশ্বর তোমা-দিগকে জীবনরূপ দীপ্তি দিয়াছেন, তবে অন্ধকারে মগ্ন হিন্দুর বংশকে দীপ্তি দিতে আয়াসপূর্ষক সচেষ্ট হও। এই পৃথিবীতে আমাদের শ্রম করণের সময় উপস্থিত হইল ইহাও মনে কর। এবং যদ্যপি সুসমাচার ঘোষণা করণপ্রযুক্ত ক্লেশ ও অপমান সহ্য করিতে হয়, তথাপি তাহাতে ক্ষান্ত হইও না। তীমথির প্রতি পৌলের কথা শুন, “যদি ক্লেশ সহ্য করি, তবে খ্রীষ্টের সহিত রাজত্ব করিব। কিন্তু আমরা তাঁহাকে অস্বীকার করিলে তিনিও আমাদের অস্বীকার করিবেন।” অতএব বেতনের বৃদ্ধি, বা পদের উন্নতি, বা সামসারিক সুখভোগে মনোযোগ না করিয়া পৌলের পশ্চাদ্বর্তী হও। যদ্যপি তোমরা স্বদেশীয় বহু লোক অপেক্ষা বিজ্ঞ, তথাপি অভিমান ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসি অতিক্রম লোকদিগকেও শ্রম-পূর্ষক শিখাইতে সম্মত হও। যদি পৌল প্রেরিত অতি-শয় যত্নপূর্ষক আপনার ঘৃণাকারিদিগকে উপদেশ দিতে

উদ্যোগী ছিলেন, তবে বিচার করিয়া বল, স্বদেশীয় দীন-
হীন লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া কি তোমাদের কর্তব্য
কর্ম নয়? পৌল কহেন, “কোন প্রকারে কতক লোকের
যেন পরিভ্রাণ হয়, এই আশয়ে যাহার যেমন ব্যবহার
তাহার নিকটে তদনুসারে ব্যবহার করিলাম।” আর
এইরূপ ব্যবহার করা তোমাদেরও উচিত বটে।

শেষে হে প্রিয় লোকেরা, তোমরা যেন জগতের দীপ্তি
স্বরূপ হও, এই নিমিত্তে বিশ্বাসপূর্ব্বক খ্রীষ্টেতে থাক।
যদি কেহ দীপ্তি পাইবার জন্যে প্রভুর কাছে না
যায়, এবং তাহার সহিত প্রার্থনা ও ধ্যানদ্বারা নিত্য
আলাপ না করে, তবে সে অন্ধকারে থাকিয়া কোন
প্রকারে অন্ধব্যক্তিদিগকে দীপ্তি দিতে পারিবে না। ইহাতে
খ্রীষ্ট কহেন, “যে জন আমাতে থাকে, এবং যাহাতে
আমি থাকি, সে প্রচুর ফলেতে ফলবান্ হয়; কিন্তু
আমাভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।” অতএব
যেন প্রচুররূপে ফলবান্ হওয়াতে ঈশ্বরের মহিমা
প্রকাশ কর, এই জন্যে তোমরা তাহার সহিত সর্বদাই
পারমার্থিক ভাবে আলাপ করিতে যত্ন কর। তাহাতে
তোমরা জগতের দীপ্তিস্বরূপ হইবা, এবং যে সময়ে যীশু
প্রকাশিত হইবেন, তৎকালে তোমরাও লজ্জিত না হইয়া
সাহসপূর্ব্বক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবা।

গীত।



এমন আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশিলে
প্রভু শত্রুনাগি প্রাণ দিলে।

- ১ প্রভু জগতে ছিলে নরেতে মিলে হে নরমেধ হইলে
প্রভু নরের নরক জ্বালা আপনি নিবারিলে।
- ২ প্রভু দিয়া নিজ প্রাণ হইলে বলিদান হে প্রভু অতি
দয়াবান
কত অস্ত্র খোঁড়া গোঙ্গা আদি স্ততকে বাঁচাইলে
- ৩ শত্রু হস্তে প্রাণ করি সমর্পণ করিলে কবরে শয়ন
তিন দিনের দিনে প্রভু আপনি হে উঠিলে।
- ৪ পিতা ঈশ্বর সদনে আছ তাঁর দক্ষিণে হে স্থান প্রস্তুত
কারণে
ওহে নিজ আশ্রিত জনে তুমি রাখিবেন সে অতুলে।



১১ উপদেশ ।

ধর্মপুস্তক পাঠ করণের বিধি ।

ঈশ্বরের সেবক যেন সিদ্ধ হয়, ও তাবৎ উত্তম কর্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত । এবং উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয় । ২ তীমথির ৩. ১৬, ১৭ ।

ঈশ্বরের বাক্য অভ্যাস করা অপেক্ষা আর কোনই কর্ম মনুষ্যদিগের মঙ্গলজনক নহে । পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপনার ইচ্ছা আমাদের কাছে জানাইয়াছেন । আর আমাদের বিষয়ে তাঁহার কিং প্রকার অভিমত, তাহা ধর্মপুস্তকে স্পষ্টরূপে লেখা আছে । আর ভক্ত জনেরা অনেক শুমপূর্বক আদিভাষায় রচিত ধর্মপুস্তক বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদিত করিয়াছেন । অতএব বঙ্গদেশীয় লোকদের মধ্যে যাহারা লেখা পড়া জানে, তাহারা অনায়াসে নিজ ভাষাতে ঈশ্বরের মহৎ কর্মের বিবরণ পড়িতে পারে । ঐ পুস্তকের তর্জমাকারিরা হিন্দু-লোকদের উপকারক বটে, এবং সেই তর্জমা দ্বারা

এই দেশীয় ব্যক্তিরা প্রচুর ধর্মজ্ঞান পাইতে পারে। কিন্তু যে জন উক্ত শাস্ত্রে মনোযোগ না করে, সে তাহাহইতে কোন শিক্ষা পায় না। এবং যদিপিও বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ধর্মপুস্তক সকলের কাছে আছে, তথাপি আলস্য কিম্বা অনভিলাষপ্রযুক্ত সম্ভবে কেহ তাহাহইতে কোন লাভ পায় না। অতএব ঈশ্বরের শাস্ত্র অভ্যাস করা কি জন্যে কর্তব্য? আর, সে শাস্ত্র কি মতে পাঠ করা উচিত? এবং তাহা উপযুক্তরূপে অধ্যয়ন করিলে কি ফল হয়? এই তিন বিষয়ে আমি কিছু উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হই। তাহা ভক্তিপূর্বক শ্রুতিতে দয়ালু পরমেশ্বর তোমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।

১। ধর্মপুস্তক অভ্যাস করা আমাদের কর্তব্য কেন? ইহা বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত। ধর্মপুস্তকের লেখকগণ নিজ জ্ঞানে তাহার রচনা করেন নাই। পিতর প্রেরিত বলেন, “ভবিষ্যদ্বাক্য মনুষ্যের ইচ্ছাহইতে পূর্বে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা প্রবৃত্তি পাইয়া ভবিষ্যদ্বাক্য কহিল।” হিন্দুশাস্ত্র ঈশ্বর দত্ত নহে ইহার প্রমাণ এই, তাহাতে অনেক বিপরীত ও অযুক্তিসিদ্ধ ও অসম্ভব কথা লেখা আছে। বিশেষতঃ দেবদেবীর কুব্যবহারের বিষয়ে অনেক ঘৃণাজনক বাক্য আছে। আর হিন্দুশাস্ত্র পড়িলেও কেহ ধার্মিক হইতে পারে না, বরং তাহাতে অধার্মিক হইয়া উঠে। কিন্তু ধর্মপুস্তকে সমুদায় কথার ঐক্য আছে, ও তাহাতে কোন বিরুদ্ধ বাক্য নাই। অথচ, তাহার উক্তি নির্দোষ।

১২ গীতে বলেন, “ঈশ্বরের বাক্য স্মৃত্তিকা মুচিত্তে সাত-
বার পরিস্কৃত রূপার ন্যায় নিম্নলি।” এবং যে ব্যক্তি উপ-
যুক্তরূপে তাহা ধ্যান করে, সে উত্তরোত্তর পুণ্যবান
হয়। ধর্মপুস্তক ঈশ্বরের বাক্য, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই,
এই হেতুক তাহা পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। বিচার
করিয়া দেখা, যদি বালক আপন পিতার কথা শুনিয়া
মানে, তবে সৃষ্টিকর্তার বাক্য পাঠ ও মান্য করা কি সৃষ্ট
বস্তুর, অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য নয়? নিতান্ত কর্তব্য বটে।

২। আর ধর্মপুস্তক সদুপদেশে ফলদায়ক হয়, তন্নি-
মিত্তেও তাহা পাঠ করা উচিত। পরমেশ্বরের ও পরি-
ভ্রাণের বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান কেবল উক্ত পুস্তকে লিখিত
আছে, এবং যে কেহ তাহাতে শিক্ষিত হয়, সে কি ২ কর্ম
করা উচিত, ও কি ২ অনুচিত তাহা নিশ্চয়রূপে জানে।
আর, যে জন তাহা জানে না, সে ভ্রান্ত হইয়া কুপথে
চলে। আর সেই শাস্ত্র অনুযোগে ও শাসনে ফলদায়ক
হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের নিরূপিত পথ ছাড়িয়া বিপথে গেলে
ধর্মপুস্তক আমাদের সূপথে পুনর্বার চলাইতে পারে।
আর, প্রয়োজন থাকিলেও তাহাই আমাদের অনুযোগ
ও শাসন করে। ১১২ গীতে কহেন, “যুবমানুষ কিপ্রকারে
আপন পথ পরিষ্কার করিবে? তোমার বাক্য অনুসারে
সতর্ক হইয়া করিবে।” ধর্মগ্রন্থ আমাদের ব্যবহারের উপ-
যুক্ত নিরূপক বটে, এবং যাহারা তদনুসারে চলে, তাহারা
শেষে অবশ্য স্বর্গরাজ্যে পঁহুছিবে। অথচ, ঐ শাস্ত্র ধর্ম-
শিক্ষাতে ফলদায়ক হয়। আমাদের কি ২ কর্ম ত্যজ্য, ও কি ২
বিষয় বিশ্বাস্য, ও কোন্ ২ ব্যক্তি প্রেমযোগ্য, এবং পরকালে

ভিন্ন ২ মনুষ্যের ভিন্ন ২ গতি হইবে, এই সকলই ঐ পুস্তকে বিস্তারিত আছে। আর, পরমেশ্বর হইতে তাবৎ বস্তু সৃষ্ট হইয়া রক্ষিত হইতেছে; এবং এক সত্য পরমেশ্বরেতে পিতা, ও পুত্র ও সদাশ্রী, এই তিন ব্যক্তি আছেন; আর, ঈশ্বর স্বভাবতঃ কি পর্যন্ত উত্তম; আর মনুষ্যাগণ দুষ্কৃত ও দুঃখিত, এই ২ সকল আমরা উক্ত পুস্তক হইতে অবগত হইতেছি। আর মনুষ্যদিগের পরিভ্রাণের নিমিত্তে যে কিছু আবশ্যক তাহাও ঐ পুস্তকে সম্পূর্ণরূপে লেখা আছে। ফলতঃ তাবৎ মনুষ্য অর্থাৎ রাজা কি প্রজা, স্বামী কি স্ত্রী, পিতা কি পুত্র, মনিব কি চাকর হউক, সকলেই ঈশ্বরের শাস্ত্রে আপন ২ উচিত ব্যবহারের বিধি জানিতে পারে। অতএব সে শাস্ত্র পাঠ করা সমুদয় লোকের কর্তব্য বটে।

৩। অধিকন্তু বিবেচনা কর, ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে ধর্মপুস্তক আলোচনা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। প্রভু যীশু যিহুদীয়দিগকে কহিলেন, “ধর্মপুস্তকের কথা আলোচনা কর। সে কথা দ্বারা তোমরা অনন্ত পরমায়ুঃ পাইবা তোমাদের এমনত বোধ আছে। সে পুস্তকও আমার বিষয়ে প্রমাণ দিতেছে।” সুতরাং, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য পাঠ না করে, সে তাঁহার আজ্ঞাবহ নহে, ইহা সপ্রমাণ আছে। আর দেখ, দায়ূদের প্রথম গীতে বলেন, “যে জন পরমেশ্বরের শাস্ত্রেতেই সন্তুষ্ট থাকে, এবং দিবারাত্রি তাহা ধ্যান করে সেই ধন্য।” আর পিতর প্রেরিত কহেন, “তোমরা তাবদ্বেষ, ও সর্বপ্রকার ছল, ও কাপট্য, ও ঈর্ষ্যা, ও তাবৎ কদালাপ ছাড়িয়া বৃদ্ধি পাইবার জন্যে নব-

শিশুদের ন্যায় প্রকৃত বাক্যরূপ দুঃখ পাইতে ইচ্ছা কর।”
 দেখ, যেমন নবশিশু আপনার মাতার দুঃখ খাইয়া বাড়ে,
 তেমনি যাহারা ঈশ্বরের বাক্যরূপ দুঃখ খাইয়া থাকে, তা-
 হারা পারমার্থিক বিষয়ে বৃদ্ধি পায়। আর যাদৃশ অতি
 শিশু মাতার দুঃখ না পাইলে ক্ষীণ হইয়া উঠে, তাদৃশ যে
 কেহ ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও ধ্যান না করে, সে প্রকৃত বাক্যরূপ
 দুঃখকে অধম জ্ঞান করিয়া কোন প্রকারে বর্জিষ্ণু হইতে
 পারে না। আর দেখ, প্রেরিতদের ক্রিয়ার বিবরণে উক্ত
 আছে, বিরয়া নগরস্থ ব্যক্তির। খিষলনীকীয়দের অপেক্ষা
 মহাত্মা ছিল, কেননা তাহারা প্রতিদিন ধর্মগ্রন্থের আ-
 লোচনা করিয়া স্বচ্ছন্দে তাহার কথা গৃহণ করিত। এবং
 এই নিমিত্তে তাহারা প্রায় সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল।
 হে প্রিয় পাত্রেরা, স্মরণ কর, ধর্মগ্রন্থ ঐশ্বরিক জ্ঞানে
 দত্ত, এবং আমাদের অতিশয় মঙ্গলজনক, ও তাহা ধ্যান
 করিতে ঈশ্বর তাবৎ লোককে আদেশ দিয়াছেন, এই ২
 হেতুক ঐ পুস্তক অভ্যাস করা সর্বতোভাবে আমাদের
 উচিত কর্ম বটে।

৪। এখন ঈশ্বরের শাস্ত্র কি ২ মতে পাঠ করিতে হয়?
 তাহাতে মনোযোগ করিয়া দেখ, ধর্মপুস্তক পড়িতে গেলে
 তাহা ঈশ্বরের বাক্য বটে, এমন নিশ্চয় জ্ঞান করা
 আবশ্যক। কেহ ২ তাহা ভুলিয়া অসাবধান হইয়া ঐ
 পুস্তকের কথা পড়িলেও তাহা মানে না। ভক্ত জনেরা
 আদরপূর্বক ঈশ্বরের বাক্য পড়িয়া মান্য করে। দেখ,
 খিষলনীকীয় মণ্ডলীর প্রতি পৌল প্রেরিত কহেন,
 “তোমরা যে সময়ে আমাদের মুখহইতে ঈশ্বরের

বাক্য শুনিয়াছ, তৎকালে মনুষ্যের কথার ন্যায় তাহা না লইয়া সৰ্ব্বকার্য সাধক যে ঈশ্বরের বাক্য তাহা সত্য জ্ঞান করিয়া লইয়াছ।” অতএব যখন আমরা পড়িবার জন্যে ধর্মপুস্তকের পত্র খুলি, তখন, “প্রভু পরমেশ্বর যাহা কহিবেন, আমি তাহাই শুনিব,” এই কথা মনে ২ কহা উচিত। অথচ, পরিশুমপূর্বক পাঠ করিতে হয়। দেখ, কেহ কোন সামান্য বিদ্যাতে নিপুণ হইতে চাহিলে সে তাহাতে কি পর্যন্ত চেষ্টা করে! আর, যে জন পৃথিবীর মধ্যস্থলহইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ইত্যাদি ধাতুকে বাহির করিয়া লইতে চাহে, সে কোন যত্নকে অধিক জ্ঞান করে না। এতদ্রূপ শুম করা ধর্মজ্ঞানের চেষ্টাকারিদেরও অতি আবশ্যক। ইহাতে সলিমান রাজার বাক্য শুন, তিনি কহেন, “যদি জ্ঞানকে আহ্বান কর, ও বুদ্ধির জন্যে চীৎকার কর, এবং যদি রূপার ন্যায় তাহার অন্বেষণ কর, ও গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার অনুসন্ধান কর, তবে পরমেশ্বর বিষয়ক ভয় বুদ্ধিতে পারিবা, ও ঈশ্বর বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান পাইবা।” আর, যেমন ক্ষুধিত ও পিপাসিত মনুষ্য যত্নপূর্বক খাদ্য সামগ্রী ও জল পাইতে চেষ্টা করে, তেমনি যে ব্যক্তি পরমার্থ বিষয়ে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়, সে আপন খাদ্যহইতেও ঈশ্বরের কথা অধিক ভাল বাসে।

৫। অথচ, নমুতা ও আদরপূর্বক ধর্মপুস্তক পাঠ করা কর্তব্য। কেহ ২ গর্জী হইয়া বিতণ্ডা ও চাট্টা করিবার জন্যে ঐ পুস্তক পড়ে। আর কোন ২ ব্যক্তি তাহাকে সামান্য পুস্তক বুঝিয়া কেবল পূর্ববৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্তে

পড়িয়া থাকে। যাহারা এই ২ ভাবে ঈশ্বরের বাক্য পাঠ করে, তাহারা কখনো ধর্মজ্ঞানে শিক্ষিত হয় না। স্মরণ করিয়া দেখ, পূর্বকালে যোশিয় নামক অতিধান্মিক এক রাজা ছিলেন। তাহার রাজত্ব সময়ে মূসা লিখিত পরমেশ্বরের ব্যবস্থাপুস্তক মন্দিরে পাওয়া গেল। তাহাতে এক জন লেখক রাজার সাক্ষাতে তাহা পাঠ করিল। তখন রাজা সেই পুস্তকের কথা শুনিয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া দাসগণকে এই আজ্ঞা দিলেন, যথা, “তোমরা যাইয়া এই প্রাপ্ত পুস্তকের কথার বিষয়ে পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর, কেননা আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাহার বাক্য মানে নাই, এবং আমাদের প্রতি এই পুস্তকে লিখিত কথানুসারে কর্ম করে নাই, এই জন্যে আমাদের বিরুদ্ধে পরমেশ্বরের অতিশয় ক্রোধ জন্মিয়াছে।” দেখ, উক্ত রাজা নমুতাপূর্বক ঐশ্বরিক বাক্য শুনিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, “তোমার অন্তঃকরণ কোমল হইল, ও তুমি আমার সাক্ষাতে নমু হইয়া আপন বস্ত্র চিরিয়া আমার সম্মুখে কাঁদিলে, এই জন্যে আমিও তোমার কথা শুনলাম, ও তুমি শান্তিতেই আপন কবরে সংগৃহীত হইবা (২ বংশাবলি ৩৪, ১৪-২৮)। কেবল নমু লোকেরা ঐশ্বরিক বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারে ইহার নিশ্চয় আছে। দেখ দায়ূদ ২৫ গীতে বলেন, “ঈশ্বর নমু লোকদিগকে আপন পথে শিক্ষা দেন।” অতএব হে প্রিয় পাঠকেরা, নমুতা ও আদরপূর্বক ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন কর। এবং তোমরা কোন বচন কঠিন জ্ঞান করিলে উপদেশকের কাছে গিয়া ইহার অর্থ কি?

এই জিজ্ঞাসা কর, তাহাতে তোমরা তাহা জানিতে পারিবা। যে ২ লোক ঈশ্বরের বাক্য বুঝিতে চেষ্টা করে, তিনি তাহাদিগকে অবশ্য সাহায্য করেন। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, পূর্বকালে কূশদেশীয় এক জন অধ্যক্ষ ভজনা করণার্থে যিরূশালম নগরে আসিয়া পুনর্ব্বার গাড়ীতে চড়িয়া যিশয়িয় নামে ভবিষ্যদ্বক্তার গ্রন্থ পড়িতে ফিরিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে ফিলিপ নামক ঘোষণাকারী নিকটে গিয়া অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসিল, যাহা পড়িতেছ, তাহা কি বুঝিতে পার? তাহাতে সে কহিল, কেহ আমাকে বুঝাইয়া না দিলে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিব? পরে ফিলিপ গাড়ীতে চড়িয়া যীশুর চরিত্র তাহার কাছে কহিতে লাগিল। দেখ, ঐ গাড়ীর কাছে যাইতে পরমেশ্বরই ফিলিপকে আজ্ঞা দিলেন। এবং যদি কেহ ঐ অধ্যক্ষের ন্যায় ধর্ম্মপুস্তক বুঝিতে যত্ন করে, তবে ঈশ্বর তাহার নিকটে অবশ্য কোন শিক্ষককে পাঠাইবেন, নতুবা তিনি আপনি সদাআদ্বারা তাহাকে উপদেশ দিবেন।

৬। অথচ, কোন ২ লোক প্রায় প্রতিদিন ঈশ্বরের শাস্ত্র পড়িলেও ধর্ম্মের বৃদ্ধি পায় না, ইহার কারণ কি? তাহারা সেই শাস্ত্রের সহিত আপনাদের ব্যবহারের তুলনা করে না, ও তাহার দ্বারা আপনাদের পরীক্ষা করে না, এই নিমিত্তে ঐ শাস্ত্র পাঠ করণে তাহাদের শ্রম বৃথা মাত্র হয়। এই বিষয়ে যাকুব প্রেরিতের কথা শুন, “যে কেহ বাক্যানুসারে কর্ম্ম না করিয়া শোঁতামাত্র থাকে, সে দর্পণে মুখদর্শনকারি মনুষ্যের সদৃশ, অর্থাৎ যেমন স্বাভাবিক মুখদর্শক আপনার মূর্ত্তি দর্পণে দেখিলেও আপনি

কেমন, তাহা সে স্থানহইতে গিয়া ভুলিয়া যায়, সেও তদ্রূপ। কিন্তু যে কেহ মুক্তিজনক ব্যবস্থাকে দেখিয়া তাহাতে থাকে, সে বিস্মারক শোভা না হইয়া কর্মকরণ-পূর্ব্বক আপন কার্য্যেতে ধন্য হয়।” আমরা যেন পূর্ব্বা-
 পেক্ষা উত্তম ব্যবহার করি, এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মপুস্তক
 অনবরত অভ্যাস করা আমাদের কর্তব্য। পুনশ্চ ঐ
 পুস্তক পড়িতে গেলে প্রার্থনা করিতে হয়, কারণ আমরা
 নিজ জ্ঞানে বা বুদ্ধিতে তাহার অর্থ জানিতে পারি না।
 ইহাতে পৌলের কথা শুন, “সাংসারিক মনুষ্য ঈশ্বরের
 আত্মাসম্বন্ধীয় উপদেশকে মূঢ়তাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া
 অগ্রাহ্য করে, এবং তাহার তত্ত্বও বুঝিতে পারে না,
 যেহেতুক কেবল পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা তাহা বোধগম্য
 হয়।” ঈশ্বরহইতে বিশেষ বুদ্ধি না পাইলে কেহই তাহার
 উক্তির তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, ইহা জানিয়া দায়ূদ
 রাজা এই প্রার্থনা করেন, যথা, “আমার চক্ষুঃ প্রসন্ন কর,
 তাহাতে তোমার শাস্ত্রে আশ্চর্য্য দর্শন করিব।” আর
 প্রভু যীশু আপন শিষ্যদিগকে কহেন, “পিতা আমার
 নামে সহায় অর্থাৎ পবিত্র আত্মাকে পাঠাইলে তিনি
 তাবৎ কথার শিক্ষা দিয়া আমার উক্ত সমস্ত বাক্য
 তোমাদিগকে স্মরণ করাইবেন।” ধর্ম্মপুস্তকের তাৎপর্য্য
 বুঝিবার জন্যে অনেক বিদ্যা আবশ্যক হয় না, বরং
 যাহারা নমুতা ও যত্নপূর্ব্বক তাহা জানিতে চেষ্টা ও
 প্রার্থনা করে, সদাআই তাহাদিগকে প্রকৃত অর্থ জানান।
 যদিপিও আমরা বারং পড়িয়াও বুঝিতে না পার,
 তথাপি তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া পুনঃ পড়িতে ও

প্রার্থনা করিতে ও জ্ঞানি শিক্ষকের নিকটে যাক্রা করিতে প্রবৃত্ত থাক। এইরূপে তোমরা শেষে সমস্ত আবশ্যক জ্ঞান পাইয়া পরমাত্মাদে পরিপূর্ণ হইবা।

৭। এখন ধর্মশাস্ত্র উপযুক্তরূপে অভ্যাস করিলে কিং লাভ হয়, এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ কথা লিখি। দেখ, মূলবচনে উক্ত আছে, “ঈশ্বরের সেবক যেন সিদ্ধ হয়, ও তাবৎ উত্তম কর্ম করিতে প্রস্তুত হয়, এই নিমিত্তে ঐ সকল শাস্ত্র ঈশ্বরের আবির্ভাবে দত্ত।” অর্থাৎ যে জন তাহাতে যথার্থরূপে মনোযোগ করে, সে সমস্ত কর্তব্য কর্মের বিধি জানিতে পারে। আর, যেমন অন্নজলাদিদ্বারা ক্ষুধিত ও পিপাসিত লোক তৃপ্ত হয়, তেমনি যাহারা ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে ও তাহার আজ্ঞা মানিতে চাহে, তাহারা ঐ পুস্তকের পাঠ ও শ্রবণ ও মনন ও উদ্দেশ্য করা হইতে তৃপ্তি পায়। আর যে মনুষ্য ধর্মশাস্ত্র জ্ঞাত হয়, সে আপন কর্তব্যাকর্তব্য কর্ম নিশ্চয়রূপে জানে। এবং যেমন উত্তম আহারদ্বারা শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়, তেমনি ঈশ্বরের বাক্যদ্বারা আত্মার মঙ্গল হয়। ঈশ্বরদত্ত ধর্মপুস্তক আত্মার স্বর্গীয় খাদ্য বস্তুস্বরূপ। অতএব তাহার পড়ন ও পালনদ্বারা আমরা বৃদ্ধি পাই। আর তাহা আমাদের চলনের নিমিত্তে তেজোময় প্রদীপ হইয়া পরিভ্রাণের দৃঢ় উপায় হইয়াছে। আর, তাহা নত লোকদিগকে বুদ্ধি দেয়, এবং মনের প্রবোধ ও আত্মাদ দিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করে। তাহা স্বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এক রত্ন ও অমূল্য ধনস্বরূপ; আর মধু ও মধুর চাকহইতেও

মিষ্ট হয়। ধর্মপুস্তকের বাক্যকে অনন্ত জীবনের কথাই
 কহা যায়, কেননা তাহা ঐশ্বরিক কর্মের উপায় হইয়া
 তাহারই নিমিত্তে নিরূপিত হইয়াছে। আর তাহা বিশ্বাস-
 সির অন্তঃকরণে গৃহীত হইলে পারমার্থিক ফলকে জন্মায়।
 হে প্রিয় পাঠকগণ, তোমরা ধর্মপুস্তক পড়িতে ভাল বাস
 কি না, এতদ্বিষয়ে বিবেচনা কর। এই দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান
 লোকদের মধ্যে কেহ ২ ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষিত নহে। তবে দেখ,
 এমন অজ্ঞান ব্যক্তিরা যদি খ্রীষ্টকে স্বীকার করে, তবে
 তাঁহার শিক্ষা না জানাতে কেন লজ্জিত না হয়? মনু-
 ষ্যদের মধ্যে যে ২ ব্যক্তি আপন ২ কর্মের বিদ্যা না জানে,
 তাহারা অবশ্য লজ্জিত হয়। আর, যে মনুষ্য কোন
 শাস্ত্র পড়ে নাই, সে আপনাকে পণ্ডিত বলিলে সকলের
 কাছে হাস্যান্বদ হয়; তেমনি যাহারা খ্রীষ্টের উপদেশ
 কথা যথাসাধ্য পাঠ ও শ্রবণদ্বারা যথার্থ বোধ করিতে
 যত্ন না করে, তাহারা আমরা খ্রীষ্টকে ও তাঁহার ধর্মকে
 মানি, এই কথা বলিলে কেন লজ্জিত না হয়?

বিচার করিয়া দেখ, ঈশ্বর মনুষ্যদিগকে অনেকাণেক
 উপকার দেন বটে, কিন্তু সে সকলের মধ্যে ধর্মপুস্তকই
 বহুমূল্য। এই বিশেষ অতুল্য দানের নিমিত্তে আইন
 আমরা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং ঐ পুস্তক পরিশ্রম
 পূর্বক পাঠ করাতে আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।
 যদিও অন্যান্য লোক অলস হইয়া নিষ্ফল গল্প করত
 কাল যাপন করে, তথাপি তোমরা যত লোক ঈশ্বরকে
 মান ও তাঁহাতে বিশ্বাস ও ভরসা রাখ, সকলেই একান্ত-
 রূপে পাঠ ও শ্রবণদ্বারা তাঁহার বাক্য জানিতে ও

তদনুসারে চলিতে চেষ্টা কর। ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও নিত্য সাভুনা পাইবা, এবং স্বর্গীয় পুণ্যবান ব্যক্তিদের সহিত বাস করিতে প্রস্তুত হইবা। ১১৯. গীতে লেখা আছে, “যাহারা ঈশ্বরের শাস্ত্রকে প্রিয়জ্ঞান করে, তাহাদের পরমমঙ্গল হয়, ও কোন প্রতিবন্ধক থাকে না।” অধিকন্তু প্রভু যীশু কহেন, “যে কেহ আমার সকল কথা শুনিয়া মানে, পাষাণের উপরে ঘর নির্মাণকারি জ্ঞানবানের সহিত তাহার তুলনা দি। কেননা বৃষ্টি বর্ষিয়া বন্যা আসিয়া বাতাস বহিয়া সে ঘরে লাগিলেও পাষাণের উপরে তাহার ভিত হওন প্রযুক্ত সে পড়ে না।” হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরদত্ত, ও তাহা পাঠ করিতে তিনি আজ্ঞা দেন; আর, তাহা উপদেশে ও অনুযোগে ও শাসনে ও ধর্মশিক্ষাতে ফলদায়ক হয়, এই নিমিত্তে তাহা অধ্যয়ন করা নিতান্ত কর্তব্য। আর, যে কেহ ঐ শাস্ত্রকে ঐশ্বরিক বাক্য বুঝিয়া নম্রতা ও আদর ও প্রার্থনা-পূর্বক পাঠ করে, সে সিদ্ধ হইবার ও তাবৎ উত্তম কর্ম করিবার এক সফল উপায় গ্রহণ করে। এইহেতুক আইস আমরা সকলেই স্বর্গীয় পিতার দত্ত এই উপায় আহ্লাদপূর্বক গ্রহণ করি, এবং খ্রীষ্টের সকল ধর্মরীতি ও বিধি ও ব্যবস্থা শুনিয়া ও পড়িয়া জ্ঞাত হই। আর ঈশ্বরের বাক্যকে ভয় ও সমাদরপূর্বক অন্তঃকরণে রাখিয়া দিবারাত্রি তদ্বিষয়ে ধ্যান করি। আর আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অপূর্ব অনুগ্রহ আছে, ইহা বিবেচনা করিয়া আপন ২ শরীরকে সজীব ও পবিত্র ও গ্রাহ্য বলিরূপে তাহার উদ্দেশে উৎসর্গ করি, এই আমাদের উপযুক্ত সেবা বটে।

১২ উপদেশ।

ঈশ্বরসেবার ফল বিবরণ।

“শারীরিক যে যত্ন সে যৎকিঞ্চিৎমাত্র ফলদায়ক হয়। কিন্তু ঈশ্বরসেবা ইহকালে ও পরকালেও প্রতিজ্ঞায়ুক্ত হইয়া সকল বিষয়ে ফলদায়ক হয়।” ১ তীমথিয় ৪. ৮।

যে ব্যক্তি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শরণাগত হয়, সে ঈশ্বরসেবা করে, অর্থাৎ বিশ্বাসকারিরা সদাআহুতে জাত হইয়া অধ্যায় ও কুঅভিলাষাদি ছাড়িয়া সৎসারে সদাচার করত কাল যাপন করে; এবং তাহাতে তাহারা ইহকালে ও পরকালে ধন্য হয়। ফলতঃ ঈশ্বরসেবা করা মনুষ্যদিগের অতিশয় মঙ্গলজনক, এবং সকল বিষয়ে ফলদায়ক হয়। যে জন খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া ধার্মিক হয়, সে অবশ্য পরলোকে বাহুল্যরূপে সুখী হইবে, তাহা কেবল নয়, সে এই পৃথিবীতেও অন্য সকল লোক অপেক্ষা ভাগ্যবান হয়, ইহার প্রমাণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে, যথা।

১। যে ঈশ্বরসেবা করে, সে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া আপন শরীরকে বশীভূত রাখিয়া কুশল লাভ করে। কিন্তু অধার্মিক ব্যক্তি আপনার অভিলাষের অধীন হইয়া অতিশয় দুঃখী হয়, ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরমেশ্বরের বাক্যেতে ও মনুষ্যদের আচরণেতে জানা যায়। বিশেষতঃ কামুক মনুষ্য পুনঃ ২ ভীত ও ব্যস্ত

ও অতৃপ্ত ও বঞ্চিত ও ঘৃণায়ুক্ত ও রাগী ও দুর্জল, এবং কোন ২ সময়ে ভারি রোগগুস্তও হয়। বিবেচনা করিয়া দেখ, জগতের মধ্যে যত দুঃখ আছে তাহার কারণ কেবল পাপ। যদি মনুষ্যেরা পাপকর্ম না করিত, তবে তাহাদের কোন দুর্দশা হইত না। অহঙ্কার ও ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ ও ক্রোধ ও প্রতিহিংসাহইতে কতই বিপদ হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আর লোভ ও সম্ভ্রমাকাঙ্ক্ষা ও কাম ও আত্মপ্লাষাহইতে অনেক অপবাদ ও ক্লেশ জন্মে ইহার নিশ্চয় আছে; অতএব যে জন কামাভিলাষ ও ইন্দ্রিয়গণকে দমন করে সে মহাফল পায়। যাকুবের পত্রের ৪ অধ্যায়ের ১ পদে উক্ত আছে, “তোমাদিগের মধ্যে যুদ্ধ ও সংগ্রাম কাহাহইতে হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে বিপরীতকারি সুখাভিলাষ, তাহাহইতে কি নয়?” পূর্বোক্ত কুঅভিলাষহইতে মনঃপিড়া ও শারীরিক কষ্ট জন্মে বটে, কিন্তু যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া নম্র ও ভদ্র ও মৃদু হয়, তাহারা নিতান্ত ধন্য।

২। অথচ, পৌল প্রেরিত যে বাক্য কহেন, তাহা প্রত্যেক ধার্মিক লোকও বলে, যথা, “যে কোন অবস্থাতে থাকি, তাহাতেই তুষ্ট থাকিতে শিখিয়াছি।” কিন্তু অধার্মিক ব্যক্তি তৃপ্ত না হইয়া, ধন ও যশঃ ও সুখ্যাতি ও সামসারিক সুখ ও স্তবস্তুতি ইত্যাদি পাইতে চেষ্টা করে, এবং তাহা না পাইলে নিরাশ হইয়া দুঃখী হয়। লোভির হৃষ্টচিত্ত হইতে পারে না, কিন্তু যে ধার্মিক সে সর্বদা পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দিত হয়। আর, “বহু সন্মতি প্রাপ্ত হওয়াতে মনুষ্যের আয়ুঃ হয় না” ইহা

জানিয়া যে ব্যক্তি ঈশ্বরসেবা করে, সে সামান্য মারিক বিষয়ে উদ্বিগ্ন হয় না। “আমরা কোন বস্তু লইয়া এই জগতে আসি নাই, এবং এই স্থানহইতে কিছু লইয়া যাইতেও পারিব না ইহার নিশ্চয় আছে; অতএব অন্তবস্ত্র থাকিলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত,” যে জন এই শাস্ত্রীয় বিধি মানিয়া অন্তবস্ত্রমাত্র থাকিলেই সন্তুষ্ট থাকে, সে ভাগ্যবান বটে। “যাহারা ধনলোভী হয়, তাহারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে পড়ে, এবং যাহাতে লোকেরা নরকে মগ্ন হয়, এমত কুঅভিলাষের বশীভূত থাকে।” অতএব এই জগতেই ধার্মিকেরা লোভী না হওয়াতে উক্ত পরীক্ষা ও ফাঁদহইতে মুক্ত হইয়া সুঅবস্থায় থাকে। আর, “নীচস্থ ঐহিক বিষয়ে মনকে আসক্ত না করিয়া উপরিস্থ বিষয়ে আসক্ত করিও,” সাধু ব্যক্তির ইহা মানিয়া জগতের যৎকিঞ্চিৎ বস্তুতেও পরিতুষ্ট থাকে। অতএব ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৩। আর দেখ, হিন্দুদিগের মধ্যে কোন ২ ব্যক্তি অলস হইয়া ইষ্ট দেবতার নাম জপ করত বহুকাল পর্য্যন্ত এক স্থানে বসিয়া থাকে। অন্যান্য লোক তপস্বী হইয়া ভিক্ষা করে। আর ২ জন ধর্মজ্ঞানে শরীরে গঙ্গামূর্ত্তিকা অথবা ছাই মাখিয়া স্থানে ২ ভ্রমণ করে। এমত ব্যবহারকারিরা সুখ্যাতি হয়, এবং হিন্দুরা তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলিয়া সাধু জ্ঞান করে। কিন্তু হে পাঠকেরা বিবেচনা কর, ঐরূপ লজ্জাকর ব্যবহার সত্য ধর্মে নিতান্ত নিষিদ্ধ আছে, এবং যে জন ঈশ্বরসেবা করে সে পরিশুদ্রী হয়। ইহার বিষয়ে ধর্মপুস্তকে কহেন, “কার্য্যেতে নিরালস্য ও মনেতে

উদ্যোগী হইয়া প্রভুর সেবা করিও।” ধার্মিক ব্যক্তি আপনার স্ত্রী পুত্রাদিকে প্রতিপালন করিবার জন্যে ও দুঃখিলোকদের উপকার করিবার জন্যে, ও অজ্ঞানদিগকে শিখাইবার নিমিত্তে ও ঈশ্বরের বিষয়ে আরো বিদ্যা পাইবার জন্যে পরিশ্রম করে। এবং তাহার সে সকল পরিশ্রমের ফল এই, স্ত্রী পুত্রাদি অন্নবস্ত্রাদি পাইয়া সুখে থাকে, আর দরিদ্রদিগের মন সান্ত্বনাযুক্ত হয়। আর ধার্মিক ব্যক্তি পরিশ্রম করাতে পরমেশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্ট ও কর্তব্য কর্মের বিষয়ে সুশিক্ষা পায়, তাহাতে সে শয়তানের মায়াতে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু যে অলস সে শয়তানের জালে পড়িয়া দুঃখেতে বিদ্ধ হয়। আর দেখ, কর্মশীল মনুষ্য বিবাদ করে না। অলস ব্যক্তি আপনার পরিজন কিম্বা প্রতিবাসির সহিত অনেকবার কলহ করে, তাহাতে তাহার অতিশয় দুঃখ জন্মে। আর সেই ব্যক্তির পরিজনেরাও পুনঃ আহারাদির অভাব প্রযুক্ত অতি দীনহীন হয়। সলিমান রাজা কহেন, “অলস ব্যক্তি সদা ক্ষুধায় থাকে।” আর দেখ, সেই মনুষ্যের বাটী ও ক্ষেত্রাদি সুপরিষ্কৃত হয় না। হিতোপদেশ পুস্তকে উক্ত আছে, “আমি কোন সময়ে অলস ব্যক্তির ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলাম; তাহাতে আমি দেখিলাম সে প্রায় কণ্টক বৃক্ষে পরিপূর্ণ আছে।” কিন্তু যে পরিশ্রম করে, তাহার বাটী ও ক্ষেত্রাদি এমতরূপ নয়, ও তাহার পরিবার আহারাদি পাইয়া সুখে থাকে। “পরিশ্রমিদিগের হস্তক্রিয়াদ্বারা ধনাজ্জন হয়। অলস ব্যক্তি খাইতে চাহিলেও তাহার খাদ্য সামগ্ৰী হয় না, কিন্তু

পরিশুমির। উত্তম আহাৰ কৰাতে হৃষ্টপুষ্ট হয়।” এই হেতুক ভক্ত লোক কৰ্মশীল হইয়া নানা প্ৰকাৰ উপকাৰ পায়, সুতৰাং ঈশ্বৰসেবা ইহকালে ও ফলদায়ক হয়।

৪। পুনশ্চ মনোযোগপূৰ্বক দেখ, প্ৰত্যেক ধাৰ্মিক ব্যক্তি এইৰূপ বাক্য বলে, যথা, “পৰমেশ্বৰ আমাৰ প্ৰতি-পালক, আমাৰ কিছুৰই অভাব হইবে না।” কিন্তু “আম-ৰা কি খাইব, ও কি পান কৰিব, এবং কি প্ৰকাৰ কাপড় পৰিব?” অধাৰ্মিক মনুষ্য এই কথামাত্ৰ বলিয়া থাকে, এবং ইহাতে বারং উদ্বিগ্ন হইয়া দিবাৰাত্ৰি প্ৰায় বি-শ্রাম পায় না। কিন্তু ভক্তেরা ঐ সকল বিষয়ে কখন ব্যাকুল হয় না। এই বিষয়ে খ্ৰীষ্টের বাক্য শুন, “অন্নবস্ত্ৰাদির বিষয়ে চিন্তিত হইও না, কেননা এই বস্তু তোমাদিগের আবশ্যক, তাহা তোমাদের স্বৰ্গস্থ পিতা জানেন। অতএব প্ৰথমে ঈশ্বরের ৰাজ্য ও ধৰ্ম্মের বিষয়ে সচেষ্টি হও, তাহাতে এ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।” অতএব এই বাক্যে যে বিশ্বাস ৰাখে, সে শৰীরের নিমিত্তে কোন ক্লেশদায়ক চিন্তা কৰে না। ইহাতে দায়ূদ ৰাজাও বলেন, “প্ৰভু পৰমেশ্বৰ সূৰ্য্য ও চান্দৰূপ। তিনি অনুগ্ৰহ ও বিভব দিবেন, এবং যাহাৰা সৎপথে চলে, তাহাদের কোনই মঙ্গলের অভাব হইবে না।” অতএব পৰমেশ্বৰ আপন লোককে বিপদহইতে ৰক্ষা কৰেন, এবং সমস্ত উচিত দ্রব্যও দেন, ইহা জানিয়া ধাৰ্মিকেরা তাঁহাৰ বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততাতে ভরসা ৰাখিয়া সৰ্বদা নিৰ্ভয় হইয়া থাকে। “যাহাৰা ঈশ্বৰকে প্ৰেম কৰে, তাবৎ ঘটনা মিলিয়া তাহাদের মঙ্গল জন্মায়”

এই ঐশ্বরিক বাক্যে সত্য জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরসেবকেরা নিত্য শান্তি ভোগ করে। এবং কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকিলে তাহা পাইবার জন্যে তাহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনা করাতে অমনি চেষ্টিত উপকার পায়। আর, “তাহারা কোন বিপদের বিষয়ে ভাবিত হয় না, ও কুসম্বাদ শুনিলেও ভয় করে না, বরং ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যাশা করাতে তাহাদিগের মন সুস্থির থাকে।” অথচ, খ্রীষ্ট আপনার শিষ্যগণকে কহিলেন, “আমি তোমাদের স্থানে শান্তি রাখিয়া যাইতেছি; আমার নিজের শান্তি তোমাদিগকে দিতেছি; তোমাদের অন্তঃকরণ দুঃখিত ও ভীত না হউক।” অতএব তাহারা সর্বকালে এবং সকল অবস্থাতে শান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু “পাপিদিগের তাদৃশ গতি নয়; বরং তাহারা বায়ুতে উড়ডীয়মান তুষের ন্যায় হয়।” যিশরিয় ভবিষ্যদ্বক্তাও কহেন, “দুষ্ট লোকেরা চঞ্চল সমুদ্রের মত অস্থির” ফলতঃ তাহারা অনেক বিষয়ের জন্যে ব্যাকুল হয়। আর তাহারা কোন অকুশলবার্তা শুনিয়া ভীত হয়। বিশেষতঃ “তাহারা মৃত্যুর ভয়েতে যাবজ্জীবন বন্ধনগ্ৰস্ত আছে।” কিন্তু ধার্মিকেরা যীশুর দ্বারা দণ্ডাজ্ঞাহইতে মুক্ত হইয়া মৃত্যুকে বন্ধু বলিয়া তাহার বিষয়ে ভয় করে না, এবং প্রাণ-বিরোগকালেও তাহাদিগের মন চঞ্চল হয় না, সুতরাং ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক বটে।

৫। আর দেখ, অধার্মিক লোকের পারমার্থিক বিষয়ে কোন পথদর্শক হয় না, ফলতঃ সে হালহীন জাহাজের ন্যায় হয়। দেখ, এমত জাহাজ যেমত

বায়ুতে চতুর্দিকে চালিত হইয়া শেষে কোন মহাপ্রস্তুরে
 ঠেকিয়া ভগ্ন হয়, কিম্বা সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যায়, অথবা
 অন্য প্রকারে নষ্ট হয়, তেমনি যাহাদিগের ধর্মবিষয়ে
 পথদর্শক নাই, তাহারা সুপথ ভুলিয়া কুপথে ভ্রমণ
 করত কোন ভারি আপদে পড়িয়া যায়। ৯ গীতে উক্ত
 আছে, “পাপি ব্যক্তি আপনার হস্তকৃত কর্মদ্বারা ধরা
 পড়ে।” কিন্তু যে ঈশ্বরসেবা করে, তাহার এক নিত্য
 পথদর্শক আছে; সে পথদর্শক ঈশ্বরের বাক্য। দায়ূদ
 বলেন, “তোমার বাক্য আমার চলনার্থে প্রদীপ ও পথের
 আলোক স্বরূপ।” আর, সে বাক্য ভক্ত লোকদের পথ-
 দর্শক হওয়াতে তাহাদের অনেক ফল লাভ হয়। দায়ূদ
 আরও বলেন, “তোমার মুখের কথা দ্বারা আমি বিনা-
 শকের পথহইতে সাবধান হইয়াছি।” দেখ, যেমন
 অন্ধ ব্যক্তি বিশ্বস্ত পথদর্শককে পাইয়া যাইতে ২ পথে
 যে ২ বিঘুর কারণ থাকে তাহা ছাড়াইয়া যায়, তদ্রূ-
 পে ধার্মিকেরা ঈশ্বরের উপদেশদ্বারা প্রকৃত জ্ঞান
 পাইয়া সকল মিথ্যা পথকে ছাড়িয়া কেবল সুপথে
 চলিয়া থাকে। মনুষ্যেরা কুস্বভাব প্রযুক্ত অন্ধস্বরূপ হয়
 ইহার নিশ্চয় আছে, এবং যে কেহ ঈশ্বরের শিক্ষা
 না মানে, সে “অন্ধকারে গমন করিয়া কোথায় যায়
 তাহা জানিতে পারে না, এবং সে বার ২ উচোটও
 খায়, কারণ তাহাতে দীপ্তিমাত্র নাই।” আরো, যে কেহ
 ঈশ্বরের বাক্য না মানে, সে শয়তানের প্রবঞ্চনাতে ও
 সঙ্গিগণের প্রবোধ বাক্যেতে ও শারীরিক অভিনাষেতে
 বঞ্চিত হইয়া পুনঃ ২ মনে ও শরীরে আপদগুস্ত

হইয়া দুঃখিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানদায়ক বাক্যই যাহার পথদর্শকস্বরূপ হয়, সে শয়তানের প্রতারণা জানিয়া, “শয়তানকে স্থান দিও না” এই শাস্ত্রোক্তি স্মরণ করিয়া তাহাকে পরাজয় করে। এবং, “হে পুত্র, যদি পাপাআরা তোমাকে লোভ দেখাইয়া ডাকে, তবে উহাদের সঙ্গে যাইও না,” এই হিতোপদেশ বাক্যও মানিয়া সে ব্যক্তি দুষ্টিদিগের পরামর্শেতে সম্মত হয় না। এবং “তোমরা অশুচি ক্রিয়া ও অবিহিত স্নেহ ও কুঅভিলাষ ও লোভ এই সমস্ত কুসিৎ কার্য্য নষ্ট কর” এই শাস্ত্রীয় আজ্ঞা মানিয়া সে পরম মুক্তি পায়, সুতরাং ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৩। অথচ, সাধুলোক সুবিচারপূর্ব্বক আপন সকল কর্ম্ম করে, বিশেষতঃ সে আপনার ব্যবসায়েতে মনোযোগী হইয়া ধার করিতে সম্মত নহে। এই দেশেতে প্রায় সকলেই ঋণগুস্ত আছে, এবং যাহারা খ্রীষ্টের মণ্ডলীতে গণিত হয়, তাহাদিগেরও মধ্যে বহুজন ঋণী হওয়াতে অনেক ক্লেশ পায়। দেখ, ধার করিলে সুদ দিতে হয়; অতএব ইহাতে সলিমান রাজা উপযুক্তরূপে বলেন, “ঋণগুস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার দাসস্বরূপ হয়।” আর ধারগুস্ত মনুষ্য অতিদরিদ্র হইলে সুদ দিবার জন্যে বার ২ আপনার ঘরের সামগ্ৰীও বেচে। তাহা কেবল নয় আরও পুনঃ ২ ঋণদাতা দুঃখি ধারগুস্ত ব্যক্তিকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখে, এবং যে পর্য্যন্ত ঋণপরিশোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঋণী কারাগারহইতে মুক্ত হয় না। অতএব যে জন ধার করে, সে ভাগ্যবান হইতে পারে না। সে

মনে ২ ভাবনা করিয়া বলে, আমি কেমন করিয়া ঋণ শোধ করিব? এবং সুদের বৃদ্ধি হইলে আমি কি করিয়া তাহার পরিশোধের উপায় চেষ্টা পাইব? এইরূপে সে অতি ব্যস্তই থাকে। আর যদি কেহ মানে ২ কেবল অল্প টাকা পাইয়া ধার করে, তবে বুঝি সে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। আমি কোন সময়ে এই দেশীয় এক ঋণি ব্যক্তিকে অতিশয় পীড়িত জানিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম; ও তাহার খাটের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, ওগো তোমার মনে কোন ক্লেশদায়ক চিন্তা আছে কি না? সে বলিল, হাঁ আছে, কেননা আমি ঋণগ্রস্ত আছি। হে পাঠকেরা, মনোযোগ করিয়া বুঝ, যদিও সে ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টেতে প্রকৃতরূপে বিশ্বাস রাখিয়া স্বর্গেতে যাইতেছিল, তথাপি সে ধারপ্রযুক্ত মরণকালে দুঃখিত ছিল বটে। অথচ, ঋণ করণের বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বিধি এই, “তোমরা পরম্পর প্রেমবিনা অন্য কোন বিষয়ে কাহারো ঋণী হইও না।” ধার্মিকেরা ইহা মানিয়া ধার করণে বিমুখ হওয়াতে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পায়, সুতরাং ঈশ্বরসেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৭। আরো দেখ, যে জন ঈশ্বরের সেবাতে আসক্ত হয় সে কখন জুয়াখেলা করে না। ঐহিক লোকেরা পাশা ও ভাসদ্বারা খেলা করাতে মিথ্যা কালক্ষেপ করে, তাহা কেবল নয়, বরং কখন ২ তাহাতে অধিক টাকাও হারে। দেখ, যে ব্যক্তি উক্ত প্রকারে জুয়াখেলা করে, সে তাহাতে পণ বা বাজি রাখে। আর যদি সে ব্যক্তি

খেলায় হারে, তবে তাহাতে তাহার অধিক ক্ষতি হইয়া উঠে। হিন্দুদের মধ্যে অনেক মনুষ্য ও চীনদেশীয় বিস্তর লোক জুয়াখেলায় রত হওয়াতে অনেক কষ্ট পায়। কখন ২ জুয়ারী আপনার প্রায় সমস্ত ধন তাহাতে পণ করিয়া রাখে। এবং একবার পার্শি ফেলিলে সর্বস্ব হারিয়া প্রায় নিরাশ হয়। আর সেইহেতুক ঐ ব্যক্তির স্ত্রী পুত্রাদিও দুঃখমাগরে মগ্ন হয়। উক্ত জুয়ারী ধনের নাশ হইলে পর মনঃপীড়ায় কাতর হইয়া বলে, আমি কেমন দুর্ভাগ্য মানুষ! আমি নষ্ট হইলাম! আমার পরিবারও নিতান্ত দরিদ্র হইল, আমাদের প্রাণ কেমন করিয়া বাঁচিবে? হে ভ্রাতৃগণ, বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈশ্বরসেবকেরা জুয়াখেলাহইতে নিতান্ত বিমুখ হওয়াতে মহাফল পায়, সুতরাং ঈশ্বর-সেবা ইহকালেও ফলদায়ক হয়।

৮। শেষে যাহারা সদাআহইতে জাত হইয়া সৎকর্ম করে, ঈশ্বরের সহিত তাহাদের মিলন হয়, এবং তাহারা অনন্ত পরমায়ুর আশাই রাখে। দেখ, সেই মিলন ও সেই আশাহইতে কিপর্যন্ত সান্ত্বনা ও আনন্দ ও উল্লাস জন্মে, তাহা ধার্মিক লোক ব্যতিরেকে আর কেহ বুঝিতে পারে না। আর, “প্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করিলে আমাদের ক্ষণকাল স্থায়ি এই যে লঘুতর দুঃখ, সে বাহ্যরূপে অনন্ত কালস্থায়ি গুরুতর সুখের সাধন করিতেছে,” ভক্ত ব্যক্তির ঐ শাস্ত্রীয় বাক্যে সত্যজ্ঞান করিয়া অতিশয় বিশ্রাম পায়। যে জন অনন্ত জীবন পাওনের অপেক্ষাতে থাকে, সে

অরণ্যরূপ এ জগতেও ভ্রমণ করিতে ২ সাহস পায়; এবং সে ব্যক্তি সমুদ্রের ঢেউস্বরূপ আপদদ্বারা চালিত হইয়াও মনের লঙ্ঘরস্বরূপ যে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা তাহা রাখিয়া কোনই অপচয় পায় না। আর দেখ, ঈশ্বরের সহিত যাহাদিগের মিলন হয়, এমনত লোকেরা তাহার সঙ্গে পারমার্থিক ভাবে আলাপ করে। এবং বিপদকালেও ঈশ্বর তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত থাকেন, ইহা জানিয়া তাহারা শান্তি পায়। এবং যাহারা স্বর্গেতে নিত্য সুখ ভোগ করার আশা রাখে, তাহারা এই জগতে কিঞ্চিৎ কাল পর্য্যন্ত প্রবাসী হইয়া কোন কারণে নিরাশ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, যে ব্যক্তি বিদেশে ভ্রমণ করিয়া আপনার স্ত্রীপুত্রাদির বিষয়ে চিন্তা করে, সে যদি আপনার বাটীতে শীঘ্র পঁহুঁছিতে প্রত্যাশা রাখে, তবে পথে যাইতে ২ বিঘ্ন পাইলেও বিরক্ত হয় না, বরং, আমি বিদেশ ছাড়িয়া এই ২ সকল বিঘ্নহইতেও পলাইয়া ত্বরায় আপনার ঘরে বসিয়া বিশ্রাম পাইব, মনে ২ এমন স্থির করিয়া ঐ পথিক আপনাকে আশ্বাস দেয়। তদ্রূপে যে কেহ স্বর্গীয় গৃহে শীঘ্র বিশ্রাম পাইতে অপেক্ষা করে, সে তাম্বুস্বরূপ এই পার্থিব গৃহে বাস করত কোনই ক্লেশপ্রযুক্ত উদ্ভিগ্নমনা হয় না। যে নগর ঈশ্বরের তেজোদ্বারা দীপ্তিময় হয়, ও যাহাতে মেঘশাবক (অর্থাৎ যৌগুই) জ্যোতিঃস্বরূপ আছেন এমন স্বর্গপুরে শীঘ্র গিয়া আমি নিত্য বাসস্থান পাইব, অতএব এই অচিরস্থায়ি সৎসারের বিষয়ে আমার চিন্তা নাই, ধার্মিক লোক এইরূপ কথা বলিয়া সাহসী হয়।

অতএব হে প্রিয় পাঠকেরা, তোমরা স্মরণ করিয়া দেখ, যে জন ঈশ্বরসেবা করে, সে কুঅভিলাষকে দমন করিয়া সকল অবস্থাতেই তুষ্ট থাকে; আর সে সদা রক্ষা পাইবার জন্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ভরসা রাখিয়া তাঁহার পথদর্শকরূপ শিক্ষাবাক্যকে মানে, এবং আপনার ব্যবসায় কর্ম্মেতে মনোযোগ করিয়া পরিশ্রম করে; আর কখন জুয়াখেলা করে না, এবং ঈশ্বরের সহিত মিলন করিয়া ও অনন্ত জীবনের আশা রাখিয়া সে অনেক সুফল প্রাপ্ত হয়। অতএব হে প্রিয় লোক, তোমাদিগের প্রতি আমার নিবেদন এই, তোমরা ধনাশা ও সামসারিক সুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ধর্মকর্ম ও ঈশ্বরসেবা করিতে যত্নবান্ হও। পৌল প্রেরিত বলেন, “ঈশ্বরের সেবা প্রকৃত লাভ বটে,” ইহা বিশ্বাস করিও; কিন্তু এই দেশের কোন ২ মনুষ্য যদি সত্যতাহইতে বিমুখ হইয়া কেবল লাভার্থে ছল করিয়া ঈশ্বরের সেবা করে, তবে তোমরা ঐ প্রকার লোকহইতে পৃথক হও, এবং “আমি ও আমার পরিজন আমরা সকলে পরমেশ্বরের সেবা করিব,” মনে ২ এমন স্থির করিয়া তদনুসারে আচার ব্যবহার কর। “দুষ্চরিত্র ও বৃদ্ধা স্ত্রীজাতির উপকথা ছাড়িয়া ঈশ্বরসেবাতে চেষ্টান্বিত হও,” ইহা মানিলে তোমরা পূর্কোক্ত নানাপ্রকার উপকার পাইবা; ফলতঃ ঘরের ভিতরে ও বাহিরে যাওন সময়ে আশীর্বাদ পাইবা, এবং তোমরা পরমেশ্বরের সেবক বট ইহা তাবৎ জনই স্বীকার করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরসেবা করিতে সম্মত নহে, সে অতিমনোযোগপূর্বক সলিমান

রাজার বাক্য শুনুক। তিনি কহেন, “পরমেশ্বরের
 অভিশাপ দুষ্টিদিগের ঘরে থাকে।” “তিনি অধ্যাত্মিক-
 দের নিকটইহঁতে দূরে থাকেন। এবং “দুষ্টেরা মহা-
 সঙ্কটে চেকিয়া একেবারে নাশ পায়।” অথচ ঈশ্বর
 বলেন, “দুষ্টদের কিছু কুশল নাই,” ও তাহারা
 শাপগ্ৰস্ত হইয়া শেষে যে স্থানে শয়তান ও তাহার
 দূতগণ থাকে সেই স্থানে নিক্রিষ্ট হইবে। কিন্তু কোন
 ব্যক্তি অধ্যাত্মিক হইয়াও যদি আপন কুব্যবহার ও
 মনের কুসঙ্কল্প ছাড়িয়া ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া যায়,
 তবে তিনি দয়াপূর্ব্বক তাহাকে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করি-
 বেন। আর সে ঈশ্বরের সেবা করিতে তাঁহাইহঁতে
 শক্তি পাইয়া ইহকালে ও পরকালে সুখী হইবে। ইতি।

Twelve plain Sermons for the use of native christians in Bengal

Calcutta 1845

Hom. 1464 I

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10462041-4